শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদি-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। | তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সর্ব্বশুভায়, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণায় চ মঙ্গলাচরণং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ ত্রিবিধং —বস্তুনির্দ্দেশরূপং, নমস্কার-রূপং, আশীর্ব্বাদরূপঞ্চ। নমস্কাররূপং মঙ্গলাচরণং পুনর্দ্বিবিধং, সামান্যনমস্কাররূপং বিশেষ-নমস্কাররূপঞ্চ। বন্দেগুরূনিত্যাদি-প্রথম-শ্লোকে সামান্য-নমস্কাররূপং, বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি-দ্বিতীয়-শ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপং, যদদ্বৈতমিত্যাদি-তৃতীয়-শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপং, অনর্পিতচরীমিত্যাদি-চতুর্থশ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপং মঙ্গলমাচরিতম্। পঞ্চমাদিচতুর্দ্দশান্তশ্লোকা অপি বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণান্তর্ভূর্তা স্তেষু পরমতত্ত্ববস্তুনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য অবতার-প্রয়োজনস্বরূপ-স্বরূপাভিব্যক্তি-তত্ত্ব-প্রকাশাৎ। অথ বন্দে গুরূনিত্যাদি ব্যাখ্যায়তে। গুরূন্ মন্ত্রগুরুং শিক্ষাগুরূংশ্চ বন্দে। ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তস্য ভক্তান্ শ্রীবাসাদীন্, তস্যেশস্যাবতারকান্ শ্রীমদদ্বৈতাচর্য্যাদীন্, তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রকাশান্ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদীন্, তস্য শক্তীঃ শ্রীগদাধরাদীন্, কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকমীশং চ, অহং বন্দে ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্॥১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতায় নমঃ। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥ জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বাঞ্ছাকল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ রসিক-ভক্ত-কুল-মুকুট-মণি-শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-চরণেভ্যো নমঃ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতৃগণেভ্যো নমঃ॥

আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, বিঘ্ন-নাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—নমস্কার বা ইষ্টদেবের বন্দন, সকলের প্রতি—বিশেষতঃ শ্রোতাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং বস্তু-নির্দ্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ। নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুই প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। সামান্য ও বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ পরবর্ত্তী ১।১।৬ টীকায় দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"বন্দে গুরূন্" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চৌদ্দ শ্লোকে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্লোকে নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ—প্রথম শ্লোকে সামান্য-নমস্কাররূপ এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ। তৃতীয় শ্লোকে বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ। চতুর্থ শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ। অবশিষ্ট দশটী শ্লোকও নমস্কার ও বস্তু-নির্দ্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্লো। ১। অন্বয়। গুরূন্ (গুরুগণকে), ঈশভক্তান্ (ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে—শ্রীবাসাদিকে), ঈশাবতারকান্ (ঈশ্বরের অবতারগণকে—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদিকে), তৎপ্রকাশান্ (ঈশ্বরের প্রকাশগণকে—শ্রীনিত্যানন্দাদিকে), তচ্ছক্তীঃ (ঈশ্বরের শক্তি-সমূহকে—শ্রীগদাধরাদিকে) চ (এবং) কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক) ঈশং (ঈশ্বরকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি শ্রীগুরুগণকে বন্দনা করি, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ-শ্রীবাসাদিকে, ঈশ্বরের অবতার শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যাদিকে, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদিকে, ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরাদিকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি। ১

এই শ্লোকে "গুরূন্" শব্দে মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা-গুরুগণকে বুঝাইতেছে। "ঈশভক্তান্" শব্দে শ্রীবাসাদি-ভক্তগণকে বুঝাইতেছে; "ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। ১।১।২০॥" "ঈশাবতার" শব্দে শ্রীঅদ্বৈতাদি অংশাবতারগণকে বুঝাইতেছে। "অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার। ১।১।২১॥" "তৎপ্রকাশান্" শব্দে শ্রীনিত্যানন্দাদি স্বরূপ-প্রকাশকে বুঝাইতেছে। "নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। ১।১।২২॥" "তচ্ছক্তীঃ" শব্দে শ্রীগদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গকে বুঝাইতেছে। "গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি। ১।১।২৩॥" আর, "কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং" শব্দে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে বুঝাইতেছে।

প্রথম শ্লোকে, ইষ্টদেবের সামান্য-নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

• সামান্যের লক্ষণ এই।—যাহা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয়কে অধিকার করিয়া সমান ভাবে অপর বিষয়কেও অধিকার করে, তাহার নাম সামান্য। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; কারণ, ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে ইষ্টদেবই মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু; সেই ইষ্টদেবই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইষ্টদেব-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার এই শ্লোকে গুরুবর্গ, অবতারবর্গ, প্রকাশবর্গ এবং শক্তিবর্গকেও সমান ভাবে বন্দনা করিয়াছেন; এই গুরুবর্গাদিই এস্থলে "অপর বিষয়" বা মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু ইষ্টদেব হইতে ভিন্ন বস্তু। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে সমানভাবে গুরুবর্গাদির বন্দনা করা হইয়াছে বলিয়াই ইহা সামান্য-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ হইয়াছে।

ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে গুরুবর্গাদির বন্দনা করার হেতু বোধ হয় এইরূপঃ—বিঘ্নবিনাশন ও অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবের কৃপালাভই ইষ্ট-বন্দনার উদ্দেশ্য; কিন্তু ইষ্টদেবের কৃপার মূল উপলক্ষ্য গুরুকৃপা; গুরুদেব প্রসন্ন হইলেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন; গুরুদেব যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার আর উপায় নাই—"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদঃ যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি। ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥—গুর্ব্বষ্টকম্।" তাই গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন।

গুরুকৃপা লাভ হইলেও ভক্তের কৃপা যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভগবৎকৃপা সুলভ হয়। ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও প্রেমবশ্যতাবশতঃ তিনি ভক্তের অধীন; 'অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইহাই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি। তাই ভক্তগণ যাঁহার প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছুক, ভগবান্ তাঁহাকেই কৃপা করেন। এইজন্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দের কৃপালাভের অভিপ্রায়ে, ভক্তবৃন্দেরও বন্দনা করা হইয়াছে। ভক্ত-শব্দে এস্থলে নিত্য-পরিকর-রূপ ভক্ত, সাধনসিদ্ধ ভক্ত বা পূর্ব্বসিদ্ধ বৈষ্ণব, সাধক-বৈষ্ণব-আদি সকলকেই বুঝাইতেছে। "সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥ ১।১।৩১॥"

এই পরিচ্ছেদের ১৭—২৫ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ সকল পয়ারে এবং তাহাদের টীকায় এই শ্লোক-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সহ একদা প্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্যা প্রকাশমানৌ ন তু সহজাতৌ উভয়োর্জন্মকালস্য ভেদাৎ। ইতি চক্রবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ বন্দে। কিন্তুতৌ গৌড়োদয়ে গৌড়দেশ এব, গৌড়দেশান্তর্গত-নবদ্বীপএব বা, উদয়ঃ উদয়াচল স্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ। পুনঃ কিন্তুতৌ? পুষ্পবন্তৌ; একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকর-নিশাকরাবিতি, অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ। পুনঃ কিন্তুতৌ? তমোনুদৌ অজ্ঞান-তমোনাশকৌ। শুদপগুনে। তাবহং বন্দে ইতি ॥২॥

পুরুষঃ কারণোদকশায়ী ইতি যোগশাস্ত্রে বদতি, অংশঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ, যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভগবান্, অয়ং কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ইত্যর্থঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী ॥৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৌড়োদয়ে (গৌড়-দেশরূপ উদয়-পর্ব্বতে) সহোদিতৌ (একই সময়ে সমুদিত), শন্দৌ (মঙ্গলপ্রদ), তমোনুদৌ (অন্ধকার-নাশক), চিত্রৌ (আশ্চর্য্য), পুষ্পবন্তৌ (চন্দ্র-সূর্য্য), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে এবং নিত্যানন্দকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। গৌড়-দেশরূপ উদয়-পর্ব্বতে একই সময়ে সমুদিত, আশ্চর্য্য-সূর্য্যচন্দ্রতুল্য, পরম-মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞানান্ধকার-নাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি। ২।

এই শ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। বিশেষের লক্ষণ এইঃ—"যঃ স্ববিষয়মভি-ব্যাপ্য তদিতরং ন ব্যাপ্নোতি সঃ বিশেষঃ ঃ—যাহা স্ববিষয়কে অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বস্তুকে অধিকার করিয়া অন্য বিষয়কে অধিকার করে না, তাহা বিশেষ; স্নুতরাং যাহাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দনাই থাকে, তৎসঙ্গে অন্য কাহারও বন্দনাদি থাকে না, তাহার নাম বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ।"

প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই স্ববিষয় বা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত ইষ্টবস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বস্তু-নির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের (তৃতীয়) শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; স্নুতরাং বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গলা-চরণাত্মক দ্বিতীয় শ্লোকে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা থাকিলেই তাহা বিশেষ বন্দনা হইত; কিন্তু এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের বন্দনাও করা হইয়াছে; তথাপি এই শ্লোকটীকে বিশেষ-বন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণ বলার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ও শ্রীনিত্যানন্দে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তাঁহারা একই; যেহেতু

একই স্বরূপ—দুই ভিন্ন মাত্র কায়। ১৫।৪ ॥ দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ। ১।৫।১৫৩

এই পরিচ্ছেদের ৪৫—৬১ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পয়ার-সমূহ এবং তাহাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। উপনিষদি (উপনিষদে) যৎ (যাঁহা) অদ্বৈতং (দ্বিধায়িত-জ্ঞানশূন্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ বলা হয়), তদপি (তিনিও—সেই ব্রহ্মও) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) তনুভা (দেহের কান্তি); [যোগশাস্ত্রে যোগিভিঃ] (যোগশাস্ত্রে যোগিগণ কর্ত্তৃক) যঃ (যে) পুরুষঃ (পুরুষ) অন্তর্য্যামী (অন্তর্য্যামী) আত্মা (আত্মা—পরমাত্মা) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ কথিত হয়েন), সঃ (তিনি) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশবিভবঃ (অংশবিভূতি); ইহ (ইহাতে—তত্ত্ববিচারে) যঃ (যিনি) ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ (ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যদ্বারা) পূর্ণঃ (পূর্ণ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবান্ (ভগবান্) [ইতি কথ্যতে] (এইরূপ কথিত হয়েন), সঃ (তিনি) [অপি] (ও) **স্বয়ং (স্বয়ং)** অয়ং (ইনি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) [এব] (ই)। ইহ (এই) জগতি (জগতে) চৈতন্যাৎ (চৈতন্যরূপী) কৃষ্ণাৎ (**কৃষ্ণ হইতে**) পরং (ভিন্ন) পরতত্ত্বং (শ্রেষ্ঠতত্ত্ব) ন (নাই)।

অনুবাদ। উপনিষদে অদ্বৈতবাদিগণ যাঁহাকে অদ্বৈত (দ্বিধান্বিত জ্ঞানশূন্য) ব্রহ্ম বলেন, তিনিও ইঁহার (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তর্য্যামী আত্মা বলেন, তিনিও ইঁহার (এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের) অংশবিভব। তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর নাই।

সাধারণতঃ তিনরকমের সাধনপন্থা আছে—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধকেরা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেন এবং সেই ব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বলেন। যোগমার্গের সাধকেরা পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং সেই পরমাত্মাকেই পরতত্ত্ব বলেন। ভক্তি আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যাত্মিকা এবং মাধুর্য্যাত্মিকা। ঐশ্বর্য্যাত্মিকা ভক্তির সাধকেরা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলেন ; আর মাধুর্য্যাত্মিকা ভক্তির উপাসকেরা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলেন। বাস্তবিক যিনি সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ, তিনিই পরতত্ত্ব হইতে পারেন। এই শ্লোকে বলা হইল—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্য নিরপেক্ষ নহেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিমাত্র ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন, কান্তি কান্তিমানের অপেক্ষা রাখেন। পরমাত্মাও অন্য-নিরপেক্ষ নহেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখেন। আর যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনিও অন্যনিরপেক্ষ নহেন—তিনিও শ্রীকৃষ্ণই। এই চরাচর বিশ্বও ভগবান্ই—এক কথায়—এই বিশ্বই ভগবান্ বলিলে, এই বিশ্ব-ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও রূপ নাই, ইহা যেমন বুঝায় না, পরন্তু এই বিশ্ব ভগবান্ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই বিশ্বের অতীত ভগবানের একটী রূপ আছে—ইহাই যেমন বুঝায়, তদ্রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, এই বাক্যেও—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও রূপ নাই—ইহা বুঝায় না; এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই একটী রূপ—একথাই বুঝায়। বস্তুর পরিচয় হয় তাহার বিশেষ লক্ষণে, সামান্য লক্ষণে নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণতা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিতে এই নারায়ণকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ; কিন্তু ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষণ নহে ; তাঁহার বিশেষ লক্ষণ হইল অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য। ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই। নারায়ণে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে নারায়ণের বৈশিষ্ট্য। আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, নারায়ণের ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের প্রায় তুল্যই। এই বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের জন্যই, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ হইলেও, তাহারাও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই একথা না বলিয়া কেবল নারায়ণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—ইনিও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের "স্বরূপ অভেদ—অভিন্ন স্বরূপ" (১।২।২০)॥ কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ হইলেও আকারাদিতে পার্থক্য আছে—নারায়ণ হইলেন চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধারী (ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ) ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন দ্বিভুজ, বেণুকর (মাধুর্য্যাত্মক রূপ) ১।২।২০—২১॥ এই পার্থক্য হইতেই বুঝা যায়, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই অভিন্ন বস্তু নহেন। নারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১।২।৪৬—৪৭)। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্-নারায়ণ ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া ইঁহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন ; অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব।

এই শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে যে ইষ্টদেবের বন্দনা করা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ; তাঁহারই পরতত্ত্ব এই শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে ; তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই গ্রন্থকার এই তৃতীয় শ্লোক বলিতেছেন ; তাই সাক্ষাৎ-উপস্থিতিসূচক "অস্য" (ইঁহার), "অয়ং" (ইনি) শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উন্নতোজ্জ্বলরসাং উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জ্বলরসো যত্র তাং স্ফুরতু প্রকাশীভূয় তিষ্ঠতু। ইতি চক্রবর্ত্তী। আশীর্ব্বাদমাহ অনর্পিতেতি। শচীনন্দনো হরিঃ বঃ যুষ্মাকং হৃদয়-কন্দরে হৃদয়রূপগুহায়াং সদা সর্ব্বস্মিন্‌কালে স্ফুরতু। কিম্ভূতঃ সঃ? যঃ করুণয়া কৃপয়া কলৌ কলিযুগে অবতীর্ণঃ। কথমবতীর্ণঃ? স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজবিষয়ক-প্রেমসম্পদ্রূপাং সমর্পয়িতুং সম্যগ্‌দাতুম্। কিম্ভূতাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্? উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জ্বলঃ সম্যগ্‌দীপ্তিমান্ শৃঙ্গাররসো যত্র। পুনঃ কিম্ভূতাং? চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য অনর্পিতচরীং প্রাগনর্পিতাম্। কীদৃশঃ সঃ? পুরটঃ স্বর্ণস্তস্মাদপ্যতিসুন্দরঃ দ্যুতিসমূহস্তেন সন্দীপিতঃ সম্যক্ প্রকাশিতঃ যঃ। হরিঃ-শব্দেন সিংহোঽপি লক্ষ্যতে। শচীনন্দন ইত্যত্র মাতৃনামোল্লেখেন বাৎসল্যাতিশয়তয়া পরমকারুণিকত্বং সূচিতম্, অপত্যেষু মাতৃবৎ॥ অত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যাবতার-গৌণ-প্রয়োজনমপ্যুক্তং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুমিত্যাদিনা। ইতি ॥৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪। অন্বয়। চিরাৎ (বহুকাল পর্য্যন্ত) অনর্পিতচরীং (পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই, সেই) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নত এবং উজ্জ্বল রসময়ী) স্বভক্তিশ্রিয়ং (স্ববিষয়িণী ভক্তি-সম্পত্তি) সমর্পয়িতুং (দান করিবার নিমিত্ত) কলৌ (কলিযুগে) করুণয়া (কৃপাবশতঃ) অবতীর্ণঃ (যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ (স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতি-সমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত) শচীনন্দনঃ হরিঃ (শচীনন্দন হরি) সদা (সর্ব্বদা) বঃ (তোমাদের) হৃদয়-কন্দরে (হৃদয়-গুহায়) স্ফুরতু (প্রকাশিত হউন)

অনুবাদ। বহুকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যাহা অর্পিত হয় নাই, উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত যিনি কৃপাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন—স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন হরি সর্ব্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন। ৪।

চিরাৎ—চিরকাল ব্যাপিয়া; চিরকাল অর্থ দীর্ঘকাল (শব্দকল্পদ্রুম); দীর্ঘকাল যাবৎ **অনর্পিতচরীং**—অনর্পিতপূর্ব্বা (ইহা স্বভক্তিশ্রিয়ং এর বিশেষণ), যাহা পূর্ব্বে অর্পিত (দান করা) হয় নাই, এতাদৃশী ভক্তিশ্রী বা ভক্তিসম্পত্তি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এককল্পে (অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে) একবার জগতে অবতীর্ণ হয়েন (১।৩।৪); যেই দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া রাসাদিলীলা বিস্তার করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণপূর্ব্বক পীতবর্ণে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" শ্লোক হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরের পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কলি হইতে বর্ত্তমান্ কলি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ই "চিরাৎ" শব্দের লক্ষ্য; সেই কলিতেও তিনি ভক্তি-সম্পত্তি (ব্রজপ্রেম) দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে এবং বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে সেইরূপ প্রেম-ভক্তি আর দান করা হয় নাই—ইহাই অনর্পিতচরী শব্দের তাৎপর্য্য। পূর্ব্বকলিতে যে প্রেমভক্তি দান করা হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক।৬।৭৪॥ কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য। কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ চৈঃ চন্দ্রোদয়।৯।৪৮॥" সেই লুপ্তপ্রায় প্রেমভক্তি জগতের জীবের মধ্যে পুনরায় বিতরণের জন্য এই কলিতে প্রভুর অবতরণ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। "শচীনন্দন-হরি কৃপাপূর্ব্বক সকলের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন"—ইহাই জগতের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। "চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রসাদ।১।১।৮।"

এই শ্লোকটী শ্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন হইতে পারে—কবিরাজ-গোস্বামী নিজের রচিত শ্লোকদ্বারা নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিলেন, বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণও করিলেন; কিন্তু আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের জন্য নিজে কোনও শ্লোক রচনা না করিয়া শ্রীরূপগোস্বামীর রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ। বৈষ্ণবের ভাব তৃণাদপি সুনীচ। বৈষ্ণব নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে করেন। কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে কৃমিকীট হইতেও অধম মনে করিতেন; তিনি বলিয়াছেন—"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।১।৫।১৮৩॥" বৈষ্ণব মনে করেন, কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করার যোগ্যতা তাঁহার নাই; কারণ, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। অথচ গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন; মঙ্গলাচরণ করিতে হইলেও নমস্কাররূপ এবং বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের ন্যায় আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণেরও প্রয়োজন; নচেৎ মঙ্গলাচরণের অঙ্গহানি হয়। বৈষ্ণবোচিত দীনতাও রক্ষিত হয়, অথচ আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্যও রক্ষিত হইতে পারে—এরূপ আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের একটী উত্তম আদর্শ শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "অনর্পিত চরীম্" শ্লোকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য হইতেছে—মঙ্গলকামনা করা। ভগবানের কৃপাভিক্ষা অপেক্ষা বড় মঙ্গলকামনা আর হইতে পারে না। এই কৃপাভিক্ষায় উত্তম অধম সকলেরই অধিকার আছে—বরং অধমেরই এই ভিক্ষায় প্রয়োজন বেশী, সুতরাং অধিকারও বেশী। শ্রীরূপগোস্বামী নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে করিয়া সকলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীরূপের এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।" এই মর্ম্মে কবিরাজগোস্বামীও একটী শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া শ্রীরূপের শ্লোক উদ্ধৃত করার গূঢ় রহস্য বোধ হয় এইরূপ। জগতের জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা কবিরাজ গোস্বামীর একান্ত প্রার্থনীয়—কাম্য। দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, তাঁহার নিজের প্রার্থনা অপেক্ষা শ্রীরূপের প্রার্থনার শক্তি অনেক বেশী; কারণ, শ্রীরূপ-মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শক্তিমান্। তাই শ্রীরূপের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যেন শ্রীরূপের দ্বারাই জগতের জীবের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করাইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামীর এই শ্লোকটী দ্বারাই আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার আরও একটী হেতু এই যে—এই শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের একটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন—উন্নত ও উজ্জ্বলরসময়ী স্ববিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি দান করার নিমিত্ত প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। নীলাচলে সপার্ষদ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক বিদগ্ধমাধব-নাটকের আস্বাদন-সময়ে শ্রীরূপ এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্লোক শুনিয়া প্রভুর স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ "প্রভু কহে—এই অতিস্তুতি শুনিল॥ ৩।১।১১৬॥" কিন্তু শ্রীরূপের উক্তি যে ভ্রান্ত—তাহা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর পার্ষদভক্তবৃন্দও এই শ্লোকোক্তির অনুমোদন করিলেন। প্রভুর এবং তদীয় পার্ষদভক্তবৃন্দের অনুমোদিত প্রভুর অবতারের এই কারণটী শ্রীরূপের কথাতেই উল্লেখ করা সমীচীন মনে করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপের শ্লোকটীই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্ত্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—প্রভুর অবতারের শ্রীরূপোক্ত এই কারণটী অবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র। শ্রীরূপেরই "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী" ইত্যাদি অপর একটী শ্লোকে এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরের "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা" ইত্যাদি শ্লোকে যে অবতারের মুখ্য কারণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামী পরবর্ত্তী চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন; এবং এই মুখ্য কারণটী যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরও অনুমোদিত, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী তাহাও দেখাইয়াছেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ ২।৮।২৩৮—৩৯॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে এই শ্লোকোক্ত শব্দসমূহের একটু আলোচনার চেষ্টা করা যাউক। কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—এই শ্লোকদ্বারা "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ। ১।১।৮॥" কিন্তু শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া **শচীনন্দনঃ** বলা হইয়াছে। কেন? ইহাদ্বারা তাঁহার বাৎসল্যের আধিক্যই সূচিত হইতেছে। তিনি শ্রীশচীদেবীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন বাৎসল্য থাকে, জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও তদ্রূপ বাৎসল্য আছে; কর্দ্দমাক্ত শিশুকেও মাতা যেমন স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লয়েন, লইয়া তাহার কর্দ্দম দূর করিয়া তাহার মুখে স্তন্য দান করেন, পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ কলুষচিত্ত জীবের প্রতিও কৃপা করেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহার চিত্তের কলুষ দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে মাতৃনামে (শচীনন্দন-নামে) অভিহিত করায় ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্—কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার স্বরূপগত একটা ধর্ম্ম এই যে, তিনি প্রেমের বশীভূত। তাই তিনি শচীমাতার বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার পুত্ররূপে বিরাজিত। ইহাতেই শ্রীশচীদেবীর বাৎসল্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা সূচিত হইতেছে। মাতৃগুণ সন্তানে সঞ্চারিত হয়; সুতরাং যাঁহাতে বাৎসল্যের পরাবধি, সেই শচীমাতার সন্তান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে অত্যধিক বাৎসল্যপ্রবণ হইবেন, ইহা স্বাভাবিকই। শ্রীশচীমাতা বাৎসল্যদ্বারা পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে আপনার করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বহির্ম্মুখ জীবসকলকে বাৎসল্যগুণে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাতে মাতৃগুণের সমাবেশাধিক্যই সূচিত হইল।

এই পরম-বৎসল শচীনন্দন **বঃ**—তোমাদের, সমস্ত জগদ্‌বাসী জীবের **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয় (চিত্ত) রূপ কন্দরে (গুহায়) **স্ফুরতু**—স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন। জীবের চিত্তকে পর্ব্বতের গুহার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহার সার্থকতা এই যে, পর্ব্বতের নিভৃত গুহায় যেমন নানারূপ হিংস্র জন্তু লুক্কায়িত থাকে, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তেও নানাবিধ দুর্ব্বাসনা নিত্য বিরাজিত। নিভৃত পর্ব্বত-গুহা যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তও অজ্ঞানে সমাবৃত, পাপ-কালিমায় পরিলিপ্ত। শচীনন্দন কৃপা করিয়া সেই চিত্তে স্ফুরিত হইলে—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়—সমস্ত কালিমা সমস্ত অজ্ঞানতা, সমস্ত দুর্ব্বাসনা তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনিই দূরে পলায়ন করিবে।

শচীনন্দনকে আবার বলা হইয়াছে **হরিঃ**—হরি-শব্দের একটী অর্থ সিংহ। হৃদয়কে কন্দর বা পর্ব্বতগুহার সঙ্গে তুলিত করায় হরি-শব্দের সিংহ-অর্থও শ্লোককারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। পর্ব্বতগুহার সহিত সিংহের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সিংহ নাকি হাতীর মগজ খুব ভালবাসে; হাতীর মাথা ফাটাইয়া তাহার মগজ পান করার জন্য সিংহ সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। তাই সিংহের ভয়ে হাতী নিভৃত পর্ব্বতগুহায় পলাইয়া থাকে; কিন্তু সিংহ সেখানে গিয়াও হাতীকে মারিয়া তাহার মগজ পান করিয়া থাকে। জীবের কলুষ থাকে তাহার চিত্তে। সিংহের সহিত শচীনন্দনের এবং চিত্তের সহিত কন্দরের তুলনা করায় বুঝিতে হইবে, হস্তীর সহিত চিত্তস্থিত কলুষের তুলনাই অভিপ্রেত। সিংহ যেমন গুহায় প্রবেশ করিয়া হস্তীর বিনাশ সাধন করে, তদ্রূপ শচীনন্দনও জীবের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া তত্রত্য কলুষ বিনষ্ট করেন। "শ্রীচৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥ ১।৩।২৩—২৪॥" ইহাই সিংহ-অর্থে হরি-শব্দের তাৎপর্য্য।

হরি-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। হরণ করেন যিনি, তাঁহাকে হরি বলে। অনেক জিনিসই হরণ করা যাইতে পারে; সুতরাং হরি-শব্দেরও অনেক রকম তাৎপর্য্য হইতে পারে। এইরূপে হরি-শব্দের অনেক রকম তাৎপর্য্য থাকিলেও দুইটী তাৎপর্য্যই মুখ্য। প্রথমতঃ, যিনি সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন, তিনি হরি; দ্বিতীয়তঃ, যিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন, তিনিও হরি। "হরি-শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম। সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥ ২।২৪।৪৪॥" শচীনন্দনকে হরি বলায় ইহাই শ্লোককারের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে,—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমতঃ, শচীনন্দন জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রেম দিয়া জীবের মন হরণ করেন। কিন্তু অমঙ্গল কি? যাহা মঙ্গলের বিপরীত, তাহাই অমঙ্গল। মঙ্গল কি? যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি। কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও স্থানে যাত্রা করার সময়ে যদি আমরা পূর্ণ কলস দেখি, আমাদের মন প্রসন্ন হয়, আনন্দিত হয়; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পূর্ণকলস মঙ্গল-সূচক। পূর্ণকলসকে তাই আমরা মঙ্গল-ঘট বলি। কিন্তু পূর্ণকলস দর্শনের পরিবর্ত্তে, যদি শুনি যে, পেছনে কেহ হাঁচি দিয়াছে, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা আশঙ্কা করিয়া আমাদের মন দমিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পেছনের হাঁচি অমঙ্গল-সূচক। এইরূপে, যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ইঙ্গিত দিয়া আমাদের মনকে প্রসন্ন করে, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি; এবং যাহা অভীষ্টসিদ্ধির বিঘ্ন সূচনা করিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা বা ভয় জন্মায়, তাহাকেই আমরা অমঙ্গল বলিয়া থাকি। স্থূলতঃ, যাহা হইতে আমাদের মনে ভয় জন্মে, তাহাই আমাদের অমঙ্গল। কিন্তু কোন্ কোন্ বস্তু হইতে ভয় জন্মে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাৎ অপেতস্য।১১।২।৩৭॥ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে।" মায়ামুগ্ধ-জীব ভগবদ্বিমুখ; দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই তাহার ভয় জন্মে। সুতরাং দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই হইল মায়াবদ্ধ জীবের অমঙ্গল—তাহার সমস্ত অমঙ্গলের নিদান। কিন্তু দ্বিতীয়বস্তু কি? দ্বিতীয় বস্তু বলিলেই বুঝা যায়, একটা প্রথম বস্তু আছে; সেই প্রথম বস্তুটাই বা কি? আমাদের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যায়—অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট এবং যাহা যাহা হইতে আমাদের অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, তাহারা এক শ্রেণীভুক্ত। আর, যাহা যাহা আমাদের অভীষ্ট নয়, অভীষ্টবস্তুপ্রাপ্তির সহায়কও নয়, তাহারা অন্য এক শ্রেণীভুক্ত। আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য প্রথম শ্রেণীর বস্তুর প্রতিই আমাদের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য থাকিবে; সুতরাং আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে যাহা আমাদের অভীষ্ট বা অভীষ্টপ্রাপ্তির সহায়ক, তাহাই হইল প্রথম বস্তু, অন্যসমস্ত বস্তু হইল দ্বিতীয় বস্তু। আমার যদি চাউলের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাজারে চাউল এবং চাউলের দোকানই হইবে আমার প্রথম লক্ষ্যবস্তু, তেল-তামাকাদির দোকান হইবে দ্বিতীয় বস্তু। এক্ষণে দেখিতে হইবে, আমাদের অভীষ্ট বস্তু কি।

সংসারে আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই করি সুখের জন্য। ছোট শিশু মায়ের বা অপর কোনও স্নেহশীল লোকের কোলে থাকিতে চায়; কারণ, তাতে সে সুখ পায়। মুমূর্ষু বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সংসার-সুখ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসুখ ভোগের জন্য। আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্ত্তকই হইল সুখের বাসনা। প্রশ্ন হইতে পারে, দুঃখনিবৃত্তির বাসনাও তো চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইতে পারে। উত্তরে ইহাই বলা যায় যে—আমরা সুখ চাই বলিয়াই দুঃখ চাইনা, দুঃখ হইল সুখের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু; এবং দুঃখ চাইনা বলিয়াই দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রয়াস পাই; সুতরাং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাসনা। সুখ যখন কিছুতেই পাওয়া যায় না, দুঃখও অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই, সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল—এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি। দুঃখ দূর হইয়া গেলেই আবার সুখের বাসনা জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণপূর্ব্বক কঠোর সাধনাদির দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের আশায়; এস্থলেও সুখবাসনাই কঠোর তপস্যার দুঃখবরণের প্রবর্ত্তক। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপ সুখবাসনা দৃষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির মধ্যেও তাহা দেখা যায়; লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে, তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া; ছায়াতে যে গাছ জন্মে, সে তাহার দু'একটী শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়—সুখের আশায়। তাহাতেই বুঝা যায়—স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা আছে এবং এই সুখবাসনাই সকলের সকল চেষ্টার প্রবর্ত্তক।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবের মধ্যেই যখন এই সুখবাসনাটী দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে যদি কোনও একটা সাধারণ বস্তু থাকে, তবে এই সাধারণ বাসনাটাও সেই সাধারণ বস্তুরই হইবে এবং সেই সাধারণ বস্তুটীও চেতন বস্তুই হইবে; যেহেতু, অচেতন বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। সকল জীবের মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাত্মা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকল জীবের মধ্যেই একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইলে, সাধারণ সুখবাসনাও জীবাত্মারই বাসনা। প্রশ্ন হইতে পারে—সকল জীবেরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকারের জীবের দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহা সাধারণ এবং এই সংসারেও জীব দেহের সুখের জন্যই লালায়িত। সুতরাং সাধারণ সুখবাসনাটী দেহেরও তো হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—দেহ জড় অচেতন বস্তু, চেতন জীবাত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই দেহ চেতন বলিয়া মনে হয়; জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) তখন যে দেহ পড়িয়া থাকে, তাহা জড়ই, অচেতনই; তখন তাহার বাসনা-কামনা কিছু থাকে না। জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বাসনা বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। স্বরূপতঃ ইহা চেতন জীবাত্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নহে। জীবাত্মা নিত্য শাশ্বত বস্তু, তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত—চিরন্তনী।

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি এবং আস্বাদনও করিয়া থাকি। কিন্তু নবপ্রাপ্ত সুখের প্রথম উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার নূতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আমাদের বাসনা জাগিয়া উঠে; তাহাও যদি পাই, তাহা হইলেও আরও নূতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আবার আমরা যত্নপর হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়—কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—যে সুখের জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাই না; যদি পাইতাম, তাহা হইলে সুখবাসনার তাড়নায় আমাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধ হয়—সেই সুখের স্বরূপও আমরা জানি না, তাই তদনুকূল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান এক গন্ধ অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইল; কিন্তু তাহা কিসের গন্ধ, তাহা জানে না। চারিদিকে নানারকমের ফুল ফুটিয়া আছে; মনে করিল—বুঝিবা এ সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নাকের কাছে নিয়া দেখে—ঐ অনির্ব্বচনীয় প্রাণমাতান গন্ধ ইহাদের কোনও একটী ফুলেরই নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, আমরা মনে করি—স্ত্রী হইতে তাহা পাইব, অথবা পুত্র-কন্যা হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথবা এ সকলের সম্মিলন হইতে তাহা পাইব—কিন্তু তাহা পাই না। কিছুতেই আমাদের সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ—যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, তাহা প্রাপ্তির অনুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না; তাহারও হেতু বোধ হয় এই যে, সেই সুখটীর স্বরূপই আমরা জানি না। সেই সুখটী কি রকম? প্রাচীনকালে কোনও ঋষির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুখ জিনিসটা কি? উত্তর পাইলেন—ভূমৈব সুখম্। ভূমাই সুখ। ভূমা বলিতে সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু বুঝায়। কিন্তু সর্ব্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু মাত্র একটী—ব্রহ্ম বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই সুখ। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে—আনন্দং ব্রহ্ম। ইনি অসীম, অনন্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা—অসীম অনন্ত বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—নাল্পে সুখম্ অস্তি। অল্প বস্তুতে—দেশে এবং কালে যাহা অল্প—সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে এবং স্থায়িত্বে অল্প বা সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য, যাহা প্রাকৃত, তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। অনন্ত অসীম নিত্য বস্তু সান্ত সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে—পরতত্ত্ববস্তুতে—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দের অনন্ত বৈচিত্রী আছে বলিয়া এবং তাঁহার প্রত্যেক আনন্দবৈচিত্রীই আস্বাদন-চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—এই রস-স্বরূপ পরতত্ত্ববস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়েই জীব আনন্দী হইতে পারে না। অর্থাৎ এই আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ—পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, একমাত্র তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটাছুটি ছুটিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা গেল, সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্যই জীবাত্মার চিরন্তনী বাসনা, মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া বহির্মুখ জীব তাহাকে দেহের সুখের বাসনা বলিয়া ভ্রম করে; যেহেতু, মায়ামুগ্ধ জীব তাহার অভীষ্ট সুখের স্বরূপ জানে না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাহার প্রকৃত অভীষ্ট বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনই তাহার পরমকাম্য; লীলায় তাঁহার পরিকরদের আনুগত্যময়ী সেবাদ্বারাই তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অভীষ্ট বস্তু হইলেও তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার ধাম-পরিকরাদিই হইল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়। সুতরাং অভীষ্টের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি, তাঁহার ধাম-পরিকরাদি—এক কথায়—অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যই হইল জীবের পক্ষে প্রথম বস্তু; আর তদতিরিক্ত যাহা কিছু—জড় জগৎ, প্রাকৃত বিশ্ব, মায়াবদ্ধ জীবের নশ্বর দেহ হইল তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু। এই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই জীবের সমস্ত অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ; ইহা হইতে সে তাহার অভীষ্ট সুখ তো পাবেই না, বরং এই অভিনিবেশ তাহাকে সুখের মূল নিদান—সুখঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। শিবস্বরূপ—মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেই সমস্ত অমঙ্গলের অভ্যুদয় হয়। তাই কার্য্য-কারণের অভেদ বশতঃ দেহাদি দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই হইল জীবের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল।

জীবাত্মার সুখস্বরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনাকে নিজের দেহের সুখবাসনা মনে করিয়া মায়াবদ্ধ জীব নিজ দেহের সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতে সেই সুখ পাওয়া যাইবে মনে করিয়া প্রাকৃত বস্তুতেও অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য অমঙ্গল।

শচীনন্দন সর্ব্ব-অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। সমস্ত অমঙ্গলের মূল নিদান মায়াবদ্ধ জীবের দেহাভিনিবেশকে তিনি হরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টিদ্বারা তিনি জীবের দেহাভিনিবেশ দূর করিয়া দেন। ইহাই হইল হরি-শব্দের একটী মুখ্য অর্থ।

হরি-শব্দের দ্বিতীয় মুখ্য অর্থ হইল—যিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। শ্রীশচীনন্দন কিরূপে প্রেম দিয়া মন হরণ করেন, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শচীনন্দন জীবের দেহাভিনিবেশ হরণ করেন; হরণ করেন তিনি অভিনিবেশটী, দেহ হরণ করেন না। তস্কর যে জিনিসটী হরণ করে, সে জিনিসটী যতক্ষণ গৃহস্থের গৃহে থাকে, ততক্ষণ তাহা গৃহস্থের; তস্কর তাহা হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলে, নিজের আয়ত্বেই তাহাকে রাখে। শচীনন্দনও জীবের অভিনিবেশটীকে হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলেন—হরণের পূর্ব্বে এই অভিনিবেশের স্থান ছিল দেহে, হরণের পরে তাহার স্থান হইয়া যায় শচীনন্দনে। তখন অভিনিবেশ জন্মে শচীনন্দনে। অভিনিবেশ বস্তুটী স্বরূপতঃ দোষের বা গুণের নহে; ইহা যেই বস্তুর উপর পতিত হয়, সেই বস্তুর দোষগুণেই এই অভিনিবেশের দোষগুণ। একটী আলো যদি বাঘ বা সাপের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ভয় জন্মে; তাহা যদি কোনও কুৎসিৎ দুর্গন্ধময় বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ঘৃণা জন্মে; আবার তাহা যদি কোনও সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পস্তবকের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। এইরূপে একই আলো ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইলে—ভয়, ঘৃণা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় করায়। তদ্রূপ একই অভিনিবেশ বস্তু-বিশেষের উপর পতিত হইলে ভাববিশেষের হেতু হইয়া পড়ে। জীবের অভিনিবেশ যখন তাহার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেহে বা দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে থাকে, তখন তাহা অমঙ্গলজনক হয়; কিন্তু যখন তাহা পরমমঙ্গলনিধান শ্রীশচীনন্দনে থাকে, তখন তাহা হয় মঙ্গলজনক। কিন্তু এই মঙ্গল কি?

আলো যেমন দীপাদি আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না, অভিনিবেশও মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। অভিনিবেশ হইল মনের ধর্ম্ম। আলো হরণ করিতে হইলে যেমন তাহার আধার দীপাদিকে হরণ করিতে হয়, তদ্রূপ অভিনিবেশ হরণ করিতে হইলেও তাহার আধারস্বরূপ মনকে হরণ করিতে হয়—শচীনন্দন অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনকে হরণ করিয়া নেন। পূর্ব্বে যে মন এবং অভিনিবেশ ছিল দেহে, তখন সেই মন ও অভিনিবেশ যাইয়া পড়ে শচীনন্দনে। কিন্তু এই মন ও অভিনিবেশের লক্ষ্য হইতেছে সুখ—যতক্ষণ মন ও অভিনিবেশ ছিল দেহে, ততক্ষণ লক্ষ্য ছিল দেহের সুখ। যখন তাহা শচীনন্দনে গিয়া পড়ে, তখন লক্ষ্য হইবে শচীনন্দনের সুখ। কিন্তু শচীনন্দনের সুখের জন্য যে বাসনা, তাহাই প্রেম। যতক্ষণ নিজের দেহের সুখের দিকে লক্ষ্য ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সুখের বাসনার নাম ছিল কাম—"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম।" অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মন হরণ করিয়া মনকে নিজস্ব করিয়া নিয়া শচীনন্দন তাঁহার নিজের প্রতি জীবের অভিনিবেশ জন্মাইলেন এবং তাঁহার সুখের জন্য বাসনা জন্মাইয়া জীবের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন। অভিনিবেশের সঙ্গে মন হরণ করার ফলেই জীবের চিত্তে প্রেম জন্মিল। বস্তুতঃ তালপড়ার পরে অথবা তালপড়ার সঙ্গে সঙ্গে "ধুপ্" শব্দ হইলেও (অর্থাৎ তালপড়ার পূর্ব্বে "ধুপ্"-শব্দ না হইলেও) যেমন বলা হয়—ধুপ্ করিয়া তাল পড়িল, তদ্রূপ এস্থলেও শ্রীশচীনন্দন কর্তৃক মন হরণ করার পরে অথবা মন হরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম দান করা হইলেও (অর্থাৎ মন হরণ করার পূর্ব্বে প্রেম দান করা না হইলেও) বলা হয়—প্রেম দিয়া হরে মন। মন হরণ করা হইল কারণ, প্রেম হইল তাহার কার্য্য বা ফল। প্রেম দিয়া হরে মন—এস্থলে কার্য্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা এক রকম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার; ইহাতে কার্য্যকারণের বিপর্য্যয় হয়। "আদৌ কারণং বিনৈব কার্য্যোৎপত্তিঃ পশ্চাৎ কারণোৎপত্তিরয়মেব কার্য্যকারণয়োর্বিপর্য্যযস্তত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তির্জ্ঞেয়া। অলঙ্কারকৌস্তভ ৮।১৫ টীকায় চক্রবর্ত্তী।" কার্য্য যে অতি শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, এইরূপ অতিশয়োক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হয়। "তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ কার্য্যস্যাতিশৈঘ্র্যবোধিন্যতিশয়োক্তিশ্চতুর্থী জ্ঞেয়া। শ্রীভা, ১০।৫১।৫৩ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশচীনন্দন মন হরণ করিলে (তাঁহাতে রতি জন্মিলে) অতি শীঘ্রই প্রেমের উদয় হইবে।

এইরূপে দেখা গেল, সর্ব্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া শ্রীশচীনন্দন হইলেন হরি এবং প্রেম দিয়া মন হরণ করেন বলিয়াও তিনি হইলেন হরি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীশচীনন্দন কাহারও অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন কিনা এবং প্রেম দিয়া কাহারও মন হরণ করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই হরি-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ তাঁহাতে প্রয়োজ্য হইতে পারে, অন্যথা নহে। উত্তরে বলা যায়—শ্রীশচীনন্দন জগাই-মাধাই, চাপাল-গোপাল, শ্রীরূপ-সনাতনাদির অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছেন। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে বন্য কোল-ভীল প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতীয় বহুলোককে—এমন কি ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র-জন্তু সমূহকেও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রভু যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন যে কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পাইতেন, তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেন। এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাদের দেহাদিতে অভিনিবেশরূপ অমঙ্গল যে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়; কারণ, যতক্ষণ ঐরূপ অভিনিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ প্রেম জন্মিতে পারে না।

সুতরাং হরি-শব্দের উক্তরূপ উভয় মুখ্য অর্থই শ্রীশচীনন্দনে প্রয়োজ্য।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার কোনও অবতারও প্রেম দিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু লতাগুল্মাদিকেও প্রেম দিতে পারেন। সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোহভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কোহবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা, পূঃ। ৫।৩৭॥ শ্রীশচীনন্দন যখন সকলকেই প্রেম দিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্য কেহ নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণ হইবে—নবজলধরের ন্যায়, কিম্বা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কিম্বা নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যাম। তাহাই যদি হইবে, এই শ্লোকে কেন বলা হইল, শচীনন্দন **পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ**—পুরট (স্বর্ণ) অপেক্ষাও সুন্দর দ্যুতি (জ্যোতি-রশ্মি) কদম্ব (সমূহ) দ্বারা সন্দীপিত (সম্যক্‌রূপে দীপ্ত—সমুজ্জ্বল); তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর পীত; তাঁহার এই পীতবর্ণ অঙ্গ হইতে অসংখ্য স্বর্ণবর্ণ জ্যোতিরেখা সকলদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। (ইহাদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ২।১৩।১ শ্লোকের গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা দ্রষ্টব্য)। উত্তর—শ্রীশচীনন্দন যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, একথাও ঠিক এবং নদীয়া-অবতারে তিনি যে পীতবর্ণ-ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি নিয়া তিনি গৌর হইয়াছেন, তাই এই লীলায় তাঁহার বর্ণ পীত। পরবর্ত্তী "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত-শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে—শ্রীশচীনন্দন তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের সহিত সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন, সেই মাধুর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিদ্বারা তিনি সকলের চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন।

এতাদৃশ শচীনন্দন **কলৌ**—কলিতে, কলিযুগে **করুণয়া অবতীর্ণঃ**—করুণা (কৃপা) বশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন। গীতা (৪।৭-৮।) হইতে জানা যায়—ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ—এ সমস্তই জগতের প্রতি তাঁহার করুণার পরিচায়ক; সুতরাং যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তখনই করুণাবশতঃই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতীর্ণ হয়েন বলিলেই করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হয়েন, ইহাই বুঝা যায়; পৃথক্‌ভাবে "করুণা" শব্দের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই শ্লোকে "করুণয়া" শব্দের উল্লেখ কেন করা হইল? অন্যান্য অবতারে যে করুণা প্রকাশ পাইয়াছে, গৌর-অবতারের করুণার তদপেক্ষা কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচনা করার জন্যই এস্থলে করুণা-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। করুণার এই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দুই দিক্ দিয়া—প্রথমতঃ করুণার মাধুর্য্য, দ্বিতীয়তঃ করুণার উল্লাস। প্রথমে মাধুর্য্যের কথা বিবেচনা করা যাউক। অন্যান্য অবতারে তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করিয়াছেন—সাধুগণ তাঁহার এই করুণা অনুভব করিয়াছেন, আস্বাদনও করিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ লোকদের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও এই করুণা অনুভব করিয়াছেন। অসুরদের প্রাণসংহার করিয়াছেন; ইহার মধ্যেও তাঁহার করুণার বিকাশ আছে—কেবল অন্যের প্রতি নয়, অসুরদের প্রতিও; যেহেতু তিনি হতারিগতিদায়ক। কংসাদি যে সমস্ত অসুরকে তিনি বধ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ইহা তাঁহার করুণা; কিন্তু এই করুণা তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন—তাঁহার চরণে স্থানলাভের পরে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেহে প্রাণ ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতাই দেখাইতেছেন। অসুরগণ প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই; অসুরগণের আত্মীয়স্বজনগণ কোনও সময়েই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সুতরাং এ সকল স্থলে তাঁহার করুণার মাধুর্য্যের বিকাশ অসম্যক্। কিন্তু গৌর অবতারে তিনি কোনওরূপ অস্ত্রধারণ করেন নাই; কাহারও প্রাণসংহারও করেন নাই। হরিনাম-প্রেম দিয়া সকলের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। অসুর-সংহার করেন নাই, অসুরত্বের সংহার করিয়াছেন। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল-সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার॥" জগাই-মাধাই যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল, তাহাদের নাকি কত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়; তাঁহারাও হয়তো তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীনন্দন তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিলেন; এই অপ্রত্যাশিত করুণা দেখিয়া তাঁহারা অবাক্, মুগ্ধ হইয়া শ্রীনিতাই-গৌরের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন; জনসাধারণও

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুগ্ধ হইল, শচীনন্দনের কৃপা পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হইল। কাজি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধও শচীনন্দন ক্ষমা করিলেন, প্রেম দিয়া কাজিকেও কৃতার্থ করিলেন। কতিপয় পড়ুয়া-পাষণ্ডী প্রভুর নিন্দারূপ অপরাধপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের জন্য শচীনন্দন সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন, পরে তাহাদিগকেও উদ্ধার করিলেন। তিনি কাহাকেও হত্যা করেন নাই, কাহারও জন্য কোনওরূপ কায়িক-শাস্তির ব্যবস্থাও করেন নাই; অবশ্য বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব দেখাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপালের দেহে কুষ্ঠব্যাধির সঞ্চার করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকেও তিনি পরে রোগমুক্ত করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; আমরণ তাহাকে কুষ্ঠের যন্ত্রণা ভোগ করান নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথাও উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধবনিতা শচীনন্দনের করুণার মাধুর্য্য-অনুভব করিতে পারিয়াছে। বাস্তবিক ভগবৎ-করুণার এইরূপ অদ্ভুত মাধুর্য্য আর কোনও যুগে কোনও অবতারে প্রকটিত হয় নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলাতেও না। তারপর শচীনন্দনের করুণার উল্লাস। ভগবৎ-করুণা সকল সময়েই জীবকে কৃতার্থ করার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি ভক্তের বা ভগবানের ইচ্ছারূপ একটা উপলক্ষের অপেক্ষা করেন। গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাককালেই ভগবানের সঙ্কল্প ছিল—আপামর সাধারণকে তিনি উদ্ধার করিবেন, প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিবেন। এই সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া করুণার উল্লাসের—তাহার আনন্দের—আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। সাধারণতঃ জীবের অপরাধের প্রাচীর ভেদ করিয়া ভগবৎ-করুণা সহসা তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু শচীনন্দনের সঙ্কল্পের অবিতর্ক্য প্রভাব এবং সেই সঙ্কল্পকে কার্য্যে-পরিণত করার জন্য তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তির দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস করুণার অগ্রগতির প্রতিকূল সমস্ত বাধাবিঘ্নকে প্রবল-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্রতৃণখণ্ডের ন্যায় কোন্ দূরদেশে অপসারিত করিয়াছে, কে বলিবে? করুণা অবাধগতিতে যথেচ্ছভাবে প্রসারিত হইয়া প্রবল বন্যার ন্যায় সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। কোনও অশ্বারোহী যদি তাহার অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বলে—যেখানে ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও—তাহা হইলে ঘোড়া যাহা করে, শচীনন্দনের করুণাও তাহাই এবং তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক করিয়াছে; যেহেতু অশ্বের শক্তি সীমাবদ্ধ, করুণার শক্তি অসীম। শচীনন্দন যেন করুণাতে তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিয়াছেন—"আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম; যেদিকে ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাও; নিয়া যাহার নিকটে ইচ্ছা তুমি আমাকে বিক্রয় করিতে পার। এবার তোমার নিকটে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্যই নাই।" সকলকে যথেচ্ছভাবে কৃতার্থ করার জন্য যিনি সর্ব্বদা উদ্গ্রীব, সেই করুণা যখন উল্লিখিতরূপ আদেশ ও শক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার যে কিরূপ উল্লাস হইল, তাহা কেবল অনুভববেদ্য। এই শক্তি এবং আদেশ পাইয়াই শচীনন্দনের করুণা আপামর-সাধারণকে এমন একটী বস্তু দিলেন, যাহা দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও দেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক, ভগবৎ-কৃপার এইরূপ অবাধ বিকাশ আর কোনও যুগে, কোনও লীলায় প্রকটিত হয় নাই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম এত সহজে আর কোনও অবতারেই অর্পিত হয় নাই। প্রভু যে সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া দিলেন, তাহা নহে। সেই প্রেম-বস্তুটীই আপামর-সাধারণকে প্রভু নিজে দিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ষদবৃন্দ-দ্বারাও দেওয়াইয়া গিয়াছেন। করুণার এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য এবং উল্লাস সূচিত করার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোকে "করুণয়া" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, কি উদ্দেশ্যে শচীনন্দন অবতীর্ণ হইলেন? **সমর্পয়িতুম্**—সম্যক্‌রূপে অর্পণ করার জন্য। কি অর্পণ করার জন্য? **স্বভক্তিশ্রিয়ম্**—নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি প্রয়োজিত হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তিদ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য এবং একমাত্র অভীষ্ট বস্তু। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ভক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষই ভক্তি। সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের যোগ্যতা অনুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রূপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্তহৃদয়ই তাহা গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী কেবলমাত্র ভক্তহৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তরূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি ভক্তিরূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করেন—"শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ তস্য হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিখিল-ভক্তশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ ভক্তিকে নিজসম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দবাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। তাই, পরমকরুণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তিসম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ পরমদুর্ল্লভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার পরমোৎকর্ষ। পরমোৎকর্ষ বলার হেতু এই যে, যে ভক্তিসম্পত্তিটী তিনি কলির জীবকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা একটী সাধারণ বস্তু নহে। তাহা এমন একটী অদ্ভুত এবং অসাধারণ বস্তু, যাহা **চিরাৎ অনর্পিতচরীং**—বহুকাল পর্য্যন্ত দান করা হয় নাই। পূর্ব্বে কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন হয়তো একবার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে কত সহস্র সহস্র অবতাররূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু এই বস্তুটী কখনও দেন নাই; এমন কি দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ-অবতারেও এই অসাধারণ বস্তুটী দান করা হয় নাই! স্বভাবতঃই পরমাস্বাদ্য ভক্তিবস্তুটীকে এক অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনচমৎকারিতার রসপূরে পরিনিষিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে দান করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

কিন্তু যে রসে স্বভাবতঃ-মধুর-ভক্তিবস্তুটীকে তিনি পরিনিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রসটী কি? সেইটী হইতেছে—উন্নত এবং উজ্জ্বলরস। তিনি যেই ভক্তিটী দান করিলেন, তাহা **উন্নতোজ্জ্বলরসাম্**—উন্নত এবং উজ্জ্বলরসময়ী। এক্ষণে দেখিতে হইবে—উন্নত এবং উজ্জ্বল রস বলিতে কি বুঝায়।

উন্নত অর্থ—উচ্চ; কাহা হইতে উন্নত, তাহা যখন বলা হয় নাই, তখন ব্যাপক অর্থেই উন্নত-শব্দের অর্থ করিতে হইবে; যাহা হইতে উন্নত আর কিছু নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এই রসটী কি?

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে চারি ভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের পরিকর রক্তকপত্রকাদি, সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি এবং মধুর ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর; অনাদিকাল হইতেই ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-ভাবানুকূল প্রেমরস আস্বাদন করাইতেছেন। ইঁহাদের কাহারও প্রেমেই স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই; একমাত্র কৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইঁহাদের যত কিছু চেষ্টা; সুতরাং সকলের প্রেমই নির্ম্মল।

প্রীতিকামনা মমতা-বুদ্ধির অনুগামিনী; যাহার প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি নাই, যাহাকে আমি আমার আপন-জন বলিয়া মনে করি না, তাঁহার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা জন্মিতে পারে না। এই মমতা-বুদ্ধি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেস্থলে যত গাঢ়, প্রীতিবিধানের উৎকণ্ঠাও সে স্থলে তত তীব্র। শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি আছে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের আপন-জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের মমতা-বুদ্ধির তারতম্য আছে; দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা বেশী। যে স্থলে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও তত বেশী এবং সেবা-সম্বন্ধীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার সামর্থ্যও তত বেশী। এই গেল শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের কথা। আবার পরিকরদের মমতা-বুদ্ধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদনের এবং প্রেমবশ্যতার তারতম্য আছে। দাস্য-সখ্যাদির যে ভাবে মমতা-বুদ্ধি যত বেশী, সেই ভাবের আস্বাদ্যতাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তত বেশী এবং সেই ভাবের পরিকরদের নিকটে প্রেমবশ-শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী।

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত-বশ।১।৭।১৩৮।

দাস্য-ভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রভু বলিয়া মনে করেন; এই ভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রভু-জনোচিত গৌরব-বুদ্ধি আছে; এই গৌরব-বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হয়; কোনও একটী সুস্বাদু জিনিস খাইতে খাইতে তাহা শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তাহা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন না—প্রভুর মুখে দাসের উচ্ছিষ্ট কিরূপে দিবেন?

কিন্তু সখ্যভাবে, দাস্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য বলিয়া এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি নাই। মমতাবুদ্ধি যতই বৃদ্ধি পায়, ততই ছোট বড় ইত্যাদি পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুবলাদি সখারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহাদের তুল্যই মনে করেন; তাই কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন; আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও আরোহণ করেন; আবার কখনও বা, কোনও একটী ফল খাইতে খাইতে খুব সুস্বাদ বলিয়া মনে হইলে তাঁহাদের প্রাণকানাইকে না দিয়া থাকিতে পারেন না—অমনি ঐ উচ্ছিষ্ট ফলই কানাইয়ের মুখে পুরিয়া দেন; এইরূপ ব্যবহারে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তাঁহারা দাসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাও করেন, সখার ন্যায় সমান সমান ব্যবহারও করেন।

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ ২।১৯।১৮২
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান॥" ২।১৯।১৮৪

সঙ্কোচহীন, গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় ভাবই সখ্যের বিশেষত্ব!

বাৎসল্যে, সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি বেশী; মমতাধিক্যবশতঃ বাৎসল্যভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের লাল্য এবং অনুগ্রাহ্য, আপনাদিগকে তাঁহার লালক জ্ঞান করেন; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদিগ হইতে ছোট এবং আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তাঁহারা তাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসন পর্য্যন্তও করেন।

"মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান॥" ২।১৯।১৮৬—৮৭

বাৎসল্যে দাস্যের সেবা আছে, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা আছে, অধিকন্তু মমতাধিক্যময় লালন আছে।

মধুর-ভাবে এই সমস্ত তো আছেই, তদতিরিক্ত কান্তাভাবে নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবাও আছে।

ঐ সমস্ত কারণে, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনচমৎকারিতা এবং প্রেমবশ্যতাও বেশী।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইরূপে দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উন্নত।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ২।১৯।১৯১—৯২

মধুররসের আর একটী নাম শৃঙ্গার-রস; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী। ১।৪।৪০"...এজন্যই মধুর-ভাব সম্বন্ধে আবার বলা হইয়াছে,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। ২।৮।৬৯॥" মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা পাওয়া যায়। আবার ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের উপায়ও প্রেমই।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন॥১।৭।১৩৭

প্রেমের উৎকর্ষ-অনুসারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনেরও উৎকর্ষ; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন,

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্বস্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥১।৪।১২৫

সুতরাং দাস্য-বাৎসল্যাদি হইতে মধুর ভাবেই যে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের আধিক্য, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

এই সমস্ত কারণেই মধুর-রসকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত রস বলা যায়; এবং মঙ্গলাচরণের ৪র্থ শ্লোকে উন্নত-রস-শব্দে এই মধুর-রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এক্ষণে **উজ্জ্বল** শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। উজ্জ্বল-অর্থ দীপ্তিশীল; চাকচিক্যময়। শ্লোকস্থ উন্নত-শব্দের ন্যায় উজ্জ্বল-শব্দেরও ব্যাপক-ভাবেই অর্থ করিতে হইবে; ব্যাপক-অর্থে, উজ্জ্বল-রস শব্দে উজ্জ্বলতম রসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু উজ্জ্বলতম রস কোন্‌টী?

নির্ম্মল স্বচ্ছ বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু উজ্জ্বল হয় না। ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ভাবই নির্ম্মল; কারণ, ইহাদের কোনও ভাবেই স্বসুখ-বাসনারূপ মলিনতা নাই, প্রত্যেক ভাবই কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়। কিন্তু কোনও বস্তু নির্ম্মল হইলেও তাহা আপনা আপনি উজ্জ্বলতা ধারণ করেনা; স্বচ্ছনির্ম্মল দর্পণে আলোক-রশ্মি পতিত হইলেই তাহা উজ্জ্বল হয়; দর্পণের যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয়, সেই সেই স্থলই উজ্জ্বল হয়, যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয় না, সে সে স্থল উজ্জ্বল হয় না; যে স্থলে আলোক-রশ্মি কম পরিমাণে পতিত হয়, সে স্থলের উজ্জ্বলতাও কম হয়।

ব্রজ-পরিকরদের দাস্য-সখ্যাদি ভাবকেও স্বচ্ছ-নির্ম্মল-দর্পণের তুল্য মনে করা যায়; এই সমস্ত ভাবরূপ দর্পণে যখন মমতাবুদ্ধিময়ী-সেবোৎকণ্ঠারূপ আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখনই ঐ ভাবদর্পণ উচ্ছ্বাসময়ী উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে; ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবোৎকণ্ঠা নিত্যা; সুতরাং তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণও নিত্যই উজ্জ্বল। কিন্তু মমতাবুদ্ধির তারতম্যানুসারে সেবোৎকণ্ঠারও তারতম্য আছে; সুতরাং ভাব-রূপ দর্পণের উজ্জ্বলতারও তারতম্য আছে। এইরূপে দাস্য-ভাব অপেক্ষা সখ্য-ভাব উজ্জ্বলতর; সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব উজ্জ্বলতর এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উজ্জ্বলতর। তাহা হইলে মধুর ভাবই হইল উজ্জ্বলতম।

এস্থলে আরও একটী কথা বিবেচ্য। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতেই একটা সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে; এই তিন ভাবের পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগামিনী; যাহাতে সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দাস্য-ভাবের পরিকরদের প্রভুভৃত্যসম্বন্ধ; তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাও এই সম্বন্ধের অনুকূল। সখ্য-বাৎসল্য-ভাবেরও ঐরূপ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবস্থা। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, তারপরে সম্বন্ধানুকূল সেবা। তাই তাঁহাদের সেবোৎকণ্ঠারূপ আলোক-রশ্মি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারেনা, সম্বন্ধের আবরণে হয়ত আবৃত হইয়া থাকে, অথবা কিছু প্রতিহত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণও সম্যক্‌রূপে উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে না।

মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদির ভাব কিন্তু অন্যরূপ। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের এমন কোনও সম্বন্ধই ছিল না, যাহার অনুরোধে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইতে পারেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই-সেবা-বাসনা স্বাভাবিকী; ইহাই তাঁহাদের প্রেমের বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের এই সেবোৎকণ্ঠা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ—ইহাদের কোনও বাধাই তাঁহাদের উৎকণ্ঠাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; উৎকণ্ঠার প্রবল স্রোতের মুখে স্বজন-আর্য্যপথাদির ভাবনা কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই; সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠা রূপ তীব্র আলোক-রশ্মি কোনও রূপ বাধাদ্বারাই প্রতিহত হইতে পারে নাই; তাই তাঁহাদের ভাবরূপ দর্পণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়াছিল, উজ্জ্বলতম হইয়াছিল। কৃষ্ণসেবার অনুরোধেই তাঁহারা কৃষ্ণের কান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহাদের পক্ষে, আগে সেবা-বাসনা, তার পরে সম্বন্ধ; অন্য তিনভাবের সেবা সম্বন্ধের অনুগা, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধই তাঁহাদের সেবা-বাসনার অনুগামী। তাই তাঁহাদের ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল।

তারপর **রস** সম্বন্ধে। আস্বাদ্য বস্তুকে রস বলে; রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ। সাধারণতঃ আস্বাদ্য বস্তু মাত্রকেই রস বলিলেও, যে বস্তুতে আস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই রস-শব্দের পর্য্যবসান।

দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করিলে তাহার স্বাদ চমৎকারিতা ধারণ করে। তদ্রূপ, দাস্য-সখ্যাদি প্রেমেরও নিজের একটা স্বাদ আছে; কারণ, এই সমস্তই আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি। দাস্য-সখ্যাদি-ভাবকে স্থায়িভাব বলে। এই সকল স্থায়িভাবের সঙ্গে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী ভাব সমূহ মিলিত হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়; তখনই দাস্যাদি কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণত হয়।

"প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী॥ স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে। রসালাখ্য-রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে। ২।২৩।২৭-২৯॥" (বিভাব অনুভাবাদির লক্ষণ এবং রস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।) দাস্য-সখ্যাদি বিভিন্ন ভাবের অনুভাবাদিও বিভিন্ন, সুতরাং দাস্য-সখ্যাদি স্থায়িভাব যখন রসে পরিণত হয়, তাহাদের আস্বাদন-চমৎকারিতাও বিভিন্ন রূপই হইয়া থাকে। গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি সমস্তই মিষ্ট; কিন্তু তাহাদের মিষ্টত্বের চমৎকারিতার পার্থক্য আছে। দাস্য-সখ্যাদি রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। দাস্য-রস অপেক্ষা সখ্য-রসের, সখ্য-রস অপেক্ষা বাৎসল্য-রসের এবং বাৎসল্যরস অপেক্ষা মধুর-রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা অধিক। সুতরাং আস্বাদন-চমৎকারিতা-হিসাবেও মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত।

ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া ভক্তও সুখী হয়েন, কৃষ্ণও সুখী হয়েন; কৃষ্ণ এত সুখী হয়েন যে, তিনি ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়েন। "যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বস। ২।২৩।২৬॥" যে রসের আস্বাদন-চমৎকারিতা যত বেশী, সেই রসের পরিকরদের নিকটে কৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী। এইরূপে, মধুর-রসের পরিকর শ্রীরাধিকাদির নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রেমবশ্যতা এতই অধিক যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই শ্রীরাধিকার নিকটে তাঁহার অপরিশোধনীয় প্রেম-ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। ইত্যাদি। শ্রীভা ১০।৩২।২২॥" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সামর্থ্যেও মধুর-রস সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিকর-বর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে আনন্দ অনুভব করেন—তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই॥১।৪।২১৫॥" শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। "আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। সে সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥ ১।৪।২১৭-১৮॥" দাস্য-সখ্যাদি ভাবের পরিকরগণের যে আনন্দ, তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালসা জন্মে না। কিন্তু মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধার সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি লালায়িত। ইহা হইতেও মধুর-রসের অপূর্ব্বতা সূচিত হইতেছে।

এতাদৃশ সমুন্নত-সমুজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী ভক্তিসম্পত্তি কলিহত জীবকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ এই সুদুর্ল্লভ বস্তুটী দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপেও তিনি কাহাকেও দেন নাই; অথচ, এই কলিযুগে "হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা। ১।৮।১৭॥" ইহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপের **করুণার উৎকর্ষ** সূচিত হইতেছে।

স্বভক্তি-শ্রিয়ং—নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি প্রয়োজিত হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন। ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তি দ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা। সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করা এবং আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য এবং এক মাত্র অভীষ্ট বস্তু। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার এক মাত্র উপায়—ভক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি। সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের যোগ্যতা অনুসারেই সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রূপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্ত-হৃদয়ই তাহার গ্রহণে সমর্থ। সুতরাং স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী কেবল মাত্র ভক্ত-হৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তরূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি ভক্তি-রূপতা প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করেন। "শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভঃ।৬৫॥" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিখিল-ভক্ত-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায়স্বরূপ ভক্তিকে নিজসম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন—তাই ভক্তির বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তি-সম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দ-বাসনা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। তাই, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন—এবং ঐ পরমদুর্ল্লভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার পরমোৎকর্ষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের করুণার উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে, এই উন্নতোজ্জ্বলরসা ভক্তি-সম্পত্তি দ্বারা জীবের কি সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা জানা দরকার।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় দাসের অধিকার থাকিতে পারে না। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী; এইরূপ সেবায় জীবের অধিকার নাই। তবে, শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে, তাঁহাদের অনুগতাদাসীরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানোপ-

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পুনরপি বস্তুনির্দ্দেশরূপমঙ্গলমাচরতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য স্বরূপং প্রকাশয়তি রাধাকৃষ্ণেত্যাদিনা। আদৌ শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপমাহ। রাধা কৃষ্ণস্য নরাকৃতি-পরব্রহ্মণঃ প্রণয়স্য প্রেম্নঃ বিকৃতিঃ বিলাসস্বরূপা মহাভাবস্বরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ সা শক্তিমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনীশক্তিঃ, প্রেম্নঃ হ্লাদিনীশক্তের্বিলাসত্বাৎ। অস্মাদ্ধেতোঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ একাত্মানৌ অপি তৌ শক্তি-শক্তিমন্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ পুরা অনাদিকালাৎ ভুবি গোলোকে দেহভেদং গতৌ প্রাপ্তৌ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য স্বরূপমাহ অধুনা তদ্দ্বয়মিত্যাদিনা। অধুনা ইদানীং কলিযুগে তদ্দ্বয়ং রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং ঐক্যং আপ্তং প্রাপ্তং সৎ চৈতন্যাখ্যং প্রকটং আবির্ভূতং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি। কীদৃক্কৃষ্ণস্বরূপম্? রাধায়াঃ ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিতি যাবৎ। ভাবদ্যুতিসুবলিতত্বাদৈক্যত্বেনোৎপ্রেক্ষা॥৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগিনী লীলার আনুকূল্য করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতে পারে; এই জাতীয় সেবার অনুকূল উন্নত-উজ্জ্বল-রস-স্বরূপা যে প্রেমভক্তি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবকে দিয়া গেলেন। এই আনুগত্যময়ী সেবায় যে সুখ, তাহার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গম-সুখ অপেক্ষাও সেবার সুখ বহু গুণে লোভনীয়। "কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদ-সেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥ ৩।২০।৫১॥" এই শ্লোকে গ্রন্থকারের **আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম** বোধ হয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিবার নিমিত্ত সকলকেই লালসান্বিত করুন।

আদি-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনর্পিতচরী ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত শচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা বলায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারের কারণও এই শ্লোকে বলা হইল কিন্তু এই কারণটী অবতারের মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র; তাহা ১।৪।৫ পয়ারে বলা হইবে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। রাধা (শ্রীরাধিকা) কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (ভবতি) (শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের সারস্বরূপ বিকার হয়েন); [অতঃ সা] (এই নিমিত্ত তিনি) হ্লাদিনী-শক্তিঃ (শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ-দায়িনী শক্তি)। অস্মাৎ (এই হেতু—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া) তৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে) একাত্মানৌ (স্বরূপতঃ একাত্মা বা অভিন্ন) অপি (হইয়াও) ভুবি (গোলোকে) পুরা (অনাদিকাল হইতেই) দেহভেদং (ভিন্ন দেহ) গতৌ (ধারণ করিয়াছেন)। তদ্দ্বয়ং (সেই দুইজন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের) ঐক্যং (একত্ব) আপ্তং (প্রাপ্ত) রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং (শ্রীরাধার ভাব-কান্তি দ্বারা সুবলিত) অধুনা প্রকটং (এক্ষণে প্রকটিত) চৈতন্যাখ্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক) কৃষ্ণস্বরূপং (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে) নৌমি (নমস্কার করি—**স্তব** করি)।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা (কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা মহাভাব-স্বরূপা); সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ) তাঁহারা (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একাত্মা; কিন্তু একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে (কলিযুগে) সেই দুই দেহ একত্বপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধা-ভাব-কান্তি-যুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি—স্তব করি। ৫॥

এই শ্লোকে পরতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে; এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটী বস্তুনির্দ্দেশ এবং নমস্কারই সূচনা করিতেছে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলিতে যাইয়া গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে **রাধাতত্ত্বও** বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে, আনন্দদায়িকা শক্তির নাম হ্লাদিনী-শক্তি; এই হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; আবার প্রেমের ঘনীভূত-তম অবস্থায় প্রেমকে বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ; মহাভাব, কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বলিয়া, মহাভাবকে কৃষ্ণের প্রণয় (প্রেম)-বিকার বলা হয়; দুগ্ধের ঘনীভূত অবস্থা ক্ষীর; ক্ষীর দুগ্ধের যেরূপ বিকার, মহাভাবও প্রণয়ের সেইরূপ বিকার। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী বলিয়া তাঁহাকে **কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি** বলা হইয়াছে। আবার কৃষ্ণপ্রেম, হ্লাদিনীশক্তির বিলাস বলিয়া, প্রেমসার-মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনীই, সুতরাং মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাও হ্লাদিনী-শক্তিই। বাস্তবিক, হ্লাদিনী শক্তির চরম পরিণতি মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকে হ্লাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বলা যায়।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ এবং শ্রীরাধা তাঁহার শক্তি। এজন্যই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে **একাত্মা** বলা হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা দুই দেহে প্রকটিত আছেন। কারণ, এক দেহে লীলা (ক্রীড়া) হয় না। লীলার সহায়তার নিমিত্ত শ্রীরাধাও আবার বহুসংখ্যক গোপীরূপে স্বীয় কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ধাম শ্রীগোলোকে, শ্রীকৃষ্ণকে অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁহাদের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

এমন কোনও রসবিশেষ আছে (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে), যাহা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না; এই রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। এই কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই এই **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপও নিত্য, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; এই কলিতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ নহেন; তবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে পার্থক্য এই যে, ব্রজের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে শ্রীরাধার ভাব—মাদনাখ্য মহাভাব নাই, শ্রীরাধার উজ্জ্বল গৌরকান্তিও নাই; নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবও আছে, গৌরকান্তিও আছে; তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, নিজের মনকে শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত করিয়া এবং নিজের শ্যাম-কান্তির পরিবর্ত্তে শ্রীরাধার গৌর-কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। কান্তি থাকে শরীরের বহির্ভাগে; তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের যে জ্যোতিঃ, বহির্ভাগের কান্তি, তাহার বর্ণই গৌর; তাঁহার ভিতরে গৌরবর্ণ নাই—ভিতরে, ব্রজে তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই (অবশ্য মনটী ব্যতীত)। এজন্য তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বলা হয়। বিশেষ আলোচনা ১।৪।৫০ টীকায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, শচীনন্দন-হরি পুরট-সুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিত; এই শ্লোকে তাঁহার পুরট-সুন্দর-দ্যুতির হেতু বলা হইল—গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করাতেই তাঁহার কান্তি স্বর্ণের কান্তি অপেক্ষাও সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিভুবস্তু বলিয়া এবং তাঁহার শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব আছে বলিয়া, তিনি একই সময়ে বহুরূপে বহু স্থানে আত্মপ্রকট করিতে পারেন। এইরূপে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু এক ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই যুগপৎ দুইরূপে প্রকাশ পায়েন—হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার সহিত অভিন্ন-দেহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে এবং শ্রীরাধা হইতে ভিন্ন দেহে শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজে। ব্রজে ও নবদ্বীপে এই দুই রূপেই তিনি অনাদিকাল হইতে নিত্যলীলায় বিলসিত আছেন।

আদির ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৪৯—৮৭ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ আলোচনা উক্ত পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উভয়রূপত্বেঽপি রাধাভাবেন স্ববিষয়াস্বাদনেন কৃষ্ণস্তৈবৈতদবতারে প্রাধান্যাদিয়মুক্তিঃ, যেন প্রণয়মহিম্না অনয়াস্বাদ্যো মদীয়ো মধুরিমা বা কীদৃশ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ইতি চক্রবর্ত্তী ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্তচৈতন্যাখ্য-কৃষ্ণস্বরূপাস্যাবতার-মূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদিনা। শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ-লালসৈব তস্যাবতার-মূলপ্রয়োজনম্। কিন্তদ্বাঞ্ছাত্রয়ম্? প্রথমং শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য প্রেম্নোমহিমা মাহাত্ম্যং কীদৃশো বা? দ্বিতীয়ং যেন প্রেম্না, (অস্মদজ্ঞাতমহিম্না তেন প্রেম্না ইত্যর্থঃ) মদীয়ঃ মম যঃ অদ্ভুত-মধুরিমা অত্যাশর্চয্য-মাধুর্য্যাতিশয়ঃ অনয়া রাধয়া এব,—নান্যেন কেনাপি তাদৃক্ প্রেমাভাবাৎ—আস্বাদ্যঃ আস্বাদয়িতুং শক্যঃ, স মধুরিমা বা মম কীদৃশঃ? তৃতীয়ঞ্চ মদনুভবতঃ মন্মাধুর্য্যাস্বাদনাৎ অস্যাঃ রাধায়াঃ সৌখ্যং সুখাতিশয়শ্চ কীদৃশং বা? ইতি বাঞ্ছাত্রয়পূরণলোভাৎ তল্লয়ানুভবার্থং লালসাধিক্যাদ্ধেতোস্তদ্ ভাবাঢ্যস্তস্যাঃ ভাবযুক্তঃ সন্ হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ শচীগর্ভরূপ-ক্ষীরসমুদ্রে সমজনি প্রাদুর্বভূব ইত্যর্থঃ। হরতি চোরয়তীতি হরিরিত্যনেন শ্রীরাধায়া ভাবকান্তী হৃত্বা, ভাবং হৃদি গোপায়িত্বা কান্ত্যা স্বকান্তিমাচ্ছাদ্য গৌরঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনীতি শ্লেষঃ। অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা ইত্যাদি দিশা ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। অন্বয়। শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার) প্রণয়মহিমা (প্রেমের মাহাত্ম্য) কীদৃশঃ বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ); যেন (যদ্দ্বারা—আমিও যে প্রেমের মহিমা অবগত নহি, সেই প্রেমের দ্বারা) অনয়া এব (ইহাদ্বারাই—এই শ্রীরাধাদ্বারাই, অন্য কাহারও দ্বারা নহে) আস্বাদ্যঃ (আস্বাদনীয়) মদীয়ঃ (আমার) অদ্ভুতমধুরিমা (অত্যাশর্চয্য মাধুর্য্য) কীদৃশঃ বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ); চ (এবং) মদনুভবতঃ (আমার মাধুর্য্যের অনুভববশতঃ) অস্যাঃ (এই শ্রীরাধার) সৌখ্যং (সুখ) কীদৃশং বা (কিরূপই বা—না জানি কিরূপ)—ইতি লোভাৎ (এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ) তদ্ভাবাঢ্যঃ (শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্র) সমজনি (প্রাদুর্ভূত হইলেন)।

অনুবাদ। শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য্য-আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, সেই সুখই বা কিরূপ—এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৬।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের মূল হেতু বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণেরই অন্তর্গত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় শ্লোকেই অবতারের মূল প্রয়োজন এবং অবতারগ্রহণের প্রকার বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় শ্লোকই বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভূত এবং এই দুই শ্লোকে অবতারের যে মূল প্রয়োজন বলা হইয়াছে, তাহাও বস্তুনির্দ্দেশান্তর্গতই। "পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ।১।১।৯॥"

আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১০৩—২২৮ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ আলোচনা সেই স্থানে দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে এই ছয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলিয়া পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ "একই স্বরূপ দোঁহে—ভিন্নমাত্র কায়।" বলিয়া এবং "দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।" বলিয়া ইষ্টদেববন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের তত্ত্বও প্রকাশ করা হইয়াছে।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সঙ্কর্ষণঃ পরব্যোমনাথস্য দ্বিতীয়ব্যূহঃ কারণতোয়শায়ী মহাবিষ্ণুঃ গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামীতি ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৭ ॥

ব্যাপিনি সর্ব্বব্যাপনশীলে বৈকুণ্ঠধাম্নি, চতুর্ব্ব্যূহমধ্যে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা ইতি শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ইতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৮ ॥

অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়োঽঙ্গং যস্য, আদিদেবঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণবশায়ীতি। চক্রবর্ত্তী ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭। অন্বয়।—সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণ), কারণতোয়শায়ী (প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু), গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষা পুরুষ), পয়োব্ধিশায়ী (তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু), শেষঃ চ (অনন্তদেবও)—[এতে] (ইঁহারা সকলে) যস্য অংশকলাঃ (যাঁহার অংশ ও অংশাংশ) সঃ (সেই) নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম) মম (আমার) শরণং অস্তু (আশ্রয় হউন)।

অনুবাদ। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ এবং অনন্তদেব-ইঁহারা যাঁহার অংশ-কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি। ৭।

কলা—অংশের অংশ। এই শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে এই শ্লোকেরই বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই পাঁচ শ্লোকেই নিত্যানন্দতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৬—১০ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। মায়াতীতে (মায়াতীত) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ) ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (সর্ব্বব্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে) শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যূহের মধ্যে) যস্য (যাঁহার) সঙ্কর্ষণাখ্যং (সঙ্কর্ষণ-নামক) রূপং (স্বরূপ) উদ্ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), তং শ্রীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপক মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ-মধ্যে সঙ্কর্ষণ-নামে যাঁহার একটী স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি। ৮।

পরব্যোমের দ্বিতীয় ব্যূহ যে সঙ্কর্ষণ, তিনিও শ্রীনিত্যানন্দের অংশ, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ১১—৪২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয়) সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা (যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর) কারণাম্ভোধিমধ্যে (কারণসমুদ্রমধ্যে) শেতে (তিনি শয়ন করিয়া আছেন)। [অসৌ] (সেই) আদিদেবঃ (আদি অবতার) শ্রীপুমান্ (পুরুষ) যস্য (যাঁহার—যেই নিত্যানন্দের) একাংশঃ (একটী অংশ) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লোকসংঘাতনালং আশ্রয়স্থানং সূতিকাধাম জন্মস্থানমিতি। চক্রবর্ত্তী॥১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অধীশ্বর, যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় এবং যিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আদি-অবতার পুরুষ (প্রথম পুরুষাবতার) যাঁহার একটী অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরামকে আমি আশ্রয় করি।৯॥

সপ্তমশ্লোকে যে কারণতোয়শায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহারই পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

চিন্ময় রাজ্য এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সীমায় কারণ-সমুদ্র অবস্থিত; ইহা চিন্ময় জলে পরিপূর্ণ এবং অনন্ত। মহাপ্রলয়ের অন্তে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন; সঙ্কর্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। "সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥ ১।৫।৪৭॥" তাহা হইলে, কারণার্ণবশায়ী হইলেন পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ। আর পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশ; সুতরাং কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশ বা কলা। এই শ্লোকে "অংশের অংশ" অর্থেই "একাংশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৫।৬৩—৬৫॥

স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তিও বলে; জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি; অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তিরই অংশ। মায়াশক্তিকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তিও বলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরও অধীশ্বর; কিন্তু এই বহিরঙ্গাশক্তির সহিত সাক্ষাদ্ভাবে তিনি কোনও লীলাই করেন না; তাঁহার আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীবলরামই কারণার্ণবশায়ীরূপে মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা অব্যবহিতভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই মায়ার অধীশ্বর; তাই তাঁহাকে "সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা" বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি দৃষ্টিদ্বারাই মায়াতে সৃষ্টিকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন; তাঁহারই শক্তিতে মায়ার সহায়তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহকে নিজ দেহে ধারণ করেন। "পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে। ১।৫।৬২॥" তাই তাঁহার অঙ্গকে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয় বলা হইয়াছে (অজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ)। কারণার্ণবশায়ী সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। ইনি সহস্রশীর্ষা।

আদিদেব—অর্থ আদি-অবতার, সর্ব্বপ্রথম অবতার। সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যেই স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকে অবতার বলে। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই অংশাদিতে সৃষ্টিকার্য্য-সংস্পৃষ্ট অন্যান্য ঈশ্বর-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৪৩—৭৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১০। অন্বয়। লোক-সঙ্ঘাতনালং (চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-লোকসমূহ যে পদ্মের নালসদৃশ) যন্নাভ্যব্জং (যাঁহার সেই নাভিপদ্ম) লোকস্রষ্টুঃ ধাতুঃ (লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার) সূতিকাধাম (জন্মস্থান) [সঃ] (সেই) শ্রীলগর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু) যস্য (যাঁহার)—অংশাংশঃ (অংশের অংশ) তং শ্রীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অখিলানাং ব্যষ্টিজীবানাং পরাত্মা পরমাত্মা অন্তর্য্যামীতি পোষ্টা তেষাং পালয়িতা চ যো দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণুস্তৃতীয়পুরুষঃ ভাতি বিরাজতে স যস্য অংশাংশস্য অংশঃ; যস্য ক্ষৌণীভর্ত্তা স্বশিরসি পৃথিবীং ধারয়তি সঃ অনন্তোঽপি যৎকলা যস্য কলা, তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক লোকসমূহ যে পদ্মের নালস্বরূপ, যাঁহার সেই নাভিপদ্ম লোকস্রষ্টা বিধাতার জন্মস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাপন্ন হই। ১০ ॥

সপ্তমশ্লোকে যে গর্ভোদশায়ীর কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহারই পরিচয় দিতেছেন। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া এক অংশে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি যেরূপে থাকেন, তাঁহাকেই বলে গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ইনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ বলিয়া পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণেরই অংশের অংশ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশের অংশ হইলেন। সঙ্কর্ষণের সঙ্গে নিত্যানন্দরামের অভেদ মনে করিয়াই এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীকে নিত্যানন্দের অংশাংশ বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘর্ম্মজলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে ইনি শয়ন করেন বলিয়া ইঁহাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়। **গর্ভ**—মধ্যস্থল, ভিতর। **উদ**—জল; তাহাতে শয়ন করেন যিনি, তিনি গর্ভোদশায়ী। ইনি শয়ন করিয়া থাকিলে, তাঁহার নাভি হইতে একটী পদ্মের উদ্ভব হয়, ঐ পদ্মে ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়; তাই ঐ পদ্মকে ব্রহ্মার সূতিকাধাম বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশভুবনাত্মক লোকসমূহ ঐ পদ্মের নালে (ডাঁটায়) অবস্থিত; তাই পদ্মটীকে **"লোকসঙ্ঘাতনাল"** বলা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ ভুবন যথা—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল বিতল, অতল; এই সপ্ত পাতাল। আর ভূর্লোক (ধরণী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক—এই সপ্ত লোক। শ্রীমদ্ভা, ২।১।২৬—২৮ ॥

গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) অন্তর্য্যামী। ইনি সহস্রশীর্ষা। ইঁহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব এই তিন গুণাবতারের উদ্ভব।

আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৭৮—৯২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো ১১। অন্বয়। অখিলানাং (সমস্ত ব্যষ্টি জীবের) পরাত্মা (পরমাত্মা) পোষ্টা (পালনকর্ত্তা) দুগ্ধাব্ধিশায়ী (ক্ষীরোদশায়ী) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) যস্য (যাঁহার) অংশাংশাংশঃ (অংশের অংশের অংশরূপে) ভাতি (বিরাজিত); ক্ষৌণীভর্ত্তা (মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন যিনি) সঃ (সেই) অনন্তঃ (অনন্তদেব) অপি (ও) যৎকলা (যাঁহার কলা) তং (সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং (শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি সমস্ত ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও পালনকর্ত্তা, সেই দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশের অংশ এবং যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তদেবও যাঁহার কলা—আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামের শরণাপন্ন হই। ১১ ॥

সপ্তম শ্লোকে যে পয়োব্ধিশায়ী ও শেষের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন। **পয়োব্ধিশায়ী**—ক্ষীরোদশায়ী, দুগ্ধাব্ধিশায়ী। **শেষ**—অনন্ত।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ মহাবিষ্ণুরিত্যাদিনা। জগৎকর্ত্তা যো মহাবিষ্ণুঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ মায়য়া মায়াশক্ত্যা তদ্রূপেণ করণেন অদঃ বিশ্বং সৃজতি, তস্য অবতার এব অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ। ঈশ্বরস্য মহাবিষ্ণোরবতারত্বাদয়মীশ্বর ইত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীব সৃষ্টি করিলে পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে এক একরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করেন ; প্রতিজীবমধ্যস্থ এই স্বরূপই প্রতিজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পদ্মের মৃণালে চতুর্দ্দশভুবনের অন্তর্গত যে ধরণী আছে, তাহাতে একটী ক্ষীরোদ-সমুদ্র আছে ; এই ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে ইনি একস্বরূপে শয়ন করেন বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলা হয়। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ বলিয়া নিত্যানন্দরামের অংশের অংশের অংশের অংশ।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু চতুর্ভুজ ; ইনি গুণাবতার ; অধর্ম্মের সংহার ও ধর্ম্মের স্থাপনের নিমিত্ত ইনিই যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাকে "পোষ্টা" বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ীকে তৃতীয়পুরুষও বলে।

এই তৃতীয়পুরুষই আবার অনন্ত (শেষ)-রূপে স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এজন্য অনন্তকে "ক্ষৌণীভর্ত্তা" বলা হইয়াছে। **ক্ষৌণী**—পৃথিবী। "সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী। ১।৫।১০০ ॥" অংশের অংশকে কলা বলে বটে, কিন্তু কলার অংশকেও কলাই বলা হয় ; তাই দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষও নিত্যানন্দরামের কলা ; এবং অনন্তদেব তৃতীয়পুরুষেরই এক রূপ বলিয়া তাঁহাকেও নিত্যানন্দরামের কলা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ অনন্তদেব তৃতীয়-পুরুষের আবেশাবতার। "বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত। এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত।২।২০।৩০৮॥" আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৯৩—১০৮ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

এই পর্য্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বলা হইল। ইহার পরের দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ; কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয়রূপ বলিয়া তাঁহার তত্ত্বও এস্থলে বলা হইতেছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। জগৎকর্ত্তা (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ; যঃ (যেই) মহাবিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) মায়য়া (মায়াদ্বারা) অদঃ (বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ড) সৃজতি (সৃষ্টি করেন), তস্য (তাঁহার) অবতারঃ এব (অবতারই) অয়ং (এই) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অদ্বৈতাচার্য্যঃ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য)।

অনুবাদ। জগৎকর্ত্তা যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য। ১২।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একটী নাম মহাবিষ্ণু ; মায়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়া মায়ার সাহায্যে তিনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, এজন্য তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলা হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার—ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব। মহাবিষ্ণু ঈশ্বর ; তাঁহার অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া ; ইহা জড়শক্তি। মায়াকে প্রকৃতিও বলে। এই মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান ও প্রকৃতি। যেমন সমগ্র একটী জেলার নামও মথুরা, আবার ঐ জেলারই অন্তর্গত একটী বড় সহরের নামও মথুরা ; তদ্রূপ সমগ্রা বহিরঙ্গা শক্তির নামও প্রকৃতি (বা মায়া) ; আবার তদন্তর্গত একটী অংশের নামও প্রকৃতি ; এই অংশ-প্রকৃতিকে আবার মায়াও বলে।

যাহা হউক, প্রধানকে গুণমায়াও বলে ; এবং অংশ-প্রকৃতিকে জীবমায়াও বলে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যকে বলে গুণমায়া বা প্রধান ; "সত্ত্বাদিগুণ-সাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিং ইত্যাদি—

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ১৩

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যস্য সার্থকনামত্বমাহ অদ্বৈতং হরিণেত্যাদিনা। হরিণা সহ অদ্বৈতাৎ অভিন্নত্বাৎ অংশাংশিনোর-ভেদাদ্ধেতোর্যোঽদ্বৈতস্তং, ভক্তিশংসনাৎ কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশদাতৃত্বাদ্ধেতো র্য আচার্য্য ইতি খ্যাতস্তং ভক্তাবতারং ঈশ্বরাংশত্বাৎ স্বয়ং ঈশ্বরোঽপি যো ভক্তরূপেণাবতীর্ণ স্তং ঈশং অদ্বৈতাচার্য্যং অহং আশ্রয়ে তস্যাশ্রয়ং অহং কাময়ে ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

পঞ্চতত্ত্বমাহ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপং কৃষ্ণং নমামি। কানি তানি পঞ্চতত্ত্বানি? ভক্তরূপস্বরূপকং ভক্তরূপো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তং, ভক্তস্বরূপঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্তঞ্চ, ভক্তাবতারং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যং, ভক্তাখ্যং ভক্তসংজ্ঞকং শ্রীবাসাদীন্, ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্। "ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ। ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ। ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রগণ্যঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ।" ইতি গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা-বচনাদিতি॥ ১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্ভা ২। ৯। ৩৩। ক্রমসন্দর্ভ।" আর যাহা (অবশ্য ঈশ্বরের শক্তিতে) জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করে এবং জীবকে মায়িক-উপাধিযুক্ত করে, তাহাই অংশ-প্রকৃতি; জীবের উপরে তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিকে নিয়োজিত করে বলিয়া, জীবকে অবলম্বন করিয়াই ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই অংশ-প্রকৃতিকে জীবমায়া বলে। জীবমায়াকে অবিদ্যাও বলে।

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটীই মহাবিষ্ণুর আছে; মহাবিষ্ণু স্বয়ং সৃষ্টির প্রারম্ভে দৃষ্টিদ্বারা জীবমায়াতে এই তিনটী শক্তি সঞ্চারিত করেন; তাহাতেই জীবমায়া সৃষ্টিকারিণী শক্তি লাভ করে। মহাবিষ্ণু আবার স্বীয় ক্রিয়াশক্তি-প্রধান এক অংশে গুণমায়াতেও ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করেন; মহাবিষ্ণুর এই ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান অংশই শ্রীঅদ্বৈত; ইহাই **শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব।** শ্রীঅদ্বৈতের শক্তিতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিক্ষুব্ধ হয়। এইরূপে বিক্ষুব্ধ গুণমায়া দ্বারা জীবমায়ার সাহায্যে মহাবিষ্ণু সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার বিশেষ আলোচনা ১।৫।৫০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৩—১৮ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। হরিণা (শ্রীহরির সহিত) অদ্বৈতাৎ (দ্বৈতভাবশূন্যতাহেতু, অভিন্ন বলিয়া) অদ্বৈতং (যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত), ভক্তিশংসনাৎ (ভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া) আচার্য্যং (যিনি আচার্য্য নামে খ্যাত) তং (সেই) ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার) ঈশং (ঈশ্বর) অদ্বৈতার্য্যং (শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং কৃষ্ণভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য্য নামে খ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৩॥

এই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অদ্বৈত-নামের এবং আচার্য্য-নামের হেতু বলিতেছেন। তিনি ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর স্বাংশ; মহাবিষ্ণু আবার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্বাংশ; তাই অদ্বৈতও শ্রীহরির স্বাংশ; অংশী ও স্বাংশের অভিন্নতা-বশতঃ শ্রীঅদ্বৈতের ও শ্রীহরির অভেদ বা দ্বৈতশূন্যতা; এজন্য তাঁহার নাম অদ্বৈত। আর যিনি উপদেশ করেন, তিনি আচার্য্য; শ্রীঅদ্বৈত জগতে ভক্তি-উপদেশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাম আচার্য্য। আবার নিজে ঈশ্বর হইয়াও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তাবতার বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য আদির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২২—৯৮ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ভক্তরূপস্বরূপকং (ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র), ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র), ভক্তাখ্যং (ভক্তনামক শ্রীবাসাদি এবং) ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধরাদি) **পঞ্চতত্ত্বাত্মকং** (এই পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নমামি (আমি নমস্কার করি)।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। | মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জয়তামিতি। রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাম্। কথম্ভূতৌ তৌ? সুরতৌ কৃপালু। কৃপালু-সুরতৌ সমৌ ইত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরগমনাশক্তস্য মম মন্দমতের্ম্মন্দবুদ্ধেরজ্ঞত্বাদ্বার্দ্ধক্যাচ্চ, গতী শরণে যৌ। পুনঃ কথম্ভূতৌ? মম সর্ব্বস্ব-রূপে পদাম্ভোজে চরণ-কমলে যয়োস্তৌ। ইতি গ্রন্থকৃতঃ স্বদৈন্যজ্ঞাপকার্থঃ। তস্য দৈন্যং সোঢ়ুমশক্তৈরন্যথা ব্যাখ্যায়তে। তদ্ যথা। পঙ্গোঃ রাধামদনমোহনয়োঃ সকাশাদন্যত্র গন্তুমশক্তস্য অনন্যশরণস্যেত্যর্থঃ, মন্দমতেঃ জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্য একান্তস্যেত্যর্থঃ, অন্যৎ সমানম্ ॥ ১৫ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণকে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নমস্কার করি। ১৪ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও যেমন পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইতেছেন।

যদ্বৎপুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ ॥—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৬

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ব্যতীত, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অপর চারিরূপে আত্মপ্রকট করেন; অপর চারি রূপ এই—বিলাস, অবতার, ভক্ত ও শক্তি। এই চারিরূপ সাধারণতঃ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই চারিরূপে চারিতত্ত্ব, আর স্বয়ংরূপ এক তত্ত্ব; মোট পাঁচতত্ত্ব—মূল একতত্ত্বই পাঁচতত্ত্বে অভিব্যক্ত। নবদ্বীপ-লীলায় স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ; তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজে ভক্তরূপ; নবদ্বীপে ইনিই মূলতত্ত্ব; নিজের ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অপর চারিটী তত্ত্বরূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সেই চারি তত্ত্ব এই :—(১) ভক্তস্বরূপ (কৃষ্ণাবতারের বিলাসরূপ) শ্রীনিত্যানন্দ, যিনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীবলদেব; (২) ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, যিনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন শ্রীসদাশিব; (৩) ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি, এবং (৪) ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর। "ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ॥ ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ॥ ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রগণ্যঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। —গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ১১॥"

ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের সকল রূপের বন্দনাতেই ইষ্ট-বন্দনার পূর্ণতা; তাই পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা। এই শ্লোকটীও ইষ্ট-বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

আদির ৭ম পরিচ্ছেদে ৫—১৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

এই চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ শেষ হইল। "এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। ১।১।১২ ॥"

শ্লো। ১৫। অন্বয়। পঙ্গোঃ (গতিশক্তিহীন) মন্দমতেঃ (মন্দবুদ্ধি) মম (আমার) গতী (একমাত্র গতি যাঁহারা), মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ (যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব) সুরতৌ (সেই পরমদয়ালু) রাধামদনমোহনৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীমদনমোহন) জয়তাং (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। আমি পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) এবং মন্দবুদ্ধি; এতাদৃশ আমার একমাত্র গতি যাঁহারা, যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন। ১৫ ॥

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম চৌদ্দ শ্লোকে তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; অথচ ঐ চৌদ্দ শ্লোকের পরেও তিনটী শ্লোকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা করিয়াছেন; এই তিনটী শ্লোক ইষ্ট-বন্দনাত্মক

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও গ্রন্থকার এই শ্লোকত্রয়কে মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। মঙ্গলাচরণের পরেই সাধারণতঃ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ হয়; কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই তিনটী শ্লোক লিখিবার হেতু বোধ হয় এইরূপ।—

গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিঘ্নবিনাশ এবং অভীষ্ট-পূরণের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ লিখিত হইলেও, মঙ্গলাচরণের ইষ্ট-নতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের ভজনাঙ্গেরও একটী অনুষ্ঠান হইয়া গেল। গোস্বামী-শাস্ত্রানুযায়ী ভজনের রীতি এই যে, প্রথমে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন এবং তৎপরে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিতে হয়; অজাতরতি সাধকের পক্ষে বিধির স্মৃতিতেই এই ক্রম রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে বিধির শাসন-ব্যতীতও, আপনা আপনিই ক্রমানুযায়ী ভজন স্ফুরিত হয়; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" কবিরাজ গোস্বামীও পরে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে। ২।২৫।২২৩॥" গৌর-লীলায় ডুব দিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা আপনিই স্ফুরিত হয়। মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীগৌরের তত্ত্ব ও মহিমাদি বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতেই শ্রীগৌর-লীলা তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে; নবদ্বীপের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই যেন তিনি মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের স্ফুরণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্ন লীলার কথাও স্ফুরিত হইয়াছে। বিভিন্ন লীলার স্ফুরণেই বোধ হয়, বিভিন্ন লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীগোবিন্দের বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, এইরূপও হইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীচরিতামৃতের রচনা আরম্ভ হয়; সুতরাং গ্রন্থসমাপ্তি-বিষয়ে বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপাপেক্ষা অপরিহার্য্য; তাই তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, ও শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয়ার (বাঙ্গালীর) সেবা অঙ্গীকার করিয়া গৌড়ীয়ার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কৃপার নিদর্শন দেখাইয়াছেন; গ্রন্থারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামীও একথা প্রকাশ করিয়াছেন—"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।" কবিরাজ-গোস্বামীও গৌড়ীয়া; তাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে এই তিন ঠাকুরকে বন্দনা করিয়াছেন।

অথবা, এই কয় শ্লোকে কবিরাজ-গোস্বামী ইঙ্গিতে এই গ্রন্থারম্ভের ইতিহাসটী জানাইতেছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীপণ্ডিত হরিদাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আদেশে তিনি গ্রন্থ লেখার সঙ্কল্প করেন (১।৮।৫০-৬৭)। শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাতেই তাঁহার সেবকের অভিপ্রেত গ্রন্থ সমাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা। শ্রীহরিদাস-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া চিন্তিত চিত্তে তিনি শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গেলেন—মদনমোহন তাঁর কুলাধিদেবতা—দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীমদনমোহনের চরণে আদেশ প্রার্থনা করিলেন, অমনি মদনমোহনের কণ্ঠ হইতে এক ছড়া মালা খসিয়া পড়িল। সেবক সেই মালা আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে পরাইয়া দিলেন; এই মালাকেই শ্রীমদনমোহনের আজ্ঞা মনে করিয়া তিনি সেই স্থানেই গ্রন্থারম্ভ করিলেন। শ্রীমদনমোহনের এই কৃপার স্মৃতিতে শ্রীমদনমোহনের বন্দনা। "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত। ৮।৩২।" মদনমোহনের স্মৃতিতেই, কিরূপে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই লীলার স্মৃতি উদ্দীপিত হইল; তাহাতেই শ্রীবংশীবট-তটস্থিত রাস-রসারম্ভী শ্রীগোপীনাথের বন্দনা করিলেন।

অথবা, শ্রীলঠাকুর মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গকে পতিরূপে এবং শ্রীযুগলকিশোরকে প্রাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।" পত্নীর প্রাণহীন দেহকে যেমন পতি আদর করে না, বরং ঘর হইতে বাহির করিয়াই দেয়, তদ্রূপ শ্রীযুগলকিশোরের স্মৃতিহীন লোকের প্রতিও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা থাকিতে পারে না। গ্রন্থসমাপ্তি-বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা সর্ব্বতোভাবেই প্রয়োজনীয়; তাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের বন্দনা করিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা, শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের একই লীলা-প্রবাহের পূর্ব্বাংশ ব্রজলীলা, উত্তরাংশ নবদ্বীপ-লীলা; সুতরাং নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনায়ও শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের কৃপা একান্ত প্রয়োজনীয়; তাই তিনি শ্রীযুগলকিশোরের বন্দনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, "জয়তাং সুরতৌ" ইত্যাদি শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে।

প্রথমতঃ, যখন গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন; লিখিতেও প্রায় অশক্ত, হাত কাঁপে; তাই তিনি নিজেকে "পঙ্গু" বলিয়াছেন। তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ বুদ্ধিশক্তি ও বিচার-শক্তির প্রয়োজন, বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার তাহা ছিলনা; আবার দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞানহীনও মনে করিয়াছিলেন; তাই এই শ্লোকে নিজেকে "মন্দমতি" বলিয়াছেন। শ্রীমদনমোহনই গ্রন্থকারের কুলাধিদেবতা, তাই তিনি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনকেই তাঁহার একমাত্র গতি বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের চরণ-কমলকেই তাঁহার সর্ব্বস্ব বলিয়াছেন। সুরতৌ অর্থ কৃপালু। তিনি বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ, জরাতুর; লিখিতেও আমার হাত কাঁপে; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেও আমার কষ্ট হয়; আমি যেন পঙ্গু। আমি মন্দমতি; একেই আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই; তাতে আবার বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিশক্তিও লোপ পাইয়াছে। এমতাবস্থায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গভীর-রহস্যপূর্ণ শেষ-লীলা বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের কৃপা হয়, তাহা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে; তাঁহাদের কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে। তাঁহারাই আমার একমাত্র গতি। তাঁহাদের চরণ-কমলই আমার যথাসর্ব্বস্ব; ভক্তের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট করুণা; ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহারা কৃপা করিয়া যদি আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাও তাঁহাদেরই মিলিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা বর্ণনা করান, তাহা হইলেই তাঁহাদের কৃপা বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হইবে। আমি তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ভাবেই যেন তাঁহাদের করুণা জয়যুক্ত হয়।"

দ্বিতীয়তঃ, দৈন্যবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ-পরিকর-কবিরাজ-গোস্বামীর এই দৈন্য সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত শ্লোকটীর অন্য রূপ অর্থ করিলেন; তাহা এই—যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাকে বলে পঙ্গু। শ্রীরাধামদন-মোহনের চরণ ছাড়িয়া অন্য কোনও দেব-দেবীর চরণ আশ্রয় করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহার মনের অবস্থাও পঙ্গুরই মতন; তাই এই শ্লোকে "পঙ্গু" অর্থ হইল "অনন্য-শরণ"। জ্ঞানচর্চ্চাদিতে যাহার মন যায় না, তাহাকেই মন্দমতি বলে। তদ্রূপ জ্ঞানাদি-সাধনেও যাঁহার মন যায় না, তাঁহার অবস্থাও মন্দমতি লোকের মতনই। তাই এই শ্লোকে "মন্দমতি" অর্থ—জ্ঞানাদি-সাধনে প্রবৃত্তিশূন্য একান্ত-ভক্ত। সুরতৌ শব্দের এক অর্থ কৃপালু (কৃপালুসুরতৌ সমৌ—অমর কোষ)। এই অর্থ প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে সুরতৌ অর্থ অন্যরূপ—সু (উত্তম) রতি (প্রেম) যাঁহাদের; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত যুগল-কিশোর। এইরূপে এই শ্লোকের মর্ম্ম এই :—"শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন কবিরাজ-গোস্বামীর একমাত্র শরণ; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-কমলই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব; তাঁহাদের চরণ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু (গতি); জ্ঞান-কর্ম্মাদি-সাধন সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া তিনি একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।"

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দিব্যদিতি। শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ শ্রীরাধাং শ্রীগোবিন্দদেবঞ্চ স্মরামি। কীদৃশৌ তৌ? শ্রীমতি পরম-শোভাময়ে রত্ননির্ম্মিতাগারে যৎ সিংহাসনং তস্যোপরি স্থিতৌ। কুত্র স রত্নাগারঃ? দিব্যং পরমশোভাময়ং বৃন্দারণ্যং তস্মিন্ কল্পদ্রুমাধঃ কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিতঃ। পুনঃ কিম্ভূতৌ তৌ? প্রেষ্ঠাভিঃ প্রিয়তমাভিরালীভিঃ শ্রীললিতাদিসখীভিঃ সেব্যমানৌ ॥১৬॥

শ্রীমানিতি। গোপীনাথঃ গোপীনাং বল্লভঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নঃ অস্মাকং শ্রিয়ে কুশলায় অস্তু ভবতু। কীদৃশঃ সঃ? শ্রীমান্ সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণঃ প্রেমরস-রসিকঃ, রাসরসারম্ভী রাসপ্রবর্ত্তকঃ, বংশীবটতটস্থিতঃ বংশীবটমূলদেশে স্থিতঃ, বেণুস্বনৈঃ বেণুনাদৈঃ গোপীঃ গোপসুন্দরীঃ কান্তাভাববতীঃ কর্ষন্ সন্ ॥১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো ১৬। অন্বয়। দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (পরম-শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে) শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ (পরম-সুন্দর রত্নমন্দির-মধ্যস্থ সিংহাসনে অবস্থিত) প্রেষ্ঠালীভিঃ (প্রিয় সখীগণ কর্ত্তৃক) সেব্যমানৌ (পরিসেবিত) শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ (শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে) স্মরামি (আমি স্মরণ করি)।

অনুবাদ। পরমশোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত্নময়-গৃহ মধ্যে রত্ন-সিংহাসনোপরি অবস্থিত এবং প্রিয়-সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীলগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। ১৬।

দিব্যৎ—দীপ্তিময়; জ্যোতির্ম্ময়, পরম-শোভাময়। **বৃন্দারণ্য**—বৃন্দাবন। **কল্পদ্রুম**—কল্পবৃক্ষ। **অধঃ**—নীচে। **শ্রীমৎ**—শোভাশালী, পরম সুন্দর। **রত্নাগার**—নানারত্নদ্বারা নির্ম্মিত মন্দির। **প্রেষ্ঠ**—প্রিয়তম। **আলী**—সখী, ললিতাদি। **দেব**—লীলাবিলাসী।

শ্রীবৃন্দাবন জ্যোতির্ম্ময় ধাম; তাহার বন-সমূহ কল্পবৃক্ষময়; কল্পবৃক্ষের নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। পরমজ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষ-তলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যোগপীঠ; সেই যোগপীঠে নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় রত্নদ্বারা বিরচিত একটী পরমসুন্দর মন্দির আছে; সেই মন্দিরে নানারত্ন-খচিত পরমসুন্দর একটী সিংহাসন আছে; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেই সিংহাসনে বসিয়া আছেন; ললিতাদি সখীবৃন্দ তাঁহাদের চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানা ভাবে সেবা করিতেছেন। সখীগণকে লইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেই স্থানে নানাবিধ-লীলায় বিলসিত আছেন। এতাদৃশ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে গ্রন্থকার স্মরণ করিতেছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৯৪—১৯৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। বেণুস্বনৈঃ (বেণুধ্বনিদ্বারা) গোপীঃ (গোপীদিগকে) কর্ষন্ (যিনি আকর্ষণ করেন), বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবটের মূল-দেশে অবস্থিত) রাসরসারম্ভী (রাসরস-প্রবর্ত্তক) শ্রীমান্ (সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ প্রেমরস-রসিক) গোপীনাথঃ (সেই শ্রীগোপীনাথ) নঃ (আমাদের) শ্রিয়ে (কুশলের নিমিত্ত) অস্তু (হউন)।

অনুবাদ। বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীদিগকে যিনি আকর্ষণ করেন, বংশীবটতটে অবস্থিত এবং রাস-রস-প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ সেই শ্রীগোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন। ১৭।

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তীরে বংশীবট-নামে একটী পরমসুন্দর বটবৃক্ষ আছে; শারদীয়-রাস-রজনীতে স্বয়ংভগবান্ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাতে প্রেমবতী গোপসুন্দরীদিগের সহিত রাস-লীলা করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বংশীবটের মূলে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন; সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর, নানাপ্রকারে গোপসুন্দরীদিগের প্রেমের গাঢ়তা পরীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহাদের সহিত রাস-লীলায় বিহার করেন। গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই লীলারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এ-তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ ॥ ২

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় গান করিতেছেন। প্রণতি-অর্থে জয় শব্দের ব্যবহার হয়, এই অর্থে—গ্রন্থকার এই পয়ারে শ্রীচৈতন্যাদিকে প্রণাম করিতেছেন। সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন—এই অর্থেও জয়-শব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদি সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন—ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই। তাই কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারটী থাকাও সঙ্গত নহে; কারণ, ইহার পরবর্ত্তী পয়ারের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫।১৬।১৭ শ্লোকত্রয়েরই সম্বন্ধ; সুতরাং মধ্যস্থলে "জয় জয়" ইত্যাদি পয়ারটী থাকিলে ক্রমভঙ্গ-দোষ হয়।

মূলমন্ত্রে এই পয়ারটী যে ছিলনা, তাহাও নিশ্চিত বলা যায়না; থাকিলে এই ভাবে এই পয়ারের সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে:—গ্রন্থকার হয়তো, "শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী" ইত্যাদি শেষ-শ্লোকটী লিখিয়াই একদিন লেখা স্থগিত রাখিয়াছিলেন; সেইদিন বা সেই সময়ে আর পয়ার আরম্ভ করেন নাই। পরে অন্য সময়ে যখন পয়ার লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দাদির জয় কীর্ত্তন করিয়া এই পয়ারটী লিখেন; তার পরে গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে, এই পয়ারকে গ্রন্থের পয়ার আরম্ভের মঙ্গলাচরণ বলা যায়।

অথবা, পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিয়া শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বপ্রথমে এই পয়ারটী রচনা করেন। বৈষ্ণবের মধ্যে এখনও রীতি দেখা যায় যে, কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে, কিম্বা কাহারও মনোযোগ আকর্ষন করিতে হইলে, তাঁহারা নাম ধরিয়া বা সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া ডাকেন না, বা অন্য কোনও কথাও বলেন না—জয় গৌর, কি জয় নিতাই, কি জয়রাধে বা রাধেশ্যাম, কি হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণমাত্র করেন। ইহাই বৈষ্ণবদের মনোযোগ আকর্ষণের সাঙ্কেতিক বাক্য।

২। এই পয়ারের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ১৫।১৬।১৭ শ্লোকের সম্বন্ধ।

এ তিন ঠাকুর—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ।

গৌড়ীয়াকে—গৌড়দেশবাসীকে; বাঙ্গালীকে। করিয়াছেন **আত্মসাথ**—সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত তিন শ্রীবিগ্রহের সেবাই বাঙ্গালীর দ্বারা প্রকাশিত। শ্রীমদনমোহন-দেবের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রকাশিত, শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ মধুপণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামী—ইহারা সকলেই গৌড়দেশবাসী, বাঙ্গালী। শ্রীমদন-মোহনাদি তাঁহাদের সেবা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত গৌড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া বলিয়া মনে হয়।

বন্দো—বন্দনা করি। **নাথ**—প্রভু।

গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী নিজেও গৌড়দেশবাসী বাঙ্গালী; বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। তাই বোধ হয়, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের চরণ বন্দনা করিতেছেন।

৩। অন্বয়—গ্রন্থের আরম্ভে, গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্, এই তিনের স্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ করি।

মঙ্গলাচরণ—মঙ্গলজনক আচরণ; বিঘ্নবিনাশ, অভীষ্টপূরণ ও নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে গ্রন্থারম্ভে ইষ্টবন্দনাদিরূপ মঙ্গলাচরণ করা হয়। গুরুবর্গের স্মরণ, বৈষ্ণবের স্মরণ এবং শ্রীভগবানের স্মরণই ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৪
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ৫
প্রথম দুইশ্লোকে ইষ্টদেব নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥ ৬
তৃতীয়-শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ৭
চতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ৮
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ-ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ৯
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ১০
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ ॥ ১২
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪। **তিনের স্মরণে**—গুরুবর্গের, বৈষ্ণবের এবং ভগবানের স্মরণে। **বিঘ্নবিনাশ**—প্রারব্ধকার্য্যে যত রকম বিঘ্ন বা প্রত্যবায় থাকিতে পারে, সে সমস্তের বিনাশ। **অনায়াসে**—সহজে। **বাঞ্ছিত-পূরণ**—অভীষ্টসিদ্ধি।

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণ স্মরণ করিলে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয় এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

৫। মঙ্গলাচরণ তিন রকমের—বস্তু-নির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ এবং নমস্কার। **বস্তুনির্দ্দেশ**—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয়ের উল্লেখ ; গ্রন্থে যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহার উল্লেখ। **আশীর্ব্বাদ**—শ্রোতাদের বা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-কামনা। **নমস্কার**—ইষ্টদেবের বন্দনা।

৬। মঙ্গলাচরণের প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুইরকমের—সামান্য নমস্কার ও বিশেষ নমস্কার। প্রথম শ্লোকের টীকায় সামান্য-নমস্কারের লক্ষণ এবং দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় বিশেষ নমস্কারের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। প্রথম শ্লোকে সামান্য-নমস্কার এবং দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ-নমস্কার করা হইয়াছে।

৭। **যাহা হৈতে**—যে বস্তু-নির্দ্দেশ হইতে, অথবা যে তৃতীয় শ্লোক হইতে। **পরতত্ত্বের উদ্দেশ**—পরতত্ত্ববস্তু কি, তাহা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে পরতত্ত্ব-বস্তু, তাহা এই তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে।

৮। **জগতে আশীর্ব্বাদ**—জগতের সমস্ত লোকের মঙ্গল-কামনা। **সর্ব্বত্র মাগিয়ে** ইত্যাদি—সকলের প্রতিই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রসন্ন হউন, ইহাই জগতের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ নিজে আশীর্ব্বাদ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগ্রহ কামনা করিতেছেন। তাহাও আবার নিজের কথায় নয়, সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর কথায়—অনর্পিতচরীং শ্লোকটী বিদগ্ধমাধবনাটকে শ্রীরূপগোস্বামীর লিখিত শ্লোক।

৯। **সেই শ্লোকে**—চতুর্থ শ্লোকে। **বাহ্যাবতার-কারণ**—কৃষ্ণচৈতন্যের অবতারের বহিরঙ্গ কারণ বা গৌণ কারণ। **মূল প্রয়োজন**—অবতারের মুখ্য-কারণ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল, (যাহা ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে), সেই তিনটী বাসনার পূরণই অবতারের মুখ্য কারণ ; আর আনুষঙ্গিকভাবে, নাম-প্রেম-প্রচারই হইল গৌণ কারণ।

১২। **তহি মধ্যে**—তাহার মধ্যে ; চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যে। তৃতীয় শ্লোকেই বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া পুনরায় এস্থলে চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যেও বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলার তাৎপর্য্য এই যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা-নির্ব্বাহার্থ যে যে রূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, এই চৌদ্দ শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই মহিমা ব্যক্ত করা হইয়াছে। যে যে রূপে তিনি আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, সেই সেই রূপের তত্ত্ব-নিরূপণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-নিরূপণের পরাকাষ্ঠা ; তাই এই চৌদ্দ শ্লোকেই বস্তু-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিলেন।

সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ ॥ ১৪
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬

তথাহি—
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮
এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান।
তাঁসভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। যে সমস্ত বৈষ্ণব এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া উক্ত চৌদ্দ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি।

১৪। **করি একমন**—একাগ্রচিত্ত হইয়া; অন্য সকল বিষয় হইতে মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া। **চৈতন্যকৃষ্ণের**—শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই "চৈতন্যকৃষ্ণ" শব্দে সূচিত হইল।

শাস্ত্রমত-নিরূপণ—শাস্ত্রের মত (সিদ্ধান্ত) শাস্ত্রমত, তাহার নিরূপণ। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত মত, তাহাই নিরূপিত হইতেছে। গ্রন্থকার বৈষ্ণব-শ্রোতাদিগকে বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তাহা আমি শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিতেছি, আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

১৫। "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অর্থের সূচনা করিতেছেন ১৫।১৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে, গুরুতত্ত্বরূপে, ভক্ততত্ত্বরূপে, শক্তি-তত্ত্বরূপে, অবতার-তত্ত্বরূপে এবং প্রকাশ-তত্ত্বরূপে—এই ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। ইহাই পরবর্ত্তী পয়ার সমূহে প্রদর্শিত হইবে।

গুরু—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। **করেন বিলাস**—বিহার করেন। **প্রকাশ**—আবির্ভাব। এই পরিচ্ছেদে ৩৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের স্থলে "কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ। শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। অর্থ একরূপই।

১৬। **এই ছয় তত্ত্বের**—কৃষ্ণ, গুরু ইত্যাদি ছয় তত্ত্বের।

সামান্যে—সামান্য-নমস্কাররূপ। শ্লো। ১। টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭। "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন ১৭-২৪ পয়ারে। প্রথমে "গুরূন্" শব্দের অর্থ করিতেছেন ১৭-১৯ পয়ারে।

মন্ত্রগুরু—দীক্ষাগুরু। **শিক্ষাগুরুগণ**—দীক্ষাগুরু একজনের বেশী হইতে পারেন না। "মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব" ভক্তিসন্দর্ভ। ২০৭। কিন্তু শিক্ষাগুরু অনেকই হইতে পারেন; যাঁহার নিকটে ভজন-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু।

তাঁহার চরণ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের চরণ। **আগে**—সর্ব্বাগ্রে; সর্ব্বাগ্রে গুরুবর্গের চরণ বন্দনা করার হেতু এই যে, গুরুর কৃপা না হইলে অপর কাহারও কৃপাই পাওয়া যায় না।

১৮। এই পয়ারে গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুগণের নাম প্রকাশ করিতেছেন।

২০। এক্ষণে "ঈশভক্তান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **শ্রীবাস-প্রধান**—শ্রীবাসই প্রধান যাঁহাদের মধ্যে; শ্রীবাস-প্রমুখ; শ্রীবাসাদি ভগবদ্‌ভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১
নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দ, যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২
গদাধরপণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁসভার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১। এইক্ষণে "ঈশাবতারকান্" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **অদ্বৈত-আচার্য্য**—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। **প্রভুর অংশ-অবতার**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অংশাবতার। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মহাবিষ্ণুর অংশ; মহাবিষ্ণু আবার শ্রীকৃষ্ণের অংশ; তাই শ্রীল অদ্বৈতও শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশাবতারই হইলেন।

২২। "তৎপ্রকাশাংশ্চ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **স্বরূপ-প্রকাশ**। "একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত ভেদ নাহি—একই স্বরূপ ॥ মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ১।১।৩৬-৩৭।" একই স্বরূপ যদি বহু মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকট করেন এবং এই বহু মূর্ত্তির মধ্যে যদি বর্ণাদির কোনও রূপ পার্থক্যই না থাকে, তবে ঐ সকল রূপকে প্রকাশরূপ বলে। "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় 'বিলাস' তার নাম ॥ ১।১।৩৮ ॥" একই বিগ্রহ যদি বর্ণাদি-ভেদে ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েন, তবে ঐ প্রকটিত রূপকে বিলাসরূপ বলে। যেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, শ্রীবলরাম শ্বেতবর্ণ; বর্ণের পার্থক্য আছে, কিন্তু স্বরূপে অভিন্ন; তাই বিলাস।

শ্রীনিত্যানন্দও ব্রজের বলদেবই, আর শ্রীমন্ মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিলাসরূপই হয়েন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দ স্বরূপে এক হইলেও বর্ণে তাঁহাদের পার্থক্য আছে; শ্রীমন্ মহাপ্রভু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আর শ্রীমন্নিত্যানন্দ রক্তাভ-গৌরবর্ণ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসই হয়েন। এ সমস্ত কারণে মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের লক্ষণবিশিষ্ট যে প্রকাশ, এই পয়ারের প্রকাশ সেই প্রকাশ নহে। আবির্ভাব-অর্থেও প্রকাশ-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই পরিচ্ছেদের ৩৫শ পয়ারে আবির্ভাব-অর্থে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই আবির্ভাবার্থক প্রকাশ দুই রকমের—মুখ্য প্রকাশ ও বিলাস; "দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ১।১।৩৫ ॥" সুতরাং গ্রন্থকারের মতে "বিলাস"ও একরকম প্রকাশ (আবির্ভাব)। যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া ৩৭শ পয়ারে প্রকাশরূপ আবির্ভাবকে মুখ্য-প্রকাশ বলিয়াছেন এবং ৩৮শ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলিয়া ৩৯শ পয়ারে বিলাসের উদাহরণরূপে বলদেবের নামও উল্লেখ করিয়াছেন; এই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসরূপ আবির্ভাব, পরন্তু মুখ্য-প্রকাশরূপ আবির্ভাব নহেন, ইহা গ্রন্থকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে, এই পয়ারে "স্বরূপ-প্রকাশ" শব্দের অন্তর্গত "প্রকাশ"-শব্দ "বিলাস"-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বত্র একবাক্যতা এবং সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্যও থাকে। এইরূপে **স্বরূপ-প্রকাশ** অর্থ হইবে স্বরূপের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরের আবির্ভাব-বিশেষ। **যাঁর মুঞি দাস**—নিজের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করিয়াই কবিরাজগোস্বামী একথা বলিয়াছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৩৬—২১০ পয়ারে তাঁহার প্রতি নিত্যানন্দপ্রভুর অশেষ কৃপার কথা কবিরাজগোস্বামী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশেই কবিরাজগোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন এবং তাঁহারই কৃপায় শ্রীরূপাদিগোস্বামিবর্গের, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপাদৃষ্টি লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

২৩। "তচ্ছক্তীঃ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। **নিজশক্তি**—আপন শক্তি; স্বরূপ-শক্তি। স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ; এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী তত্ত্বতঃ এই স্বরূপ-শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪

সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করি সে বিচার ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর দ্বাপর-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা॥ পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥ রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥ ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু গদাধর এষ ভূ-সুরেন্দ্রঃ। হরিরয়মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ॥ ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ॥ অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাম্। অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥ ১৪৭-১৫৩॥—যিনি পূর্ব্বে বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমরূপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর কর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, যথা—পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দর-বল্লভা লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে তিনি গৌর-প্রেম-লক্ষ্মী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। শ্রীরাধার অনুগতা বলিয়া ললিতা অনুরাধা নামে বিখ্যাতা; অতএব, শ্রীললিতা শ্রীগদাধর-পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-গ্রন্থ বলেন—অহো! এই ভূ-সুর শ্রীগদাধর নহেন, ইঁহাকে শ্রীরাধার সখী ললিতা বলিয়াই মনে হইতেছে; অথবা, এই হরিই নিজের শক্তির প্রভাবে স্বয়ংরূপ, শ্রীরাধারূপ এবং শ্রীললিতারূপ—এই তিনরূপ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতা; স্বপ্রকাশ-বিভেদহেতু এই মত সমীচীন। অথবা, ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনরূপ হইয়াছেন। অতএব, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শ্রীরাধিকার রূপ।" আবার, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীকে ভাবে রুক্মিণীতুল্যই বলিয়াছেন। "গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রুক্মিণীদেবীর যেন দক্ষিণ-স্বভাব॥৩।৭।১২৮॥" যাহা হউক, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর পূর্ব্ব-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে প্রেয়সী-শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না।

গদাধর-পণ্ডিতাদি—ব্রজলীলায় শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী-আদি সকলেই নবদ্বীপ-লীলার উপযোগী স্বরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন; এস্থানে "আদি" শব্দে ঐ সমস্ত সখী-মঞ্জরীদের নবদ্বীপ-লীলার স্বরূপ-সমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন রায়-রামানন্দ, ইনি ব্রজের বিশাখা; শ্রীরূপ-গোস্বামী, ইনি ব্রজের শ্রীরূপ-মঞ্জরী; ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই প্রভুর স্বরূপশক্তি বা নিজ শক্তি।

২৪। "কৃষ্ণ-চৈতন্য-সংজ্ঞকং ঈশং" এর অর্থ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্—অন্য-নিরপেক্ষ ভগবান্; যিনি কোনও বিষয়েই অপর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহার ভগবত্তা হইতেই অন্যের ভগবত্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥ ১।২।৭৪॥" শ্রীনারায়ণাদিও ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ নহেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপরেই তাঁহাদের ভগবত্তা নির্ভর করে; কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না।

২৫। আবরণ—যাঁহারা সর্ব্বদা চারিদিকে থাকেন, তাঁহাদিগকে আবরণ বলে; পরিকর।

সাবরণে—আবরণের সহিত; সপরিকরে। **প্রভুরে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমদদ্বৈত প্রভু, শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—ইঁহারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরিকর বা আবরণ। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের কেহ কেহ স্বয়ং ভগবানের স্বাংশ, যেমন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার শক্তি বা শক্তির অংশ, যেমন শ্রীগদাধরাদি। নিত্যসিদ্ধ জীবও পরিকরভুক্ত থাকিতে পারেন; আর সাধনসিদ্ধ জীবও ভক্তি-সাধনে সিদ্ধিলাভের পরে পরিকরভুক্ত হইতে পারেন; যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরভুক্ত আছেন, ভক্ততত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "শ্রীবাসাদি" শব্দের "আদি" শব্দেই তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ছয়—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ছয়। **তেঁহো**—কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস। ১।১।১৫॥" এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে এই ছয়রূপে বিলাস করেন, তাহাই দেখাইতেছেন, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণই যে গুরুরূপে বিলাস করেন, প্রথমে তাহাই দেখাইতেছেন ২৬—২৯ পয়ারে। গুরু দুই রকমের—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। ২৬।২৭ পয়ারে দীক্ষাগুরুর কথাই বলিতেছেন।

এই পয়ারে গ্রন্থকার দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব বলিয়াছেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্য কিরূপ ভাব পোষণ করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন। "যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতন্যের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বলিয়াই জানি বা মনে করি।" এস্থলে প্রকাশ অর্থ আবির্ভাব; ৩৫শ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত; ইহাই **দীক্ষাগুরুর স্বরূপ** বা তত্ত্ব। গুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত হইলেও, শিষ্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ (আবির্ভাব) বলিয়াই মনে করিবেন। (গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরুসম্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।)

দীক্ষাগুরু যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে:—

(১) শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতিতে, নবদ্বীপের ভজনে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভজনে তাঁহাকে সেবাপরা-মঞ্জরীরূপে চিন্তা করার বিধিই প্রচলিত। যে কোনও বৈষ্ণব-সাধকের গুরু-প্রণালিকা ও সিদ্ধ-প্রণালিকা দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ভজন-পদ্ধতিতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—নবদ্বীপের গুরুধ্যান:—"কৃপামরন্দান্বিত-পাদপদ্মং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥" ব্রজের মধুর ভাবের ভজনে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন:—"গুরুরূপা সখী বামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে" ইত্যাদি।

(২) শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী তাঁহার রচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন:—"শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥ ২॥" "রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্মরণ কর।"

(৩) শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি-শাস্ত্রে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্তও ভক্তেরই লক্ষণ:—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ শ্রীমদ্‌ভা ১১।৩।২১।" "যিনি বেদাদি-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষ-অনুভবশীল, যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ-পরায়ণ—এইরূপ গুরুর শরণাপন্ন হইবে।" স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন:—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।" "আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া যিনি আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি বাসনাশূন্য বলিয়া পরমশান্ত—এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।" শ্রীভা, ১১।১০।৫॥

শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন:—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্—মুণ্ডক ১।২।১২।" "সেই পরম বস্তুকে জানিতে হইলে, সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিৎ গুরুর নিকট উপনীত হইবে।" "মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই লোকের গুরু।—হরিভক্তিবিলাস।১।৩৯ ধৃত পাদ্মবচন।"

(৪) শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদ তাঁহার গুর্ব্বষ্টকে লিখিয়াছেন:—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ-হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সৎলোকগণ ঐরূপ ভাবনা করিলেও, তিনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই; আমি সেই গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(৫) শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর সংগৃহীত শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থেও গুরুদেবকে শ্রীভগবানের পরম প্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীগোপকুমারকে মাথুরীব্রজভূমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"তত্র মৎ-পরমপ্রেষ্ঠং লপ্‌স্যসে স্বগুরুং পুনঃ। সর্ব্বং তস্যৈব কৃপয়া নিতরাং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্॥—সেই ব্রজ-ভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ তোমার স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং সেই গুরুর কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারিবে। ২। ২।২৩৬॥"

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রীগুরুদেব যদি তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণই না হইবেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫শ পয়ারে কেন বলা হইল—"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥" উত্তরে বলা যায়—এই ছয় তত্ত্বের মধ্যে গুরু ব্যতীত অপর পাঁচ তত্ত্ব অর্থাৎ "কৃষ্ণ, ভক্ত, শক্তি, অবতার, এবং প্রকাশ" এই পাঁচতত্ত্ব যে একই বস্তু, এই পাঁচতত্ত্বের মধ্যে স্বরূপতঃ যে কোনও ভেদ নাই, তাহা পঞ্চতত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। "পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ॥ ১। ৭। ৪॥" কিন্তু গুরুতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যে ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় গুরুও যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে যেমন আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুরূপেও যে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—এরূপ কথা কোথাও বলা হয় নাই। দীক্ষাদানকালে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন। বিশেষ আলোচনা ১।৭।৪ পয়ারের টীকার শেষার্দ্ধে দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রাদিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলারই বা তাৎপর্য্য কি?

পরস্পর গাঢ়-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ দুই জন লোককে যেমন অভিন্ন-হৃদয় বা অভিন্ন বলা হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অভেদ মনন করা হয়; প্রিয়ত্বাংশেই তাঁহাদের অভেদ। ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন :—"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে—শ্রীশিব এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন করেন।" ২১৩॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীপ্রচেতাগণের গুরু ছিলেন শ্রীশিব; শ্রীশিবের অপর নাম ভব। প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব ভবকে ভগবানের "প্রিয় সখা" বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন :—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম॥ শ্রীভা-৪।৩০।৩৮॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। ** শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৄণাং গুরুঃ—শ্রীশিবই এই শ্লোকের বক্তা-প্রচেতাগণের গুরু।" তাঁহারা তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবানের প্রিয় সখা বলিলেন। ভক্তিসন্দর্ভ।২১৩। "প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেঽপি ইত্থমেব তৈঃ শুদ্ধ-ভক্তৈর্মতম্—গুরু ও ঈশ্বরের অভেদ-উপদেশের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও শুদ্ধভক্তগণ এইরূপই (গুরুকে ঈশ্বরের প্রিয়সখা বা প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) মনে করেন। উক্ত শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টীকা ক্রমসন্দর্ভ।"

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর "মনঃশিক্ষা" হইতে যে প্রমাণটী ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার "গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর" এই অংশের টীকায় লিখিত হইয়াছে:—"এবং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে কৃষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজস্রং অনবরতং স্মর। নন্বাচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবোময়ো গুরুরিত্যেকাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং, কথং তৎপ্রিয়ত্বমননম্। অত্রোচ্যতে। প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্‌গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ।– শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশস্কন্ধের শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আচার্য্যকে (গুরুকে) আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও তাঁহার অবমাননা করিবেনা ; মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবেনা ; কারণ, গুরু সর্ব্বদেবময়।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই প্রমাণ-অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করাই উচিত ; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভক্ত বলিয়া চিন্তা করার হেতু কি ? ইহার উত্তর এই :—অর্চ্চন-বিধিতে (হ, ভ, বি, ৪।১৩৪) দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পরে আমার পূজা করিবে ; এইরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ; অন্যথা তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।" এই প্রমাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গুরুদেবকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আগে গুরুপূজা, তারপর কৃষ্ণপূজা এই বিধি হইতেই বুঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক বস্তু নহেন)। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করার যে আদেশ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্য ; শ্রীকৃষ্ণে সাধকের যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুতেও তদ্রূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি রাখিতে হইবে। কারণ, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখিতে পাওয়া যায় :—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৪।১৩৫।—দেবতার প্রতি যাঁহার পরমাভক্তি আছে এবং দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাঁহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মাই পুরুষার্থ বোধগম্য করিতে পারেন।" "ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥ হ, ভ, বি, ৪।১৪০ ধৃত-পাদ্মবচন।—(দেবহূতি-স্তবে প্রকাশিত আছে যে)—হরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, গুরুদেবে আমার সেইরূপ নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্যদ্বারা হরি আমাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করুন।" শাস্ত্রে এইরূপও কথিত আছে যে, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পর-ব্রহ্ম। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা। হ, ভ, বি, ৪।১৩৯।" এই বাক্যের তাৎপর্য্যও এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এমন কি পরব্রহ্ম যেরূপ পূজনীয়, গুরুদেবও সেইরূপ পূজনীয়।

গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি রক্ষার নিমিত্তই গুরুকে কৃষ্ণতুল্য বা কৃষ্ণের প্রকাশতুল্য মনে করার ব্যবস্থা ; স্বরূপতঃ গুরুদেব কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণের প্রকাশও নহেন। কারণ, কৃষ্ণ একাধিক থাকিতে পারেন না ; গুরু অনেক। প্রকাশরূপে এবং স্বয়ংরূপেও বর্ণাদিতে পার্থক্য নাই ; কৃষ্ণের প্রকাশরূপও কৃষ্ণেরই অনুরূপ নবকিশোর, নটবর, গোপবেশ, বেণুকর। শারদীয়-রাসে দুই দুই গোপীর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সমস্ত মূর্ত্তির সহিত স্বয়ং রূপের কোনও পার্থক্যই ছিল না ; গোপীপার্শ্বস্থ ঐ সকল মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হইতেন, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপই হইত।

যাহা হউক, তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ জীব বলিয়া মনে করা তো দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবকে ভক্ত বা প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে ; প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে ; গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে ভগবদাবির্ভাব-বিশেষই ; কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির সহিত এবং গুরু-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (পরবর্ত্তী ২৭শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীভগবানের গুরু-শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টিগুরু ; কিন্তু শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন না—তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ঐ গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভজনার্থীকে কৃপা করেন। শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-শক্তি আবির্ভূতা হয় বলিয়া শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। অন্য ভক্তের যোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহা-শক্তি আবির্ভূত হইয়া ভজনার্থীকে কৃতার্থ করিতে পারেন সত্য ; কিন্তু গুরুশক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে, অন্য ভক্তের কৃপা বিশেষ কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগ্রহা-শক্তি ও গুরু-শক্তি উভয়েই শিষ্যের সম্বন্ধে আবির্ভূত হয়েন ;

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। | গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব ভগবানের অমূর্ত্ত-করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত অমূর্ত্ত-গুরু-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, গুরু-শক্তির আবির্ভাব-মূর্ত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। যে বস্তুটীর আশ্রয় শ্রীভগবান্, কিন্তু শ্রীভগবান্ মূল আশ্রয় বা মূল অধিকারী হইয়াও নিজে সাক্ষাদ্‌ভাবে যাহা কাহাকেও দেন না, তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের দ্বারাই যে বস্তুটী দান করান—একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বস্তুটী পাইতে পারে; সুতরাং শিষ্যের নিকটে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-তুল্যই। শ্রীভগবান্ ভক্ত-পরাধীন বলিয়া এবং শ্রীভগবৎকৃপা ভক্তকৃপার অপেক্ষা রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয়-বস্তুটী তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়া থাকেন।

২৭। **গুরু**—দীক্ষাগুরু। **কৃষ্ণরূপ**—কৃষ্ণতুল্য পূজনীয়। **শাস্ত্রের প্রমাণে**—শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে; "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যানুসারে। **গুরু কৃষ্ণরূপ**—ইত্যাদি—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনানুসারে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে শ্রীকৃষ্ণতুল্য পূজনীয়; শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গুরুদেবে কৃষ্ণতুল্য পূজ্যত্ববুদ্ধি কেন পোষণ করিতে হইবে, তাহার হেতু বলিতেছেন—"গুরুরূপে" ইত্যাদি বাক্যে—শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে ভক্তগণকে কৃপা করেন, ইহাই গুরুদেবে কৃষ্ণতুল্য পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণের হেতু।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা ইত্যাদি—শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করেন। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন; যেহেতু, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।১।১।৩০॥" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। শ্রীভা ৯।৪।৬৮॥—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়।" যে উপায়ে ভক্তগণ তাঁহাকে পাইতে পারেন, সেই উপায়ও শ্রীকৃষ্ণই জানাইয়া দেন "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। গীতা ১০।১০॥" যখনই কাহারও ভক্তি-ধর্ম্ম যাজনের ইচ্ছা হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। আবার শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত; তাঁহার চিত্তও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী-শক্তির আধার-বিশেষ। তাঁহার চিত্তে এই হ্লাদিনী-শক্তি ভক্তিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪র্থ শ্লোকের টীকায় "স্বভক্তি-শ্রিয়ং" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য) একদিকে যেমন তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করান, অপরদিকে অন্য জীবকেও ভক্তিসুখ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়েন। হ্লাদিনী-শক্তির এই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগ্রহা-শক্তিকেও ভক্তহৃদয়ে অর্পণ করেন; কারণ, অনুগ্রহের দ্বার দিয়াই ভক্তিরাণী আত্ম-প্রকাশ করেন (মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। ২।২২।৩২।)। এই অনুগ্রহা-শক্তি যাঁহার প্রতি প্রসন্না হয়েন, ভক্তহৃদয়-স্থিতা ভক্তিও তাঁহাকেই কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ভজনার্থী জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় যখন ভক্তের চরণে উপনীত হয়, তখন ঐ অনুগ্রহা-শক্তি স্বীয় স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অনুগ্রহা-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ভক্তও তখন তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন; ভক্তের অনুগ্রহরূপ প্রসন্নতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভক্তিরূপা হ্লাদিনী-শক্তি ভজনার্থীকে কৃতার্থ করেন। এইরূপই সাধারণতঃ ভক্তকৃপা। কিন্তু দীক্ষাগুরুর কৃপায় আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্ত কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলেই যে তাহাকে দীক্ষা দিবেন, ইহা বলা যায় না; ভজনার্থীর ভজনের সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক না হইতেও পারেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির (বা দীক্ষা শক্তির) মূল আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টিগুরু। ভজনার্থীদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তমভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। অনুগ্রহা-শক্তির সহিত গুরুশক্তির যোগ হইলেই ভক্ত ভজনার্থীকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। অবশ্য কাহাকেও অনুগ্রহ করা বা না করা, দীক্ষা দেওয়া বা না দেওয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তের ইচ্ছাধীন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগ্রহা-শক্তিকে ও গুরু-শক্তিকে

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।১৭।২৭)—
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ১৮

শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্রূপত্বেতু মাং মদ্রূপমেব বিজানীয়াৎ। ইতি। দীপিকাদীপনম্॥ নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ॥ ইতি শ্রীসনাতন-গোস্বামী (হ, ভ, বি, ৪।১৩৬)॥১৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রিয়তমভক্তে অর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সকল শক্তির ব্যবহারে ভক্তের স্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গুরু-শক্তি তাঁহার প্রিয়তমভক্তরূপী গুরুদেবের যোগে প্রকাশিত হয় বলিয়াই বলা হইয়াছে "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে।" শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষাদি দান করিয়া থাকেন। রাজার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া রাজপ্রতিনিধি লাট-সাহেব বা রাজ-ভৃত্য দেশের প্রজাবৃন্দের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন; তজ্জন্য রাজ-প্রতিনিধিকে বা রাজ-ভৃত্যকে রাজার তুল্য মনে করা হয় এবং রাজ-প্রতিনিধিরূপে বা রাজভৃত্যরূপে রাজাই দেশ শাসন করিতেছেন, এইরূপই বলা হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদি দ্বারা কৃপা করেন বলিয়া শ্রীগুরুদেবকেও কৃষ্ণতুল্য মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, এইরূপ বলা হয়। এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে "আচার্য্যং মাং" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস।" "এই ছয় তেঁহো যৈছে করি সে বিচার।" শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে বিহার করেন, গুরুও শ্রীকৃষ্ণ—ইহা দেখাইবার নিমিত্তই ২৬।২৭ পয়ারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই দুই পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমভক্ত-বিশেষে গুরু-শক্তি অর্পণ করিয়া ঐ শক্তিদ্বারা জীবকে কৃপা করেন; ইহাই গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিহার, যেমন রাজপ্রতিনিধি বা রাজ-ভৃত্যরূপে রাজার রাজ্য-শাসন।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। আচার্য্যং (দীক্ষাগুরুকে) মাং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই, অথবা মদীয় প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) বিজানীয়াৎ (জানিবে), কর্হিচিত (কখনও) ন অবমন্যেত (তাঁহার অবমাননা করিবে না), মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (মনুষ্য-বুদ্ধিতে) ন অসূয়েত (তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ—তাঁহাতে দোষ দৃষ্টি করিবেনা); [যতঃ] (যেহেতু) গুরুঃ (গুরুদেব) সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবময়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! আচার্য্যকে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই (অথবা আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়াই) জানিবে; কখনও তাঁহার অবজ্ঞা করিবেনা, কিম্বা মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহাতে দোষদৃষ্টি করিবেনা; কারণ, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়।১৮

এই শ্লোকে, শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া মনে করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি থাকে, গুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে; "যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি।" (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই শ্লোকের দীপিকাদীপন-টীকায় লিখিত হইয়াছে—"আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর ইত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্রূপত্বেতু মাং মদ্রূপমেব বিজানীয়াৎ—আচার্য্যকে আমার প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। (শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন, রে মন! গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্তরূপে চিন্তা কর।) সচ্চিদ্রূপত্বাংশে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে।" এই টীকানুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত বলিয়া মনে করার উপদেশই পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, কিম্বা মনুষ্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে দোষদৃষ্টি করাও এই শ্লোকে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গুরুদেবের অবজ্ঞা বা দোষদৃষ্টি করিলে নাম-অপরাধ হয় (হরিভক্তিবিলাস ১১।২৮৪)। নাম-অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেও প্রেমোদয় হয় না। "কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার। ১।৮।২১॥"

তত্রৈব (১১।২৯।৬)—
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা ।

নন্থ কথং তত্তৎফলমপি বিসৃজতি নতু মাং কিংবা মম কৃতং তত্রাহ নৈবেতি। হে ঈশ! কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃতং উপকারং ঋদ্ধমুদঃ উপচিতভদ্ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তঃ অপচিতিং ন পশ্যন্তি তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ। যো ভবান্ তনুভৃতাং ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সফলতনুধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা চিত্তস্ফুর্ত্তিধ্যেয়াকারেণ। অশুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্ব্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তীতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

এই শ্লোকে গুরুদেবকে সর্ব্বদেবময় বলা হইয়াছে; সমস্ত দেবতার প্রতি যেরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ পূজ্যত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে; অথবা দেবতাদিগের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতে যে সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিতে ও রুষ্টিতেও সেই সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন, তাহাই কর্ত্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য।

২৮। দীক্ষাগুরুর কথা বলিয়া, শিক্ষাগুরুও যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ২৮—৩১ পয়ারে। শিক্ষাগুরু আবার দুই রকম—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। প্রথমে, অন্তর্য্যামী শিক্ষাগুরু যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাহা দেখাইতেছেন, ১৯-২২ শ্লোকে।

অন্তর্য্যামী—প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত। (শ্লো। ১১। টীকা দ্রষ্টব্য)। ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। ইনি জীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা; প্রত্যেক জীবকেই ইনি হিতাহিত বিষয়ে ইঙ্গিত করেন; যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহারাই এই পরমাত্মার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারেন। লোক, বাহিরে দীক্ষাগুরু বা অন্য ভক্তের নিকটে যাহা শিক্ষা পাইয়া থাকে, অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই তাহা হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দেন। হিতাহিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেন বলিয়া এবং উপদিষ্ট বিষয়ের অনুভব করান বলিয়া অন্তর্য্যামীও জীবের শিক্ষাগুরু। **ভক্তশ্রেষ্ঠ**—উত্তম-অধিকারী ভক্ত। তাঁহার লক্ষণ এই:—শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূ। ১। ১১।—যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত-যুক্তি-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ; তত্ত্ব-বিচার, সাধন-বিচার এবং পুরুষার্থ-বিচার দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ যাঁহার দৃঢ়-নিশ্চয়তা আছে এবং শাস্ত্রার্থাদিতে যাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি-বিষয়ে তিনিই উত্তম-অধিকারী। এইরূপ উত্তম অধিকারী ভক্তই শিক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্যপাত্র; কারণ, শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিপুণতাবশতঃ এবং উপাস্য-তত্ত্বাদি-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তাবশতঃ তিনি তাঁহার উপদিষ্ট বিষয় শিষ্যের হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ। এইরূপ কোনও ভক্তের নিকট কোনও ব্যক্তি যদি ভজন-বিষয়ে কোনও উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির শিক্ষাগুরু হয়েন।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। হে ঈশ (হে প্রভো!) যঃ (যেই তুমি) আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা (বাহিরে গুরুরূপে উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা) তনুভৃতাং (দেহধারী মনুষ্যদিগের) অশুভং (বিষয়-বাসনাদি ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত অশুভকে) বিধুন্বন্ (দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং (নিজরূপ বা নিজ-বিষয়ক অনুভব) ব্যনক্তি (প্রকাশ করিয়া থাক), কবয়ঃ (সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্গণ) ব্রহ্মায়ুষাপি (ব্রহ্মার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও) তব (সেই তোমার) অপচিতিং (উপকারের প্রত্যুপকার দ্বারা ঋণশূন্যতা) নৈব উপযান্তি (প্রাপ্ত হয় না); কৃতং (তাঁহারা তোমার কৃত উপকার) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) ঋদ্ধমুদঃ (পরমানন্দিত হয়েন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব ভগবান্‌কে বলিলেন—হে প্রভো! বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সংপ্রবৃত্তি দ্বারা, দেহীদিগের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি দূরীভূত করিয়া তুমি নিজরূপ (অথবা স্ববিষয়ক অনুভব) প্রকাশিত কর; সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সমান পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তোমার নিকটে অঋণী হইতে পারেন না; তোমার কৃত উপকারের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের পরমানন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৯।

এই শ্লোকে বলা হইল, ভগবান্‌ই জীবের সমস্ত অশুভ দূরীভূত করেন। অশুভ কি? যাহা শুভ নয়, এবং যাহা শুভের প্রতিকূল, তাহাই অশুভ। শুভ—মঙ্গল। জীবের একমাত্র মঙ্গল—শ্রীভগবৎ-সেবা; ইহাই সমস্ত মঙ্গলের মূল কারণ, ভগবৎ-সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। জীব আপন দুর্দ্দৈববশতঃ এই ভগবৎ-সেবা ভুলিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়াছে এবং মায়িক-সুখে মত্ত হইয়া আছে; তাঁহার বিষয়-বাসনাই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার হেতু; সুতরাং বিষয়-বাসনাই হইল প্রধান অশুভ; ইহাই কৃষ্ণ-ভক্তির মুখ্য বাধক। জীবের শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তিও বিষয়-বাসনারই ফল; এমন কি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাও বিষয়-বাসনার বা স্বসুখ-বাসনার বা আত্মদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনারই ফল; সুতরাং এই সমস্তও কৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়া জীবের পক্ষে অশুভ। শ্রীভগবান্ জীবের এই সমস্ত অশুভকে দূরীভূত করিয়া তাহার চিত্তে ভক্তি উন্মেষিত করিয়া দেন এবং যাহাতে জীবের হৃদয়ে ভক্তি উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহাও তিনি করেন। এইরূপে ক্রমশঃ জীবের চিত্ত যখন ভক্তির প্রভাবে সর্ব্ব-দোষ-শূন্য হয়,—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন ভগবান্ নিজেই তাহার চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে পরমানন্দের অধিকারী করিয়া দেন।

ভগবান্ কিরূপে এসব করেন? **আচার্য্য-চৈত্ত-বপুষা**—আচার্য্যরূপে ও চৈত্তরূপে। আচার্য্য-শব্দে দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়কেই বুঝায়। ভগবান্ দীক্ষাগুরুরূপে দীক্ষামন্ত্রাদি দিয়া জীবকে ভজনোন্মুখ করেন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ-শিক্ষাগুরুরূপে ভজনোপদেশাদি দিয়া ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন করেন। আর চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-পরমাত্মারূপে গুরুপদাশ্রয় ও সাধুসঙ্গাদির প্রবৃত্তি জন্মাইয়া জীবকে ভজনে উন্মুখ করেন; যেরূপে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, তদনুকূল-বুদ্ধি জীবের হৃদয়ে উন্মেষিত করিয়া ভজনের পথে তাহাকে অগ্রসর করিয়া লয়েন। **চৈত্ত**—চিত্ত+ষ্ণ্য চিত্তাধিষ্ঠিত। **চৈত্তবপু**—চিত্তাধিষ্ঠিতরূপ; জীবের চিত্তে ভগবানের যে স্বরূপ থাকেন; অন্তর্য্যামী।

এইরূপে শ্রীভগবানের কৃপায় জীব যে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে, তাহার আর তুলনা নাই, আনুষঙ্গিকভাবে তাহার সংসার-যন্ত্রণাও চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভগবানের নিকট হইতে ভাগ্যবান্ জীব এত বড় একটা উপকার পাইয়া থাকে। এই উপকারের কোনওরূপ প্রতিদানই সম্ভবপর নহে। যদি বলা যায়, ভগবানের পরিচর্য্যাদিরূপ ভজনের দ্বারাইতো তাঁহার উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না। অন্যের কথাতো দূরে, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এবং সর্ব্বজ্ঞ এবং ভজন-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তাঁহারাও ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত উপকারের অনুরূপ ভজন করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা যদি ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ুঃও হয়েন এবং সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়াও নিপুণতার সহিত ভগবানের পরিচর্য্যাদিরূপ ভজন করেন, তাহা হইলেও ঐ উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান হইতে পারেনা; প্রতিদানতো দূরের কথা—ভগবচ্চরণে তাঁহারা আরও অধিকতর ঋণ জালেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কারণ, ভজনকালেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতররূপে পরমানন্দ দান করিতে থাকেন।

যাহাহউক, এই শ্লোকে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগুরুরূপে এবং ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে জীবকে কৃপা করেন; অধিকন্তু অন্তর্য্যামি-পরমাত্মারূপেও জীবকে শিক্ষা দান করেন।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ২০

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩০—৩৫)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎ-প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগা-কাঙ্ক্ষিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেষাং হৃদ্বৃত্তিস্বহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ কিন্তু মদেকদেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি। চক্রবর্ত্তী ॥২০॥

অথ অত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রং উপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতি-জানীতে জ্ঞানমিত্যাদি ষট্‌কম্। মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণম্। ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ ইত্যন্যো ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমম্। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন চৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতম্। তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্যবিঘ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞান-রহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। সুহৃদাবিব মিথঃ সংবর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোক। ২০। অন্বয়। সততযুক্তানাং (যাহারা আমাতে সতত আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (যাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করে) তেষাং (তাহাদিগের) তং বুদ্ধিযোগং (সেইরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (আমি প্রদান করি) যেন (যে বুদ্ধিযোগদ্বারা) তে (তাহারা) মাং উপযান্তি (আমাকে প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আমাতে সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন (করিতে পারেন)।২০।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায়। যেরূপে ভজন করিলে, বা যে উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্যামিরূপে চিত্তে তাহা স্ফুরিত করিয়া দেন; ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। সুতরাং অন্তর্য্যামিরূপেও যে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুর কাজ করেন, তাহা এই শ্লোকেও প্রমাণিত হইল।

শ্লোকে "অন্তর্য্যামী" শব্দটি নাই; তথাপি এই শ্লোকটি অন্তর্য্যামিপর কিরূপে হইল? "বুদ্ধিযোগ" শব্দের ধ্বনি হইতেই, ইহা যে অন্তর্য্যামীর কার্য্য তাহা বুঝা যাইতেছে। বুদ্ধির উদ্ভব চিত্তে; সুতরাং যিনি চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, অর্থাৎ যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই এই বুদ্ধি স্ফুরিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া। যে টাকা আমি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিনা, আমার গৃহস্থিত হইলেও সেই টাকাকে আমার টাকা বলা যায় না, ঐ টাকা আমি পাইয়াছি, একথাও ঠিক বলা যায় না। স্বত্ব জন্মিলেই প্রাপ্তি বলা চলে। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণে যদি আমার স্বরূপানুরূপ স্বত্ব বা সম্বন্ধ জন্মে, তাহা হইলেই আমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণে জীবের স্বরূপানুরূপ স্বত্ব কি? জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস; দাসের কর্ত্তব্য সেবা; প্রভুর নিকটে দাসের প্রাপ্যও সেবা; সুতরাং সেবাতেই দাসের স্বত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই কৃষ্ণদাস জীবের স্বত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিতেই জীবের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়।

শ্লোক। ২১। অন্বয়। যথা (যেমন) ভগবান্ (শ্রীভগবান্) ব্রহ্মণে উপদিশ্য (ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া) স্বয়ং অনুভাবিতবান্ (নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন):—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিজ্ঞানসমন্বিতং (অনুভবযুক্ত) পরমগুহ্যং (ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও রহস্যতম) যৎ মে জ্ঞানং (মদ্বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান) ময়া (আমাদ্বারা) গদিতং (কথিত সেই জ্ঞান) গৃহাণ (তুমি গ্রহণ কর) ; সরহস্যং (প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের সহিত) তদঙ্গঞ্চ (সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিরূপ সহায়কেও) গৃহাণ (গ্রহণ কর)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় ; যথা :—

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—ব্রহ্মন্ ! আমার সম্বন্ধে পরমগোপনীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে (কথায়, শব্দদ্বারা) বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ঐ জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভবও করাইয়া দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। তাহাতে যে রহস্য আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। আর ঐ জ্ঞানের যে যে সহায় আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। ২১।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে নিজের রূপ প্রকাশ করেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে নিজের অনুভব জন্মাইয়া দেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এইরূপ করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে। তারপর, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে কিরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা উপদিষ্ট বিষয় অনুভব করাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন।

জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন—ভগবানের নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মা তাহাই বহুকাল চিন্তা করিলেন ; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দৈববাণীতে "তপ, তপ" শব্দ শুনিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন ; তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন ; ব্রহ্মা আনন্দিত চিত্তে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সহিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলেন, বৈকুণ্ঠে সপরিকর শ্রীনারায়ণকেও দর্শন করিলেন। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন ; তখন ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" ইত্যাদি কয়েক শ্লোকে ব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীনারায়ণ বলিলেন—"ব্রহ্মন্ ! তুমি আমার সম্বন্ধে তত্ত্ব-জ্ঞান জানিতে চাহিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি, (ময়া গদিতং), তুমি তাহা গ্রহণ কর। ইহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, আমি না জানাইলেও ইহা অন্য কেহ জানিতে পারে না ; তাই আমিই তোমাকে বলিতেছি। (**ময়া গদিতং** শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য)। আরও একটী কথা। আমার এই তত্ত্বজ্ঞান-বস্তুটী **পরমগুহ্য**—অত্যন্ত গোপনীয় ; আমাকে জানিবার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি অনেক উপায় আছে বটে ; কিন্তু সকল উপায়ে আমার সম্পূর্ণতত্ত্ব জানা যায় না। জ্ঞানমার্গে যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার স্বরূপের সম্যক্ সন্ধান পায়েন না, আমার অঙ্গ-কান্তির সন্ধানমাত্র পাইয়া থাকেন। যোগমার্গে যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাও আমার এক অংশ-স্বরূপের সন্ধানমাত্র পাইতে পারেন, আমার সন্ধান পাইতে পারেন না। আমার স্বরূপটী একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জানা যায়। তাই অতি কম লোকেই আমার এই স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারেন ; এজন্যই বলিতেছি, তোমার নিকটে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিব, তাহা পরমগুহ্য।"

"আমি আমার তত্ত্ব প্রকাশ করিব কথায় ; সেই কথা তুমি শুনিবে মাত্র, শুনিয়া স্মরণ করিয়াও রাখিতে পার ; কিন্তু আমি যাহা বলিব, কেবল কানে শুনিয়াই তাহার কোনও ধারণা করিতে তুমি পারিবে না। ধারণা করিতে হইলে হৃদয়ে অনুভবের প্রয়োজন। তুমি নিজে নিজেও তাহা অনুভব করিতে পারিবে না—কেহই পারে না ; অন্তর্য্যামিরূপে আমি চিত্তে অনুভব করাইয়া না দিলে কেহই আমার তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। আমিই তোমার চিত্তে আমার কথিত তত্ত্ব-জ্ঞান অনুভব করাইয়া দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। (ইহাই **বিজ্ঞান-সমন্বিতং** শব্দের তাৎপর্য্য ; বিজ্ঞান—অনুভব। বিজ্ঞানসমন্বিত—অনুভবযুক্ত—জ্ঞান তুমি গ্রহণ কর)।"

"আমার সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের একটা রহস্যও আছে ; সেই রহস্যটীও তোমাকে বলিতেছি ; তুমি সেই সরহস্য জ্ঞান গ্রহণ কর। **রহস্য**—সারবস্তু ; যাহা না হইলে যে বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাই সেই বস্তুর রহস্য। প্রেমভক্তি

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। 　　তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবিভাবার্থং আশিষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহম্। যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি। গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ। কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ। যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে তবাস্তু। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্। বক্ষ্যতে চ চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি পুরা ময়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তম্। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মকতত্তদ্ যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্য-প্রেমোদয়াৎ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥২২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যতীত আমার তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুভব হয় না, স্বরূপের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না; তাই প্রেমভক্তিই আমার তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্য; যাঁহার প্রেমভক্তি আছে, আমার অনুগ্রহে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। এই প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের কথাও তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।"

"মদ্বিষয়ক তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের, কিম্বা ঐ তত্ত্ব-জ্ঞানোপলব্ধির হেতুভূত প্রেমভক্তি লাভের যে সকল উপায় বা সহায় আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারাই প্রেমভক্তির উন্মেষ হয়; সেই প্রেমভক্তির উন্মেষেই আমার কৃপায় আমার তত্ত্বের অনুভব হইতে পারে। তাই সাধন-ভক্তিকে তত্ত্ব-জ্ঞানের রহস্যরূপ প্রেমভক্তির **অঙ্গ** বা সহায় বলা হয়; প্রেমভক্তির সহায় বলিয়া ইহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানের সহায়ও বলা যায়। এই সহায়ের কথাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। (ইহাই **তদঙ্গঞ্চ** শব্দের তাৎপর্য্য। হস্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন দেহ-রক্ষার সহায়, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি প্রেমভক্তি-লাভের এবং তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সহায় বলিয়া সাধন-ভক্তিকে প্রেমভক্তির বা তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ বলা হইয়াছে)।"

শ্লো। ২২। অন্বয়। অহং (আমি) যাবান্ (যে পরিমাণবিশিষ্ট) যথাভাবঃ (যে লক্ষণবিশিষ্ট) যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ (যাদৃশ-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভব) মদনুগ্রহাৎ (আমার অনুগ্রহে) তে (তোমার) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম-চতুর্ভুজাদি আমার যে সকল রূপ আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি যে সকল গুণ আমার আছে, রূপানুযায়িনী যে সমস্ত লীলা আমার আছে, আমার অনুগ্রহে, সে সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্ব্বপ্রকারে হউক।২২।"

পূর্ব্ব-শ্লোকে বিজ্ঞান বা অনুভবের কথা বলা হইয়াছে; ব্রহ্মার হৃদয়ে কিরূপে ভগবান্ এই অনুভব জন্মাইলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অনুগ্রহ দ্বারা এই অনুভব জন্মাইলেন।

ভগবত্তত্ত্বের শব্দ-জ্ঞান হইল পরোক্ষ-বস্তু; আস্তিক্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই পরোক্ষ শব্দ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব হইল—ভগবৎ-স্বরূপের যথার্থ-সাক্ষাৎকার; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎকৃপায় সাক্ষাৎকাররূপ অনুভব সম্ভব হয়। প্রেমভক্তির আবির্ভাবে চিত্ত ভগবদনুভবের যোগ্যতা লাভ করে; কিন্তু কেবল সাধনভক্তি বা প্রেমভক্তি দ্বারাই ভগবদনুভব হয় না; অনুভব একমাত্র ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—"আমার অনুগ্রহে (মদনুগ্রহাৎ) আমার সম্বন্ধে তোমার যথার্থ অনুভব হউক।"

কোনও বস্তুর স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য না জানিলে সেই বস্তুর সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে বলা যায় না। ভগবত্তত্ত্বের সম্যক্ অনুভবের পক্ষেও ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনুভব একান্ত প্রয়োজনীয় তাই এই সকলের প্রত্যেক বিষয়েই যেন ব্রহ্মার হৃদয়ে অনুভব জন্মে, তজ্জন্য ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যং যৎ সদসৎ পরম্। | পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবাভিধেয়াদি চতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি অহমেবাসমিতি। অত্রাহংশব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এব উচ্যতে। ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিতি বক্তুমুপযুক্ততাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ সংপ্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহমগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব। বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতীয়াৎ অতো বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণম্। রাজাহসৌ প্রযাতীতিবৎ ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতি বোধ্যতে। তথাচ রাজপ্রশ্নঃ, স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ। মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয় ইতি। শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ, তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ। তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরেত ইতি। কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে। ন চ্যবন্তেঽপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"যথাভাবঃ" শব্দে স্বরূপ, "যাবান্" এবং "যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ" শব্দে শক্তির কার্য্য সূচিত হইতেছে; শক্তির কার্য্য দ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব এবং মহিমার উপলব্ধি হয়।

যাবানহং—স্বরূপতঃ আমি যেরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট; আমি বিভু, কি অণু, কি মধ্যমাকৃতি। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ বিভু বস্তু; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে গোপবেশ-বেণুকর-রূপেও তিনি বিভু।

যথাভাবঃ—ভাব অর্থ সত্তা; আমার যেরূপ সত্তা; আমি যে সচ্চিদনন্দ-স্বরূপ, আমি যে নিত্য, তাহা; আমার স্বরূপ-লক্ষণ। অথবা ভাব অর্থ অভিপ্রায়; আমার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা। অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য্য হয়; সুতরাং যথাভাব-শব্দে তটস্থ লক্ষণ বুঝাইতেছে। উভয় অর্থ একত্র করিলে, যথাভাব-শব্দে স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বুঝায়।

যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ—আমার যে রকম রূপ, যে রকম গুণ ও যে রকম কর্ম্ম। রূপ বলিতে শ্যামবর্ণাদি, দ্বিভুজ কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণাদি, রাম-নৃসিংহাদি স্বরূপ বুঝায়। গুণ বলিতে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ বুঝায়। কর্ম্ম বলিতে লীলা বুঝায়—গোবর্দ্ধন-ধারণাদি।

তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানং—যে যে প্রকারে আমার পরিমাণ, অভিপ্রায়, লক্ষণ, রূপ, গুণ, লীলাদি সম্যক্‌রূপে তোমার চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে, সেই সেই প্রকারে তোমার যাথার্থ্যানুভব হউক।

এই শ্লোকটী শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি; ইহাতে তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির কথা নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় তিনি যে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব নহেন, তাহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—সাধনভক্তি এবং প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের পরমান্তরঙ্গা কৃপাশক্তির বৃত্তিবিশেষ; এই শ্লোকের "অনুগ্রহ" শব্দদ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, কৃপা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ সাধনভক্তির ও প্রেমভক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যানুভবেরও তারতম্য হয়। প্রেমভক্তির পূর্ণতম বিকাশে, ব্রহ্মার উপদেষ্টা শ্রীনারায়ণ হইতেও সমধিক মাধুর্য্যময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের মাধুর্য্যানুভব হইতে পারে—ইহাই শ্রীনারায়ণ ইঙ্গিতে ব্রহ্মাকে জানাইলেন।

শ্লো ২৩। অন্বয়। অগ্রে (পূর্ব্বে) অহং (আমি) এব (ই) আসং (ছিলাম); অন্যৎ (অন্য) যৎ (যে) সৎ (স্থূল) অসৎ (সূক্ষ্ম) পরং (প্রধান) ন (ছিল না); পশ্চাৎ (পরেও) অহং (আমি), যৎ (যে) এতৎ (এই—দৃশ্যমানজগৎ) চ (এবং) যঃ (যাহা) অবশিষ্যেত (অবশিষ্ট থাকে) সঃ (তাহা) অহং (আমি) অস্মি (হই)।

অনুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম; অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান, তাহাও আমা হইতে পৃথক ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমি আছি; এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি; প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমি।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদ্ভক্ত্যা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ইতি অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্র-স্বরস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাসম্ভবে মায়ানিবৃত্তিঃ। তদুক্তং যদ্রূপগুণকর্ম্মক ইতি অতএব যদ্বা আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জনজ্ঞানগোচর-সৃষ্ট্যাদি-লক্ষণ-ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথাধুনাঽসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজসম্বন্ধিকার্য্যমেব নিষিধ্যতে নতু শয়নভোজনাদিকমপি ইতি তদ্বৎ। যদ্বা অস্ গতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্যমানৈর্ব্বিশেষৈরেভিরগ্রেপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকার-ব্রহ্মাদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকার-নিরাকার-বিষ্ণুলক্ষণকারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি নাপি সাকারেষ্বব্যাপ্তিঃ তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদীতি। ঐতরেয়ক-শ্রুতিশ্চ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি। এতেন প্রকৃতীক্ষণতোঽপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতম্। নন্বু ক্বচিন্নির্ব্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীদিতি শ্রূয়তে তত্রাহ সৎকার্য্যং অসৎ কারণং তয়োঃপরং যৎব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। ক্বচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষ-ব্যংপত্ত্যসময়ে সোঽয়মহমেব নির্ব্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রাকারেণ বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থা। এতেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ইত্যত্রোক্তং ভগবজ্-জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতং অতএবাস্য জ্ঞানস্য পরমগুহ্যত্বমুক্তম্। নন্বু সৃষ্টেরনন্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেঽন্তর্য্যাম্যাকারেণেতি শেষঃ। এতেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-হেতুরহেতুরস্যেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং নন্বু সর্ব্বত্র ঘটপটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু তদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্মামকমেবেত্যর্থঃ। অনেন যোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব। এতেন ভগবান্ একঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবো-পদিষ্টম্। তথা পূর্ব্বং সানুগ্রহ-প্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টম্। এবং নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বম্। সর্ব্বাকারাবয়বিভগবদাকার-নির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তরূপত্বজ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং সর্ব্বাশ্রয়তানির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্গুণত্বম্। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়োপ-লক্ষিত-বিবিধ-ক্রিয়াশ্রয়ত্বকথনেনালৌকিকানন্তকর্ম্মত্বজ্ঞাপনয়া যৎকর্ম্মত্বঞ্চ। ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৩॥

এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং আসং স্থিতঃ নান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎ সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং পরং তয়োঃ কারণং প্রধানং তস্যাপ্যন্তর্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদা আসমেব। কেবলং নচান্যদকরবম্। পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি। প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽপ্যহমেব। অনেন চানাদ্যনন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি। শ্রীধরস্বামী॥ ২৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব-শ্লোকে, আশীর্ব্বাদ দ্বারা ব্রহ্মাকে তত্ত্ব-জ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে নিজের স্বরূপ বলিতেছেন। **অগ্রে**—পূর্ব্বে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"পূর্ব্বে, সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে আমিই ছিলাম।" শ্রীনারায়ণ যেন তর্জ্জনীদ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া স্বীয় বিগ্রহ দেখাইয়াই ব্রহ্মাকে বলিলেন—'এই যে তোমার সাক্ষাতে আমার পরম-মনোহর শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ বিগ্রহ দেখিতেছ, যে বিগ্রহে আমি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিতেছি—এই বিগ্রহ-বিশিষ্ট আমিই মহাপ্রলয়ে ছিলাম।"

অন্যৎ—অন্য, শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয়। শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয় অন্য বস্তু কি? তাহাই বলিতেছেন—সৎ, অসৎ এবং পরং। **সৎ**—স্থূলজগৎ, যাহা চারিদিকে দেখা যাইতেছে। **অসৎ**—সূক্ষ্মজগৎ, পরিদৃশ্যমান জগতের স্থূলত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা। **পরং**—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান, জগতের উপাদানভূত সত্ত্ব-রজস্তমোরূপা প্রকৃতি। ইহারা জড়বস্তু আর শ্রীভগবান্ চিদ্‌বস্তু; তাই ইহারা শ্রীভগবান্ হইতে বিজাতীয় বস্তু।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাপ্রলয়ে এই সমস্তেরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না ; কারণ, মহাপ্রলয়ে স্থূলজগৎ সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্মজগৎ প্রধানে লীন থাকে ; আর প্রধানও তখন অন্তর্মুখতাবশতঃ ভগবানের সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে লীন থাকে ; সুতরাং মহাপ্রলয়ে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"মহাপ্রলয়ে কেবল আমিই ছিলাম ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ছিল না, এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থাও ছিল না এবং তাই জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও পৃথক ভাবে ছিল না, প্রকৃতি আমাতেই (আমার সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে) লীন ছিল—(শ্রীধরস্বামী)।"

শ্রুতি-স্মৃতিতেও এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। —ক্রমসন্দর্ভধৃতশ্রুতিবচন।" —সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেব বা নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। "ভগবানেক আসেদমিত্যাদি শ্রীভা-৩।৫।২৩॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি একা নারায়ণই ছিলেন, না তাঁহার পরিকরাদিও ছিলেন? মহাপ্রলয়ে নারায়ণ একাকী ছিলেন না—তিনি ছিলেন, তাঁহার পরিকরবর্গ ছিলেন, তাঁহার ধামও ছিল। কেবল নারায়ণ নহেন, অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবান্ যে যে স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, ধাম ও পরিকরের সহিত সে সমস্ত স্বরূপই মহাপ্রলয়েও বর্ত্তমান থাকেন ; কারণ, এই সমস্তই নিত্যবস্তু। শ্রুতি বলেন, শ্রীভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং শ্বেতা-৬।১৩॥" নিত্যবস্তু সমূহের মধ্যে তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহার নিত্যত্ব হইতেই অন্য নিত্যবস্তুর নিত্যত্ব।" এই শ্রুতিপ্রমাণে বুঝা যায়, নিত্যবস্তু অনেক। মহাপ্রলয়ে এইসকল নিত্যবস্তুর ধ্বংস হইতে পারেনা ; কারণ, ধ্বংস হইলেই তাঁহাদের নিত্যত্ব থাকেনা। ভগবানের ধাম, পরিকর, ভগবানের বিভিন্নস্বরূপ, বিভিন্নস্বরূপের ধাম ও পরিকর, বিভিন্ন ধামস্থিত লীলা সাধক দ্রব্যাদি—এই সমস্তই অসংখ্য নিত্যবস্তু। এই সমস্ত শ্রীভগবানের ও তাঁহার চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া নিত্য, ধ্বংসরহিত। মহাপ্রলয়ে কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরই ধ্বংস হয়, অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধামের ধ্বংস হয়না। কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজা একাকী আসেন নাই, সঙ্গে তাঁহার পরিকরাদিও আসিয়াছেন, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে ভগবান্ ছিলেন বলিলেও বুঝা যায়, ভগবান্ একাকী ছিলেন না, তাঁহার পরিকরাদিও ছিলেন, ধামাদিও ছিল। কারণ, ধাম ও পার্ষদাদি শ্রীভগবানেরই উপাঙ্গ। "বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণম্। রাজাঽসৌ প্রযাতীতিবৎ ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতি র্বোধ্যতে।—ক্রমসন্দর্ভ।" মহাপ্রলয়েও যে শ্রীভগবানের পার্ষদ-ভক্তগণের অস্তিত্ব থাকে, শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। "ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥—ক্রমসন্দর্ভধৃত কাশীখণ্ডবচন।"

"রাজা এখন আর কোনও কাজই করেন না," ইহা বলিলে যেমন বুঝা যায় যে, রাজা রাজ-সম্বন্ধি কার্য্যই করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় স্নান-ভোজন-শয়নাদিকার্য্য হইতে তিনি বিরত হয়েন নাই ; তদ্রূপ, এই শ্লোকে "আসমেব" ইত্যাদি বাক্যে, ব্রহ্মাদি-বহিরঙ্গজনের জ্ঞানগোচর সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অভাবই বুঝাইতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের স্বীয় অন্তরঙ্গ-লীলার অভাব বুঝাইতেছে না। "আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জন-জ্ঞানগোচর-সৃষ্ট্যাদিলক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ, নতুস্বান্তরঙ্গ-লীলায়া অপি। যথাঽধুনাসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজসম্বন্ধি-কার্য্যমেব নিষিধ্যতে, নতু শয়নভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ।"—ক্রমসন্দর্ভ।"

শ্রীভগবান্ যে স্বরূপতঃ সাকার—সবিশেষ, তিনি যে নিরাকার নহেন, তাহাও এই শ্লোকে সূচিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার হইলে তিনি কিরূপে বিভু—সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন? স্বরূপ-গত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার হইয়াও তিনি বিভু হইতে পারেন। বিভুত্ব ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম ; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না। অগ্নিনির্ব্বাপকত্ব জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম, তাই খুব গরমজলও অগ্নিনির্ব্বাপণে সমর্থ। তদ্রূপ, ভগবানের সকল স্বরূপেই তাঁহার স্বরূপগত-ধর্ম্ম বিভুত্ব আছে ; নর-বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান নরদেহেই সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের প্রত্যেকের ধামও সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। "প্রকৃতির পার—পরব্যোম-নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥ ১।৫।১১-১২॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ক্ষুদ্র মুখ-গহ্বরেই যশোদামাতাকে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃন্দাবনধামাদি দেখাইয়াছিলেন; মুখগহ্বর বিভু না হইলে ইহা সম্ভব হইত না। দ্বারকা-লীলায়, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে; শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ এবং তাঁহার পাদপীঠ বিভু না হইলে ইহা অসম্ভব হইত। ষোলক্রোশ বৃন্দাবনের এক অংশ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত; সেই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের সানুদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত নারায়ণ দেখাইলেন। গোবর্দ্ধনের সানুদেশ, এবং শ্রীবৃন্দাবন বিভু না হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

যাহাহউক, শ্রীভগবান্ বলিলেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, এই প্রাকৃত জগতাদি ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি—**পশ্চাদহং।** চিন্ময়ধামে সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেরূপ ছিলাম, সৃষ্টির পরেও সেইরূপই আছি—বৈকুণ্ঠে তোমার পরিদৃশ্যমান্ এই নারায়ণরূপে এবং অন্যান্য ভগবদ্ধামে তত্তদ্ধামোপযোগী স্বরূপে আছি, আর সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামিরূপে আছি, কখনও কখনও মৎস্যাদি-অবতাররূপেও থাকি। **পশ্চাৎ**—সৃষ্টির পরে।"

"**যদেতচ্চ**—আর সৃষ্টির পরে যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও আমিই; ব্যষ্টি-সমষ্টি বিরাটময় বিশ্ব সমস্তই আমি; কারণ, এই সমস্তই আমার শক্তি হইতে জাত। প্রকৃতি আমারই বহিরঙ্গা শক্তি; সেই প্রকৃতিতে আমিই (মহাবিষ্ণুরূপে) শক্তিসঞ্চার করিয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করি; সৃষ্ট জীবসমূহও স্বরূপতঃ আমারই তটস্থা শক্তির অংশ। সুতরাং বিশ্ব-প্রপঞ্চও—আমারই শক্তি হইতে জাত বলিয়া আমিই; আমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে।"

"**যোঽবশিষ্যেত**—আর মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই; তখনও আমি সপরিকরে, বিভিন্ন ধামে বিভিন্নরূপে লীলা করিতে থাকি। আর, কারণ-সমুদ্রের পরপারে যেস্থানে মায়িক-প্রপঞ্চ ছিল, মহাপ্রলয়ের পরেও সেস্থানে আমি নির্ব্বিশেষরূপে থাকি।"

এই শ্লোকে দেখান হইল, যেস্থানে যতকিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তই শ্রীভগবান্; শ্রীভগবান্ ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তুই কোথায়ও নাই; সুতরাং শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয়—সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য। আর তাঁহার এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-লীলারও বিরাম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই—সুতরাং তিনি এবং তাঁহার ধাম ও লীলা নিত্য, অনন্ত। এই সমস্ত লক্ষণে, শ্রীভগবান্ যে পূর্ণ, তাহাই দেখান হইল।

এই শ্লোকে দেখান হইল, শ্রীভগবান্ দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, কেন না সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি বর্ত্তমান থাকেন; সুতরাং তিনি নিত্য এবং বিভু বস্তু। পূর্ব্বশ্লোকে যে "যাবানহং" বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহা দেখাইলেন—তাঁহার পরিমাণ কিরূপ? তিনি দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য এবং বিভু বস্তু।

নান্যদ্যৎ সদসৎপরমিত্যাদি বাক্যে পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত যথাভাবত্ব—যেরূপ তাঁহার সত্তা, যেরূপে তিনি অবস্থান করেন, তাহা দেখাইলেন। কেহ কেহ এস্থলে "পরং" শব্দের "ব্রহ্ম" অর্থ করেন। সৎ—কার্য্য; অসৎ—কারণ; পরং—কার্য্য ও কারণের অতীত ব্রহ্ম। এরূপস্থলে অন্বয় হইবে এইরূপ—যৎ সৎ অসৎ পরং (তৎ) ন অন্যৎ। "কর্ম্ম, কারণ এবং কার্য্যকারণের অতীত যে ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ), তাহাও আমা হইতে অন্য (পৃথক্ বা স্বতন্ত্র) নহে।"

জগতের কারণ প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন; কারণেরই অবস্থাবিশেষ কার্য্য; কারণ তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া কার্য্যও তাঁহা হইতে অভিন্ন; এইরূপে, সৎ ও অসৎ তাঁহা হইতে যে পৃথক্ নহে, তাহা বুঝা গেল। মহাপ্রলয়ে সৎ ও অসৎ সমস্তই অন্তর্মুখতাবশতঃ তাঁহাতে লীন থাকে; প্রাকৃত প্রপঞ্চে তখন সবিশেষ বস্তু কিছুই থাকেনা; কিন্তু প্রপঞ্চে তখনও তিনি থাকেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে; আর বৈকুণ্ঠাদিতে থাকেন সবিশেষ ভগবদ্রূপে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সকলস্থানে তিনিই থাকেন, ইহাই জানাইলেন। ইহাদ্বারা তিনি যে "সর্ব্বগ, অনন্ত,

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। | তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ ঋতেঽর্থমিত্যাদিনা। অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত। মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। তচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তি ইত্যর্থঃ। তথালক্ষণো বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। তত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষণ তদীয় রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ। তস্যাস্য দ্ব্যাত্মকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈধেন লভ্যতে। তত্র জীবমায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নসম্ভাবনাং নিরস্যতি যথাভাস ইতি। আভাসো জ্যোতির্ব্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিত-প্রদেশে কশ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ, স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাপীত্যর্থঃ। অনেন প্রতিচ্ছবিপর্য্যায়াভাসধর্ম্মত্বেন তস্যামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্। অতস্তৎকার্য্যস্যাপ্যাভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ। আভাসশ্চ নিরোধশ্চ ইত্যাদৌ। স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্বচাকচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি, তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্তেনৈব দ্রষ্টুর্নেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ্ ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি, তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি, সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি। কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্ত্বাদিগুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ॥ তথাচায়ুর্ব্বেদবিদঃ জগদ্‌যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ। পুংসোঽস্তি প্রকৃতি র্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥ অচেতনাপি চৈতন্য-যোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিমিতি॥ তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া উপাদানাংশে গুণমায়েত্যগ্রেঽপি বিবেচনীয়ম্। অথৈবং সিদ্ধং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথা তম ইতি। তমঃশব্দেনাত্র পূর্ব্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূল-জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদয়মপীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথগ্‌দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। তত্রাভাস-দৃষ্টান্তোব্যাখ্যাতঃ, তমোদৃষ্টান্তশ্চ যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্ব্বিনা চ ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ-প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি তথেয়মপীতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চাংশদ্বয়ং প্রবৃত্তিভেদেনৈবোহ্যং নতু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তন-দৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্ব্বস্যা আভাসপর্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন ক্বচিৎপ্রয়োগঃ। উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব চেতি। যথা, সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ ইত্যত্র। যথাচ, ক্বাহং তমোমহদহমিত্যাদৌ। পূর্ব্বত্রাবিদ্যাখ্যনিমিত্তশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীব-বিষয়-কত্বেন জীবমায়াত্বম্। উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্‌গুণময়মহদাদ্যুপাদানশক্তিবৃত্তিকত্বম্ তদ্‌গুণমায়াত্বম্। তথা সসর্জ্জেত্যাদৌ ছায়াশক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধ-মোক্ষকরী

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভু" এবং তিনি যে ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা—ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং—ইহা জানাইলেন। এইরূপ অর্থেও যথাভাবত্বই সূচিত হইল।

"অহমেব" ইত্যাদি বাক্যে নিজের চতুর্ভুজত্বাদি দেখাইয়া পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "যদ্রূপত্ব", সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও অনন্তবিচিত্র গুণ দেখাইয়া "যদ্‌গুণত্ব" এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া "যৎকর্ম্মত্ব" দেখাইলেন।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অর্থং (পরমার্থ-বস্তু) ঋতে (বিনা) যৎ (যাহা) প্রতীয়েত (প্রতীত হয়), (যৎ) (যাহা) আত্মনি চ (নিজের মধ্যে, বা স্বতঃ) ন প্রতীয়েত (প্রতীত হয় না), তৎ (তাহাকে) আত্মনঃ (আমার) মায়াং (মায়া) বিদ্যাৎ (জানিবে); যথা (যেমন) আভাসঃ (জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ), যথা (যেমন) তমঃ (অন্ধকার)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরমার্থ-বস্তু আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয়না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদশ্চ শ্রূয়তে। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তুতৌ, ইতি স্তুবন্তস্তে দেবা তেজোমণ্ডলসংস্থিতম্। দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্ত-দিগন্তরম্॥ তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীম্। অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈরিত্যাদি॥ উত্তরস্যাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে, অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়মিতি। বিদ্যাদিতি প্রথমপুরুষনির্দ্দেশস্য অয়ং ভাবঃ, অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশঃ, ত্বন্তু মদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মামনুভবেদেতি ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্যায়ং ভাবঃ। শব্দেন নির্দ্ধারিতস্যাপি মৎস্বরূপাদের্মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি ততস্তদর্থং মায়াত্যজনমেব কর্ত্তব্যমিতি। এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে। ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রয়ত্ব-ব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার। ২৪।

এই শ্লোকে বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির স্বরূপ বলা হইতেছে। **অর্থং**—পরমার্থভূত-বস্তু শ্রীভগবান্। **আত্মনি**—মায়ার নিজের আত্মায়; নিজে নিজে; স্বতঃ; পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত আপনা-আপনি। **আত্মনঃ**—ভগবানের।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ব্রহ্মন্! আমিই পরমার্থভূত-বস্তু; আমার মায়াশক্তির লক্ষণ বলিতেছি শুন। প্রথম লক্ষণ এই যে, আমা ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয়; অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই মায়ার প্রতীতি হয়।" ভগবানের প্রতীতি বলিতে ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি বুঝায়; অথবা, **প্রতীতি**—প্রতি+ই+ক্তি; প্রতিগমন; উন্মুখতা। ভগবানের প্রতীতি—ভগবদুন্মুখতা। আর মায়ার প্রতীতি—মায়ার প্রতি উন্মুখতা; মায়ার কার্য্যসমূহকে সত্য বলিয়া মনে করা। ভগবদুপলব্ধি না হইলেই, অথবা ভগবদুন্মুখতা না জন্মিলেই যাহার কার্য্যকে বা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই মায়া। এই লক্ষণে ইহাই সূচিত হইল যে, যাহারা ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কিম্বা যাহারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ, তাহারাই মায়াকে বা মায়ার কার্য্যকে সত্য বলিয়া মনে করে। আরও সূচিত হইতেছে যে, ভগবৎ-প্রতীতি হইলে মায়ার প্রতীতি হয় না। ভগবদনুভব যাঁহাদের আছে, কিম্বা যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মায়ার কার্য্য বা মায়া মিথ্যা, অনিত্য; তাঁহারা কখনও মায়ার প্রতি উন্মুখ হন না, মায়িক সুখভোগাদিতে তাঁহারা প্রলুব্ধ হয়েন না। ইহাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি। "মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮॥" ভগবানের বাহিরে বলিতে ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের (চিন্ময় ভগবদ্ রাজ্যের) বাহিরেই বুঝিতে হইবে; কারণ, বিভুবস্তুর বহির্ভাগ কল্পনাতীত।

শ্রীভগবান্ মায়ার আর একটী লক্ষণ বলিলেনঃ—"যৎ **আত্মনি চ ন প্রতীয়েত**—যাহা আপনা-আপনি প্রতীত হয় না, আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই।" যদিও ভগবৎ-প্রতীতি না হইলেই মায়ার প্রতীতি হয়, তথাপি মায়া সর্ব্বদাই ভগবৎ-আশ্রয়ে অবস্থিত; ভগবদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মায়া যে ভগবানের শক্তি, তাহাই ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল; কারণ, শক্তিই শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব-লক্ষণে বলা হইয়াছে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি; সুতরাং মায়া যে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মায়ার এই দুইটী লক্ষণকে আরও পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যথা আভাসঃ, যথা তমঃ। **আভাস**—উচ্ছলিত-প্রতিচ্ছবি-বিশেষ; যেমন—আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস। সূর্য্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য্য হইতে দূরে প্রকাশমান—সূর্য্যের বহির্ভাগেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবস্থিত থাকে; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে। তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগে থাকে; ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান—পরব্যোমাদি চিন্ময় রাজ্য; আর মায়ার অভিব্যক্তি-স্থান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়া কিরণজাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না (যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, কি রাত্রিতে); তদ্রূপ মায়াও শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়; শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার অভিব্যক্তি, আর ভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে), তখন মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৪।" তারপর অপর দৃষ্টান্ত—যথা তমঃ। **তমঃ**—অন্ধকার। অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগে, আলোক হইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সেই স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না; তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ নাই (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়তে)। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক), সেস্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও, জ্যোতিঃব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃ দ্বারা; চক্ষুঃ জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি, জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ, শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়া নিজেকে নিজে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। "যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্। ভগবৎসন্দর্ভ। ১৮॥" ইহা গেল শ্লোকস্থ "ন প্রতীয়েত চাত্মনি" অংশের দৃষ্টান্ত।

মায়া-শক্তির দুইটী বৃত্তি—**জীবমায়া** ও **গুণমায়া**। মায়াশক্তির যে বৃত্তি, বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি জন্মায়, তাহার নাম জীবমায়া। আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ যে প্রধান, যাহা জগতের (গৌণ) উপাদান কারণ—তাহাকে বলে গুণমায়া; মায়ার এই দুইটী বৃত্তিকে পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ আভাস ও তমঃ এর দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায়। আভাসের দৃষ্টান্তে জীবমায়া এবং তমঃ এর দৃষ্টান্তে গুণমায়া বুঝাইয়াছেন।

পৃথিবীস্থ জলে আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই প্রতীত হয়, তদ্রূপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্দ্দেশেই প্রতীত হয় (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার সূর্য্যের কিরণ-প্রকাশ ব্যতীত যেমন প্রতিচ্ছবির প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ, শ্রীভগবানের (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ ব্যতীতও জীবমায়ার প্রতীতি হয় না—প্রতিচ্ছবি যেমন আপনা-আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবমায়াও শ্রীভগবানের আশ্রয় বা শক্তি ব্যতীত আপনা-আপনি অভিব্যক্ত হইতে পারে না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)।

এই প্রতিচ্ছবিটী উজ্জ্বল, চাকচিক্যময়। অপলক-দৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়; আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ঐ প্রতিচ্ছবিতে নীল, পীত, লোহিতাদি নানাবর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণ-চ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, যেন ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া (বর্ণ-শাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকার-রূপে পরিণত হইয়াছে; এই অন্ধকারের মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে নীল, পীতাদি বিবিধ বর্ণের রেখা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বিবিধ বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয়; তদ্রূপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহির্ম্মুখ

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। | প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তস্যৈব প্রেম্ণো রহস্যত্বং বোধয়তি যথা মহান্তীতি। যথা মহান্তিভূতানি ভূতেষ্বপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপ্যন্তু-প্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি তথা। লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপি অহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেযু প্রণতজনেযু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোঽহং ভামি। তত্রমহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্য তু প্রকাশ-ভেদেনেতি ভেদোঽপি প্রবেশা-প্রবেশসাম্যেন দৃষ্টান্তঃ তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নামরহস্যমিতি সূচিতম্। তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়; এবং সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপা গুণমায়া,—এবং কখনও বা পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদিগুণও—নানারূপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, পরন্তু আকাশস্থ সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রূপ জীবমায়ার শক্তি—যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও—জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত।

তারপর তমঃ বা অন্ধকারের দৃষ্টান্ত। শ্লোকস্থ তমঃ শব্দে প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় (বর্ণ-শাবল্যময়) অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; গুণমায়া এই বর্ণ-শাবল্যময় অন্ধকারাবস্থার অনুরূপ। এই অন্ধকার, আকাশস্থ সূর্য্যে নাই; সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই ইহার অবস্থিতি; তদ্রূপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার বহির্দ্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন প্রতিচ্ছবি জন্মেনা, সুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণ-শাবল্যময় অন্ধকারেরও প্রতীতি হয় না; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তি বিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত,—শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না; স্বতঃ-পরিণাম-প্রাপ্তির শক্তি গুণমায়ার নাই।

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মার নিকটে নিজের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীভগবান্ মায়ার স্বরূপ বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামিচরণ বলেন "তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ।"—ব্যতিরেকমুখে নিজের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই মায়ার লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কিরূপ হয়েন, তাহা তিনি পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন। তিনি কিরূপ নহেন, তাহাই এই শ্লোকে বলিলেন; ইহাই ব্যতিরেকমুখে নিজের স্বরূপ-প্রকাশ। এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তিনি মায়া নহেন।

অথবা, স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্যের পরিচয়েই স্বরূপ-তত্ত্বের যথার্থ পরিচয়। পূর্ব্বশ্লোকে স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন; ধাম-পরিকরাদির নিত্যত্ব জানাইয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিকার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্লোকে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় দিলেন।

অথবা, পূর্ব্বে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের যে রহস্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক ভাবেই মায়ার লক্ষণ বলিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য হইল প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি হইল ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া এখন এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আশ্রয়ে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। যথা (যেরূপ) মহান্তি (মহা) ভূতানি (ভূতসকল) উচ্চাবচেষু (সর্ব্ববিধ) ভূতেষু (প্রাণিসমূহে) অপ্রবিষ্টানি (অপ্রবিষ্ট, বহিঃস্থিত) অনুপ্রবিষ্টানি (অনুপ্রবিষ্ট, মধ্যে প্রবিষ্ট), তথা (তদ্রূপ) তেষু (সেই) নতেষু (প্রণতগণের মধ্যে) অহং (আমি)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। তংশ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি॥ অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনচ্ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ। যদ্বা তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চ ভান্তি, তথা ভক্তেষ্বপ্যহমন্তর্মনোবৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ বিস্ফুরামীতি ভক্তেষু সর্ব্বথানন্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তম্। ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ। ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিরিতি॥ যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণায়মর্থোঽপলপনীয়ঃ স্যাত্তথাপ্যস্মিন্নেবার্থে তাৎপর্য্যং প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদনুক্রমগত্বাচ্চ। কিঞ্চ অস্মিন্নর্থে ন তেন্বিতি ছিন্নপদং ব্যর্থং স্যাৎ। দৃষ্টান্তস্যৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ। অপিচ রহস্যং নাম হ্যেতদেব যৎ পরমদুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীনজনদৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে যথা চিন্তামণেঃ সংপুটাদিনা। অতএব পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং চ মম প্রিয়মিতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্। তদেব চ পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি তস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারং মহত্ত্বং চ মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদৌ, মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদৌ, ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীত্যাদৌ চ বহুত্র ব্যক্তম্। স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যামর্জ্জুনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতং, সর্ব্বং গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ ইত্যাদিনা, সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনাচ, ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং ব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতম্। ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্। সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু। যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সংকল্প্য বর্ণয়েতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যেরূপ মহাভূত-সকল সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই। ২৫।

উচ্চাবচ—সর্ব্বপ্রকার। **নত**—প্রণত, ভগবচ্চরণে প্রণত; ভক্ত। **নতেষু**—ভক্তগণের মধ্যে।

মহাভূত—–-ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (শূন্য) ইহাদিগকে মহাভূত বলে। প্রাণিসমূহের দেহাদি এই পঞ্চ-মহাভূতে গঠিত; সুতরাং এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহে **অনুপ্রবিষ্ট।** আবার এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহের বাহিরে, জল, বায়ু-আদি রূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণিসমূহের দেহে প্রবিষ্টও নয়। এইরূপে এই পঞ্চ মহাভূত প্রাণিসমূহের ভিতরে ও বাহিরে, উভয় স্থানেই অবস্থিত। শ্রীভগবানের ভক্ত যাঁহারা, শ্রীভগবান্ তাঁহাদেরও ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হয়েন; তিনি ভক্তদিগের চিত্তে স্ফুরিত হয়েন—তাঁহাদের অন্তঃকরণে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত; তখন তিনি ভক্তদের মধ্যে **অনুপ্রবিষ্ট।** আবার বাহিরেও ভক্তদের দর্শনানন্দ বিধানের নিমিত্ত স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় স্বরূপ প্রকটিত করেন; তখন এই স্বরূপে তিনি ভক্তদের মধ্যে **অপ্রবিষ্ট।** পঞ্চমহাভূত দেহাদির উপাদানরূপে যেমন জীবের দেহে প্রবিষ্ট, আবার জল-বায়ু আদি বহিঃপদার্থরূপে অপ্রবিষ্ট; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও যে স্বরূপে ভক্তদের চিত্তে স্ফুরিত হয়েন, সেই স্বরূপে ভক্তদের মধ্যে প্রবিষ্ট, আর যে স্বরূপে বাহিরে প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের দর্শনানন্দাদি বিধান করেন, সেই স্বরূপে ভক্তদের মধ্যে অপ্রবিষ্ট।

শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন; আবার নিজ স্বরূপে স্বীয় ধামে (সুতরাং প্রাণিসকলের বহির্ভাগেও) আছেন। সুতরাং তিনি, যে কেবল ভক্তগণেরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন, তাহা নহে; পরন্তু সকল প্রাণীরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন। তথাপি, এই শ্লোকে ভক্তগণের (নতেষু) ভিতরে এবং বাহিরে আছেন বলা হইল কেন?

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং রহস্যপর্য্যন্তস্যসাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি এতাবদেবেতি। আত্মনো মম ভগবত তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিং তৎ যদেকমেব বস্তু অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ ইতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা এতাবানেব লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ইত্যাদি। মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেন যথা, মুখবাহূরুপাদেভ্য ইত্যাদি ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তীত্যাদি। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া ইত্যাদি। যাবজ্জনো ভবতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্ত ইত্যাদি চ কুত্র কুত্রোপপদ্যতে সর্ব্বত্র শাস্ত্রকর্ত্তৃদেশ-কারণ-দ্রব্য-ক্রিয়া-কার্য্য-ফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র সমস্তশাস্ত্রেষু যথা স্কান্দে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পঞ্চভূতের উদাহরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। জলবায়ু প্রভৃতি ভূত সকল যে প্রাণিগণের দেহের মধ্যে আছে, তাহা প্রাণিসকল অনুভব করিতে পারে; বাহিরের জলবায়ু প্রভৃতিকেও তাহারা অনুভব করিতে পারে। সুতরাং প্রাণিসকল ভিতরে ও বাহিরে—উভয় স্থানেই পঞ্চ ভূতকে অনুভব করিতে পারে। প্রাণিসকলের ভিতরে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ আছেন, তাহা সকল জীব অনুভব করিতে পারে না; আর তাহাদের বাহিরে যে স্বরূপে ভগবান্ আছেন, সেই স্বরূপের অনুভবও তাহারা করিতে পারে না; কারণ, সেই স্বরূপ আছেন ভগবদ্ধামে। সুতরাং প্রাণিসাধারণ ভিতরে ও বাহিরে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং পঞ্চ-মহাভূতের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা ভিতরে—অন্তঃকরণে এবং বাহিরে, উভয় স্থানেই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব—কেবল অস্তিত্ব মাত্র নহে, ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির অনুভব ও উপভোগ করিতে পারেন; সুতরাং পঞ্চমহাভূতের দৃষ্টান্ত, শ্রীভগবানের পক্ষে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই খাটে। তাই শ্লোকে "নতেষু" শব্দে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবদস্তিত্বের আরও অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, অন্য জীবের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ থাকেন, আসঙ্গরহিত—নির্লিপ্ত—ভাবে; কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে তিনি আসঙ্গ-রহিত ভাবে থাকেন না। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম;" বিশ্রামাগারে লোক যেমন আনন্দ উপভোগই করেন, ভক্তের হৃদয়েও ভগবান্ কেবল আনন্দ-উপভোগই করেন; ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তিনি নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন এবং স্বীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির অনুভব করাইয়া ভক্তকেও তিনি আনন্দিত করেন। ভক্তদের বহির্ভাগে যখন তিনি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তখনও তাঁহার ঐ অবস্থা। ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত এবং স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া ভক্তকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত আছেন—ভক্তের হৃদয়ে যে স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই স্বরূপেও উৎকণ্ঠিত থাকেন; আর, ভক্তের বাহিরে যে স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই স্বরূপেও উৎকণ্ঠিত থাকেন। ভক্তব্যতিরিক্ত জীবের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের এইরূপ অবস্থা নহে। শ্রীভগবান্, যে ভক্তপ্রেমের অধীন, তিনি যে প্রেমবশ, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল। পূর্ব্বে এইশ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞানের রহস্যের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই রহস্যটাই ব্যক্ত করিলেন। প্রেমভক্তিই এই রহস্য; প্রেমভক্তির প্রভাবে স্বতন্ত্র ভগবান্ও প্রেমিক ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; তাঁহাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ভগবান্ নিজেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন; ইহাই প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব রহস্য।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধি-নিষেধদ্বারা) যৎ (যাহা) সর্ব্বদা (সকল সময়ে) সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) স্যাৎ (বিদ্যমান থাকে), এতাবৎ (তদ্বিষয়) এব (ই) আত্মনঃ (আমার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিদ্বারা) জিজ্ঞাস্যং (জিজ্ঞাসার যোগ্য)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ব্রহ্মনারদসংবাদে। সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতমিতি। তত্রাপ্যন্বয়েন যথা, ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎস্ন্যেনেত্যাদি। তথা পাদ্মে, স্কান্দে, লৈঙ্গেচ। আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি॥ ব্যতিরেকেণোদাহরণম্। পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিত্যাদিকং সর্ব্বত্রাবগন্তব্যম্। তচ্চান্তে দর্শয়িষ্যতে একাদশে চ। শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষত ইতি। সর্ব্বকর্ত্তৃষু যথা। তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ইতি। গারুড়েচ, কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাম্। ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণামিতি। তত্রৈব সদাচারে দুরাচারে। জ্ঞানিন্যজ্ঞানিনি। বিরক্তে রাগিণি। মুমুক্ষৌ মুক্তে। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে। তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে তস্মিন্নিত্যপার্ষদেচ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ব্বত্রিকতা। তত্র সদাচারে দুরাচারে চ যথা। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতোহি সঃ ইতি। সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থ। জ্ঞানিন্য-জ্ঞানিনি চ। জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদি। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃত ইতি। বিরক্তে রাগিণি চ বাধ্য-মানোঽপি মদ্‌ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইতি। আরাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। মুমুক্ষৌ মুক্তেচ, মুমুক্ষবো ঘোররূপানিত্যাদি, আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যাদি। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ। কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণা ইত্যাদি, ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণ-বাগ্র্য ইতি চ। ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে, মৎসেবয়া প্রতীতং তে ইত্যাদি। নিত্যপার্ষদে বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃ-তাস্বিত্যাদি। সর্ব্বেষু বর্ষেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ। সিদ্ধৈরেভিঃ সর্ব্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বেষু করণেষু যথা। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরে বাঙ্‌মনসাঽ-গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি। এবংভূতবচনে হি অস্তু তাবদ্ বহিরিন্দ্রিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। বিধি ও নিষেধ দ্বারা যাহা সকল সময়ে সকল স্থানেই বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু-ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবেন। ২৬।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—শ্রীভগবানের যাথার্থ্য অনুভব করিতে ইচ্ছুক। "তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা—ক্রমসন্দর্ভঃ।" ভগবানের যথার্থ অনুভব বলিতে কি বুঝায়? একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন যেন, একটী সুন্দর পাকা আম আমার সম্মুখে আছে; আমি আমটী দেখিলাম, হয়তো দেখিয়া একটু তৃপ্তিও পাইলাম; ইহাও আমের এক রকম অনুভব—আমের সত্ত্বার অনুভব; কিন্তু ইহা আমের যথার্থ অনুভব নহে; আম সম্বন্ধে অনুভব করিবার আরও অনেক বাকী রহিয়া গেল। তারপর আমটী তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম, সুগন্ধ নাকে গেল; বুঝা গেল আমটী মিষ্ট; ইহাও এক রকম অনুভব; এই অনুভব, সত্ত্বার অনুভব হইতে প্রশস্ত; এই অনুভবে আমের সত্ত্বার অনুভবতো হয়ই, অধিকন্তু তাহার সুগন্ধের অনুভবও হয় এবং মিষ্টত্বের অনুমানও জন্মে; কিন্তু মিষ্টত্বের অনুভব ইহাতে জন্মে না। আমটী মুখে দিলাম—বুঝিলাম, ইহা কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ সুস্বাদ। ইহাও এক রকমের অনুভব—ইহাতে সত্ত্বার অনুভব আছে, সুগন্ধের অনুভব আছে, অধিকন্তু মিষ্টত্বের বা রসের অনুভব আছে; ইহাই আমের যথার্থ অনুভব। শ্রীভগবানের অনুভবও তদ্রূপ অনেক রকমের হইতে পারে; কিন্তু সকল রকমের অনুভব যথার্থ-অনুভব নহে। কেহ হয়তো ভগবানের সত্ত্বামাত্র অনুভব করেন; ইহাও অনুভব বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব নহে; কারণ, সত্ত্বার অতিরিক্ত বস্তুও ভগবানে আছে। আবার কেহ হয়তো হৃদয়ে ভগবানের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, তাহাতে অতুলনীয় আনন্দও অনুভব করেন। ইহাও এক রকমের অনুভব—ইহা সত্ত্বামাত্রের অনুভব অপেক্ষা প্রশস্ত; কারণ, ইহাতে সত্ত্বার অনুভব তো আছেই, অধিকন্তু তাঁহার রূপের অনুভবও আছে এবং রূপাস্বাদন-জনিত আনন্দের অনুভবও

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বদ্রব্যেষু যথা, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ইত্যাদি। সর্ব্বক্রিয়াসু যথা, শ্রুতোঽনুপঠিতোধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হীতি। যৎকরোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি। এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপি অজামিল-মূষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ। সর্ব্বেষু কার্য্যেষু যথা। যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। নূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতমিতি। সর্ব্বফলেষু যথা। অকামঃ সর্ব্বকামো বা ইত্যাদি। তথা, যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন ইত্যাদি বাক্যেন হরিপরিচর্য্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্ব্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব ভবতীত্যতোঽপি সার্ব্বত্রিকতাপি। যথোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে। অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিরিতি। এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে যস্মাদ্ গবাদিকাৎ পয়-আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে, যস্মিন্ দেশাদৌ কুঞ্জে বা কশ্চিদ্ ভক্তিমনুতিষ্ঠতি তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যত ইতি কারকগতাপি এবং সার্ব্বত্রিকত্বং সাধিতম্। সদাতনত্বমপ্যাহ সর্ব্বদেতি। তত্র সর্গাদৌ যথা। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতেত্যাদি। সর্গমধ্যেতু বহুত্রৈব চতুর্ব্বিধপ্রলয়েষ্বপি। তত্রেমং ক উপাসীরন্নিতি বিদুরপ্রশ্নে। সর্ব্বেষু যুগেষু। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ইতি। কিং বহুনা সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যত ইত্যপি বৈষ্ণবে। সর্ব্বাবস্থাস্বপি গর্ব্ভে শ্রীনারদকারিতশ্রবণেন শ্রীপ্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্। বাল্যে শ্রীধ্রুবাদিষু। যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু। বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদিষু। মরণে অজামিলাদিষু। স্বর্গগতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু। নারকিতায়ামপি, যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুরিতি নৃসিংহপুরাণে। অতএবোক্তং দুর্ব্বাসসা মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকেঽপীতি। তথা এতন্নির্বিদ্যমানানামিত্যাদাবপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে; কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে; শ্রীভগবানের অনুভব-লাভে আরও অনেক জিনিস আছে। কেহ হয়তো ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, ভিতরে এবং বাহিরে তাঁহার দর্শন পায়েন, দর্শন-জনিত আনন্দও পায়েন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলাদিও দেখেন, দেখিয়া গৌরব-মিশ্রিত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাও এক রকমের অনুভব; পূর্ব্বোক্ত দুই রকমের অনুভব হইতে এইরূপ অনুভব প্রশস্তও বটে; কারণ, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত অনুভবদ্বয়ের বিষয়ও আছে, অধিকন্তু বাহিরে দর্শন এবং ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার অনুভবও আছে। কিন্তু ইহাও যথার্থ-অনুভব নহে। ভগবদনুভবের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী হইতেছে—শ্রীভগবত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের অনুভব—ভগবত্তার সার যাহা, তাহার অনুভবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার (২।২১।৯২)", সুতরাং রসাস্বাদনেই যেমন আমের যথার্থ-অনুভব, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের আস্বাদনই ভগবদনুভবের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাঁহার যথার্থ-অনুভব। এইরূপে ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাত্মিকা-লীলায় তাঁহার যে মাধুর্য্যের অনুভব, তাহাই যথার্থ-ভগবদনুভব। এই অনুভব যিনি লাভ করিতে-ইচ্ছুক, এই অনুভব-লাভের উপায়টী যিনি জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেই বলে ভগবানের যথার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু।

জিজ্ঞাসু—জিজ্ঞাসার যোগ্য। জগতে জিজ্ঞাসার বিষয় অনেক আছে। অভাব-বোধ হইতেই জিজ্ঞাসার উৎপত্তি। আমাদের অভাবও যেমন অনেক, আমাদের জিজ্ঞাসাও তেমনি অনেক। অনেকের নিকটেই আমরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, উত্তরও পাই; উত্তর-অনুরূপ কাজও করিয়া থাকি; কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের অবসান হয় না; এক জিজ্ঞাসার ফলে এক অভাব হয়তো ঘুচিয়া যায়; কিন্তু আরও শত অভাব উপস্থিত হইয়া শত জিজ্ঞাসার সূচনা করে। অভাব না ঘুচিলে জিজ্ঞাসা ঘুচিতে পারে না। যে জিজ্ঞাসায় সমস্ত অভাব ঘুচিতে পারে, হৃদয় পূর্ণতায় ভরিয়া যাইতে পারে, তাহাই মুখ্য জিজ্ঞাসা। কিন্তু সকল অভাব কিসে ঘুচিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদের অভাব-বোধের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের যত রকম অভাব আছে,

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সর্ব্বাবস্থোদাহৃতি অথ তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানিচ কিয়ন্তি দর্শ্যন্তে। পারং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমমিতি। কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈরিতি। কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়-সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ইতি গারুড়-বৃহন্নারদীয়-পাদ্মবচনানি। তথা, তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ। ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতা স্তদাশ্রয়াঃ। ন যজ্ঞেশমথা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন জাতু সেব্যতাম্॥ যয়া চ আনম্য কিরীটকোটিভিরিত্যাদি: সাযুজ্যসার্ষ্টি-সালোক্যসামীপ্যেত্যাদি॥ ন দানং ন তপো নেজ্যা ইত্যাদি। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতমিত্যাদি। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিত্যাদয়ঃ অথ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যত্নপপদ্যত ইত্যত্র স্মর্ত্তব্যং সততং বিষ্ণুরিত্যাদি। সাকল্যেঽপি যথা। ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা ইতুপক্রম্য তদুপসংহারে তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণামিতি। নৃণাং জীবানামিতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয় ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি যৎ কর্ম্ম তৎসন্ন্যাস-ভোগশরীরপ্রাপ্ত্যবধি। যোগঃ সিদ্ধ্যবধি। জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তত্তদ্‌যোগ্যতাদিকানি চ সর্ব্বাণি। এবংভূতেষু কর্ম্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা চ জ্ঞেয়া। হরিভক্তিস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাত্তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তং অতো রহস্যস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি। তথাপ্যাত্মবিদ্যয়ৈবান্যার্থসংগোপনাদসৌ সাধনভক্তিরপি ক্বচিদ্‌বাহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদিসাধনং স্যাদিতি গম্যতে। তত্রেয়ং প্রক্রিয়া সাধনভক্তেঃ সার্ব্বত্রিকত্বাৎ সনাতনত্বাচ্চ প্রথমং সা গুরোর্গ্রাহ্যা। ততস্তদনুষ্ঠানাদ্‌বাহ্যসাধনং বৈরাগ্যপুরঃসরতা-শীলমাত্মজ্ঞানমানুষঙ্গিকং ভবতি। ততো ভূয়শ্চ তথাভূতত্বাদ্ ভক্তিরনুবর্ত্তত এব। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদিভ্যঃ। আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ ইত্যাদিভ্যশ্চ। তদৈব ভগবদ্‌জ্ঞানবিজ্ঞানে চেতি তস্মাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান-রহস্যতদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃশ্লোক্যা অপি স্বয়ং ভগবানেবোপেদষ্টা॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ২৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমস্তের মূল উৎস একটী মাত্র—সুখের অভাব বা আনন্দের অভাব। সুখের নিমিত্ত জীবের একটা স্বাভাবিকী আকাজ্ঞা আছে; সংসারে জীবের এই আকাজ্ঞা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; তাই সংসারে জীবের আনন্দাভাব। এই আনন্দাভাবই নানাভাবে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগকে নানাকার্য্যে লিপ্ত করিতেছে। সংসারে আমরা যাহা কিছু করি,—পুণ্যকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া চুরি-ডাকাইতি পর্য্যন্ত—সমস্তই সুখ বা সুখ-সাধন বস্তু লাভের আশায়। কিন্তু যে সুখটী পাইলে আমাদের আকাজ্ঞার নিবৃত্তি হইতে পারে, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাইনা। কোন্ সুখটী পাইলে আমাদের আনন্দাকাজ্ঞার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাও আমরা জানিনা; জানিলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া তাহারই অনুসন্ধান করিতাম, দুগ্ধ পানের আশা-নিবৃত্তির নিমিত্ত খড়িগোলা লোনাজল মুখে দিতাম না। যাঁহারা সেই সুখের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন—সুখ-বস্তুটী পূর্ণবস্তু, ইহা অপূর্ণ বস্তু নহে—"ভূমৈব সুখম্"; তাঁহারা আরও বলেন; অপূর্ণ বস্তু হইতে পূর্ণ সুখ পাওয়াও যায় না—"নাল্পে সুখমস্তি।" সেই ভূমাবস্তুটীই শ্রীভগবান্; তিনিই সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—"আনন্দং ব্রহ্ম।" সুখরূপে তিনি পরমাস্বাদ্য বলিয়া তাঁহাকে রসও বলা হয়—"রসো বৈ সঃ।" এই রস-স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেই জীবের সুখাকাজ্ঞার নিবৃত্তি হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সুখাকাজ্ঞার নিবৃত্তি হইলেই—আনন্দী হইলেই জীবের সমস্ত অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারে, জিজ্ঞাসার অবসান হইতে পারে। সুতরাং এই আনন্দ স্বরূপ ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়টীই হইল মুখ্য জিজ্ঞাস্য, ইহাই হইল বাস্তবিক জিজ্ঞাসার যোগ্য বস্তু। 'ভগবান্‌কে পাওয়া' বলিতে এস্থলে ভগবদনুভবকেই বুঝায়; কারণ, অনুভবেই প্রাপ্তির সার্থকতা। আমি যদি একটী আম পাই মাত্র, তাহাতে আমায় আম্রাস্বাদনের আকাজ্ঞা মিটেনা; আমের রসাস্বাদন করিতে পারিলেই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। তদ্রূপ শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভবেই ভগবৎ-প্রাপ্তির সার্থকতা; তাহা হইলে শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভব-প্রাপ্তির উপায়টীই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার যোগ্যবস্তু, ইহাই মুখ্য জিজ্ঞাস্য।

এমন একটী উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায়, যে উপায় অবলম্বন করিলে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ড-শ্রমে পরিণত হইতে পারে। কোনও উপায়ের নিশ্চিততা নির্দ্ধারন করিতে হইলে এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে:—

প্রথমতঃ, উপায়টী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও **অন্বয়-বিধি** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী অবলম্বন করিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা?

দ্বিতীয়তঃ, ঐ উপায়টী সম্বন্ধে কোনও **ব্যতিরেক-বিধি** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী অবলম্বন না করিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা?

তৃতীয়তঃ, ঐ উপায়টী **অন্যনিরপেক্ষ** কিনা? অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে ঐ উপায়টী অন্য কিছুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা? যদি অন্য বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিম্বা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যানুসারে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ঐ উপায়টীর **সার্ব্বত্রিকতা** আছে কিনা? অর্থাৎ উহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য কিনা? **সর্ব্বত্র** বলিতে সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ব্বত্রিকতা আছে, বুঝিতে হইবে। সার্ব্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায়, বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ঐ উপায়টীর **সদাতনত্ব** আছে কিনা? অর্থাৎ ঐ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন করা যায় কিনা? সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

যে উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি, ব্যতিরেক-বিধি, অন্যনিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে তাহাকেই নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্যাৎ, এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং।"

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটী লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টী কি? কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি—ভগবদনুভবের অনেক উপায়ের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটীই নিশ্চিত উপায় কি না, অথবা কোন্‌টী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এই উপায়-সমূহে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী লক্ষণ আছে কিনা। কর্ম্মজ্ঞানাদির কোনও উপায়ে যদি একটী লক্ষণেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঐ উপায়টীকে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত উপায় বলা যাইতে পারিবে না।

"কর্ম্ম" বলিতে এস্থলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। যোগ বলিতে অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন-নিমিত্ত সাধন বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বলিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান এবং ভক্তি বলিতে সাধন-ভক্তি বা ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবা-প্রাপ্তির সাধন বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উপায়ের নিশ্চিততা বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমতঃ কর্ম। কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সাধারণতঃ ইহকালের সম্পৎ, কি পরকালের স্বর্গসুখাদি লাভ হয়। কিন্তু স্বর্গসুখাদি অনিত্য; কর্মফল-ভোগের পরে আবার জীবকে সংসারে আসিতে হয়। সুতরাং কর্মিগণ সাধারণতঃ নিত্য-আনন্দ পাইয়া "আনন্দী" হইতে পারে না—ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে না। কর্মানুষ্ঠানে ক্বচিৎ কেহ ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি অতঃপরং মাম্ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, স্বধর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে বিরিঞ্চিত্ব লাভ করিতে পারেন, তারপর আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করিতে পারেন। ৪।২৪।২৯।" ইহা কর্ম সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। কর্ম-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি দেখা যায় না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে ভগবদনুভব হইতে পারে না, এরূপ কোনও বিধি দৃষ্ট হয় না।

কর্মের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই। ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম স্বীয় ফল প্রদান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যে এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১।৫।৩" এই শ্লোকেরই মর্মানুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২।২২।১৯ ॥"

কর্মের সার্ব্বত্রিকতা নাই, সদাতনত্বও নাই। কর্মমার্গে দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা আছে। সকল লোক কর্মমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে। যাহারা বেদবিহিত বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহে, বৈদিক-কর্মানুষ্ঠানের অধিকারও তাহাদের নাই—যেমন মুসলমান্, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। যাহারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে আছে, তাহাদেরও সকলের সমান অধিকার নাই; যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই। আবার অশৌচাবস্থায়ও কর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। কর্মের ফল পাওয়া গেলেই কর্মানুষ্ঠানের বিরতি ঘটে। পবিত্র স্থান ব্যতীত অন্য স্থানেও কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই। এ সমস্ত কারণে কর্মের সার্ব্বত্রিকতা দেখা যায় না। কর্মের অনুষ্ঠানে তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার আছে, কালের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার আছে; সুতরাং ইহার সদাতনত্বও নাই। এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে, ভগবদনুভব-সম্বন্ধে কর্মমার্গ নিশ্চিত উপায় নহে।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গ। শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞান দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারেন, তিনিও ব্রহ্মই হয়েন। জ্ঞান-সম্বন্ধে ইহা অন্বয়-বিধি। এই শ্রুতিবচনের "ব্রহ্মৈব" শব্দের দুই রকম অর্থ হয়। জ্ঞানমার্গের আচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়েন, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁহার আর কোনও অংশেই ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়েন না; পরন্তু অগ্নির সংশ্রবে লৌহ যেমন অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সংশ্রবে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিও ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েন; ব্রহ্মের সহিত তাঁহার ভেদ লোপ পায় না। এস্থলে এই দুই মতের সমালোচনা একটু অপ্রাসঙ্গিকই হইবে; এই উভয় সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়াই আমরা ভগবদনুভবের উপায়-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জ্ঞানমার্গের আচার্য্যদের মতানুসারে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যদি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়াই যায়েন, তাহা হইলে তিনি বরং "আনন্দ" হইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকে না বলিয়া তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব সম্ভব হয় না; সুতরাং তিনি "আনন্দী" হইতে পারেন না। অনুভব করিতে হইলেই অনুভব-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম এই দুইটী বস্তু থাকা দরকার। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্যেও কর্ত্তা ও কর্মের উল্লেখ আছে। লব্ধ্বা-ক্রিয়ার কর্ত্তা—অয়ং—জীব, আর কর্ম—রসং—রসস্বরূপ ভগবান্; রসানুভবের পরেই জীব আনন্দ পাইয়া "আনন্দী" হয়—"আনন্দ" হইয়া যায়,—একথা শ্রুতি বলেন নাই। এইরূপ মুক্তিতে দুঃখের অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চিনি হওয়া যায়, কিন্তু চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে ভগবদনুভবের উপায়। উপরোক্ত অর্থানুসারে জ্ঞান ভগবদনুভবের উপায় হইতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিমার্গের আচার্য্যদের ব্যাখ্যানুসারে, ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবেরও স্বতন্ত্র-সত্ত্বা থাকিতে পারে, সুতরাং সেই জীবও ভগবদনুভবে সমর্থ হইতে পারে—"আনন্দী" হইতে পারে। এই অর্থানুসারে জ্ঞান, ভগবদনুভবের একটী উপায় বটে।

জ্ঞানমার্গ-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধিও দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিলে যে ভগবদনুভব লাভ হইতে পারে না—এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্ঞানের অন্য-নিরপেক্ষত্বও নাই। স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞানের পক্ষে ভক্তির সাহচর্য্য প্রয়োজন। শ্রীমদ্-ভাগবত বলেন—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্। ১।৫।১২॥—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-শ্রীভগবানে ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।" "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্। ১০।১৪।৪॥—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ত্বদীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য-স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের ঐ ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না।"

জ্ঞানের সার্ব্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী। আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানানুশীলনের বিরতি ঘটে।

এই সমস্ত কারণে, ভগবদনুভবের পক্ষে জ্ঞান একটী উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যোগ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেন—"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ।৫।৬॥—যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে।" ইহা যোগ-সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগ-সম্বন্ধে এইরূপ আরও অন্বয়-বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ-সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনাতু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৬।৩৬॥—বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা যাঁহার মন সংযত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলম্বন করিলে তিনিই সফল-যত্ন হইতে পারেন।" এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অসংযতাত্মনা-শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাঁহার আত্মা বা মন সংযত হয় নাই, তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হইলেও (যোগ তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য)। ইহাতে বুঝা যায়, যোগ সম্বন্ধে অধিকারী বিচার আছে।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। যোগী যোগং যুঞ্জীত"—ইত্যাদি প্রমাণ-অনুসারে যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থানের এবং সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা দেখা যায়। সুতরাং যোগের সার্ব্বত্রিকতাও দেখা যায় না।

গীতার উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্‌বিদ্যাভূষণ-পাদ "উপায়তঃ" শব্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উপায়তো মদারাধন-লক্ষণাজ্ জ্ঞানাকারান্ নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগাচ্চেতি।" ইহাতে বুঝা যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীচরিতামৃত বলেন "ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ-জ্ঞান। ২।২২।১৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও ঐ কথাই বলেন—"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ২।৪।১৭॥—তপস্বী (জ্ঞানী), দানশীল (কর্ম্মী), যশস্বী (কর্ম্মী বিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিৎ (আগম-শাস্ত্রানুগত সাধক) এবং সুমঙ্গল (সদাচার সম্পন্ন) ব্যক্তিগণও যাঁহাতে স্ব-স্ব-তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশঃশালী ভগবানকে নমস্কার, নমস্কার।" এ সমস্ত প্রমাণে বুঝা যায়, যোগের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই।

এইরূপে দেখা যায়, যোগও নিশ্চিত উপায় বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ ভক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৭।৬৫॥—অর্জ্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।" ইহা ভক্তি-সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি।

ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ন ভজন্ত্য-বজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীমদ্ভা।১১।৫।৩॥—চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা আত্ম-প্রভব সাক্ষাৎ ঈশ্বর-পুরুষকে (না জানিয়া) ভজন করেন না, কিম্বা (জানিয়াও ভজন করেন না বলিয়া) অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন।" "পারং গতোহপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥ —যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহাকেও পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।" এই সমস্ত ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধি।

ভক্তির অন্য-নিরপেক্ষতাও আছে। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিতে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; কিন্তু ভক্তি, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে না। ভক্তিরাণী স্বতন্ত্রা, স্বতঃই পরম-শক্তিশালিনী। "ভক্তিবিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ ২।২৪।৬৫॥" কর্ম্মদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগদ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা, বা তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তিদ্বারাই সেই সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে; ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবচ্চরণে সেবাও পাইতে পারেন। "যৎকর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ শ্রীভা-১১।২০।৩২-৩৩॥" শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।১১।১৪।২১॥—শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা; শ্রদ্ধার সহিত আমাতে অর্পিত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি বশীভূত হই।" এই বাক্যের "একয়া ভক্ত্যা"-শব্দেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভক্তি অপর কিছুর সাহচর্য্যেরই অপেক্ষা করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবদনুভব লাভ করিতে হয়তো জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা না থাকিতে পারে; কিন্তু ভক্তির সাধনে জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা আছে কিনা? তাহাও নাই। তস্মান্মদ্-ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মন ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেদিহ। শ্রীভা-১১।২০।৩১॥" এই শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। ২।২২।৮২॥"

ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভক্তি অহৈতুকী; ভক্তি হইতেই ভক্তির উন্মেষ। "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥" এক্ষণে বুঝা গেল, ভক্তি সর্ব্ববিষয়েই অন্য-নিরপেক্ষা—স্বতন্ত্রা।

ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।৩।৪।৬৩॥" "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা আভীর-শুহ্মাযবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ শ্রীভা-২।৪।১৮॥—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি যে সকল পাপ-জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার।" মনুষ্যের কথা তো দূরে, কীট-পশু-পক্ষী-আদিও ভক্তির প্রভাবে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। "কীট-পক্ষি-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তকর্ম্মণাং। ঊর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥—হরিতে সংন্যস্ত-কর্ম্মা কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে, জ্ঞানি-ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আর কথা কি?—গরুড়-পুরাণ।"

সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি তো ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেনই, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারে। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ গীতা ৯।৩০॥—যিনি অন্য দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার ভজনই করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্‌ব্যবসিত অর্থাৎ আমাতে একান্ত-নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।”

সমস্ত অবস্থায়ই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। প্রহ্লাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্রুবাদি বাল্যে, অম্বরীষাদি যৌবনে, যযাতিআদি বার্দ্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যু-সময়ে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায় ভজন করিয়াছিলেন। নরকে অবস্থানকালেও ভজনক্রিয়া চলিতে পারে। “যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥—যেখানে যেখানে নরকবাসিগণ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহারা হরি-ভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।”

জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সিদ্ধিলাভে (ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিতে) ও ভক্তির বিরতি নাই; ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামেও ভক্তির অনুষ্ঠান (ভগবৎসেবা) করিয়া থাকেন। “মৎসেবয়া প্রতীতং তে” ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৯.৪।৬৭) শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই। ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥—শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানেই শ্রীনাম গ্রহণ করা যায়; উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই;” “তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম ॥ শ্রীভা-২।২।৩৬ ॥—সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।”

এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির সার্ব্বত্রিকতাও আছে, সদাতনত্বও আছে।

এক্ষণে দেখা গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান্; সুতরাং একমাত্র ভক্তিই ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায়।

ভক্তি যে ভগবদনুভবের নিশ্চিত উপায় তাহা স্থির হইল; কিন্তু ভক্তিদ্বারা যে ভগবদনুভব লাভ হয়, তাহা যথার্থ-অনুভব কিনা, তাহা বিবেচ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবানের মাধুর্য্যানুভবই যথার্থ-অনুভব। কিন্তু মাধুর্য্য-অনুভবের উপায় কি? ভক্তিশাস্ত্র বলেন, মাধুর্য্য-অনুভবের একমাত্র উপায়—প্রেম। “প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ১।৪।৪৪॥ পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন। কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ॥ ২।২০।১১১॥” এই প্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায় আবার ভক্তি। “সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ ২।১৯।১৫১॥” “এবে সাধন ভক্তির কথা শুন সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ২।২২।৫৫॥” এই সমস্ত প্রমাণে দেখা গেল, ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র হেতু; সুতরাং ভক্তিই হইল ভগবানের মাধুর্য্য-আস্বাদনের বা যথার্থ ভগবদনুভবের একমাত্র উপায়। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। শ্রীভা—১১।১৪।২১॥” এবং “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ শ্রীগীতা ১৮।৫৫॥—স্বরূপতঃ আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও গুণাদি যাহা যাহা আছে, নির্গুণা ভক্তির দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মৎপর-ভক্তি হইতে আমার সম্বন্ধে যাথাত্ম্য বস্তুজ্ঞান জন্মিলে জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে।”

অবস্থাবিশেষে জ্ঞান-যোগাদি দ্বারাও ভগবদনুভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ-অনুভব বা মাধুর্য্যের অনুভব লাভ হয় না। “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ শ্রীভা-১১।১৪।২০ ॥” শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির বশীভূত নহেন। তাই “ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যাজি ॥ ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ২।২০।১২১॥”

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে—
চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

চিন্তামণিরিতি। সোমগিরি স্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্? চিন্তামণিঃ। আশ্রয়-মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্য। কিম্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মি ইত্যর্থঃ॥ তথাহি কাব্যপ্রকাশে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তিও আবার সাধারণতঃ দুই প্রকারের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা ভক্তি। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়—তাহার ফলে, সাধক সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া যাইতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ-স্বরূপের সেবা করিতে পারেন। "ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥" আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা-ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে এবং মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হইতে পারে। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ-স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাধুর্য্য অনেক বেশী, তাই শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত লালসান্বিতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের এমনই একটা স্বাভাবিকী শক্তি আছে, যাহা—অন্যের কথাতো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া উঠায়। "কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥" শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়—শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেম—যাহা এক মাত্র শুদ্ধ-ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অনুভবের একমাত্র উপায়॥

এক্ষণে বুঝা গেল—"এতাবদেব" ইত্যাদি শ্লোকে যে উপায়টীকে মুখ্য জিজ্ঞাস্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ভক্তিই সেই উপায়; এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞাস্য।

এইরূপে অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে সাধনত্ব ভক্তিরই আছে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির নাই; এবং সার্ব্বত্রিকতা এবং সদা-তনত্বও ভক্তিরই আছে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির নাই। সুতরাং ভক্তিই "অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং **সর্ব্বত্র সর্ব্বদা** স্যাৎ"। "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" শ্লোকে শ্রীভগবত্তত্ত্বানুভবের পক্ষে এই ভক্তি-সাধনের অপরিহার্য্যতাই প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব যথার্থ রূপে অনুভব করিতে অভিলাষী,শ্রীগুরুদেবের চরণে ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করাই তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই ভক্তিই পরিপক্কাবস্থায় প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হয় বলিয়া এবং প্রেম-ভক্তিরই ভগবদ্বশীকরণী শক্তি আছে বলিয়া সাধন-ভক্তিই হইল প্রেম-ভক্তির, তথা ভগবত্তত্ত্বানুভবের উপায় বা **অঙ্গ**। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে **"তদঙ্গঞ্চ"** শব্দে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ আচার্য্যরূপে ব্রহ্মাকে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার চিত্তে উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুভব জন্মাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ শিক্ষাগুরুরূপে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্লো।২৭।অন্বয়। মে (আমার) গুরুঃ (মন্ত্রগুরু) চিন্তামণিঃ (চিন্তামণিসদৃশ) সোমগিরিঃ (সোমগিরি) জয়তি (জয়যুক্ত হউন); শিক্ষাগুরুঃ (শিক্ষাগুরু) শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ (শিখিপুচ্ছচূড়) ভগবান্ চ (ভগবানও, জয়যুক্ত হউন)—যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু (যাঁহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে) জয়শ্রীঃ (জয়শ্রী—শ্রীরাধা) লীলা-স্বয়ম্বররসং (লীলা-স্বয়ম্বররস) লভতে (লাভ করেন)।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

—জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি কোঽয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ। শিখিপিঞ্ছে স্তাস্থেব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ। ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ নিত্যলীলা সূচিতা। আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি। আচার্য্যং মাং বিজনীয়াদিত্যাদিদিশা। তথা। কর্ণাকর্ণিসখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চন-চাতুরীগুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্, কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ স এব মে গুরুরিত্যাহ। স কীদৃক্ মে শিক্ষাগুরু? বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ শিখিপিঞ্ছমৌলিরীতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইত্যাদিনা। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িক-মিত্যাদিনা। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তত্তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রীঃ লভতে। তদেব বক্ষ্যতি। কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্। বদনেন্দুবিনির্জ্জিতশশীত্যাদৌ বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। কিম্বা সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদি-সৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভি গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদি-ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়যোগাৎ জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধৈব। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গমত্যাদি দিশাচ। কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যা তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী? সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথমং তচ্ছ্রীচরণ-নখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা স্তৈ ধর্ম্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাৎ বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরেরপি বিশেষণম্ যৎপাদেত্যাদি। অত্র কামাদ্যরিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষয়াদ্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তির্যৎপাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্ম্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরীতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহু। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাঙ্মাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা॥ সারঙ্গরঙ্গদা ॥২৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—"চিন্তামণিতুল্য সর্ব্বাভীষ্টপূরক সোমগিরি-নামক আমার মন্ত্র-গুরুদেব জয়যুক্ত হউন। যাঁহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে (শ্রীচরণ-নখাগ্রে) জয়শ্রী-শ্রীরাধিকা গাঢ়-অনুরাগ-বশতঃ স্বয়ম্বর-সুখ (আত্মসমর্পণ-জন্য সুখ—শৃঙ্গার-রস) আস্বাদন করিয়া থাকেন, আমার শিক্ষাগুরু সেই শিখিপুচ্ছচূড় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন।" ২৭।

ব্রহ্মা সমষ্টি-জীব; আর আমরা প্রত্যেকে ব্যষ্টিজীব। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভগবান্ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি-জীব ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুভব করাইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ যে অন্তর্য্যামিরূপে ব্যষ্টিজীবেরও শিক্ষাগুরু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকটী শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত; শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার শিক্ষাগুরু, তাহা তিনি এই শ্লোকে বলিয়াছেন।

সোমগিরি—শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীল সোমগিরি। **চিন্তামণি**—এক রকম মণি; এই মণির বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; তাই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর শ্রীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ—শিখী অর্থ ময়ূর; পিঞ্ছ—পুচ্ছ। মৌলি—চূড়া। যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়, তিনি শিখিপিঞ্ছমৌলি, শ্রীকৃষ্ণ। **ভগবান্**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু—যৎপাদ অর্থ যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের) পাদ (চরণ)। কল্পতরুপল্লব—কল্পবৃক্ষের পত্র বা পাতা। যৎপাদরূপ কল্পতরুপল্লব—যৎপাদকল্পতরুপল্লব। কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; সুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচরণের গুণের সাদৃশ্য আছে। আবার কল্পতরুর পত্র কোমল এবং রক্তাভ (ঈষৎ লাল); শ্রীকৃষ্ণের চরণও কোমল এবং রক্তাভ; এজন্য কল্পতরুপল্লবের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শেখর—অগ্রভাগ। চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগ হইল শ্রীকৃষ্ণের পদনখের অগ্রভাগ। সুতরাং যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু অর্থ হইল—যেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ চরণযুগলের নখাগ্রভাগে।

লীলাস্বয়ম্বর-রস—লীলা অর্থ গাঢ়-অনুরাগ। স্বয়ম্বর—স্বয়ং বা আপনা আপনি নিজকে বরণ করা; কাহারও অনুরোধ-উপরোধ ব্যতীত বা কাহারও প্ররোচনা ব্যতীত নিজের ইচ্ছানুসারেই আত্মসমর্পণ করা। রস—পরমাস্বাদ্য সুখ। তাহা হইলে, লীলাস্বয়ম্বর-রস অর্থ হইল—গাঢ়-অনুরাগবশতঃ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ-জনিত পরমানন্দ।

জয়শ্রী—জয় শব্দের অর্থ উৎকর্ষ; শ্রী—অর্থ শোভা। জয় বা উৎকর্ষহেতু শ্রী (শোভা) যাঁহার, তিনি জয়-শ্রী। দ্যূতক্রীড়া, নর্ম্মবাক্য, জলকেলি প্রভৃতিতে শ্রীরাধারই সমধিক উৎকর্ষ; এই উৎকর্ষজনিত শোভাও শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং জয়শ্রী শব্দে শ্রীরাধিকাকেই বুঝায়। অথবা, সৌন্দর্য্যাদিতে, পাতিব্রত্যাদিতে, সৌভাগ্যাদিতে এবং বৈদগ্ধ্যাদিতে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী-অরুন্ধতী-সত্যভামা প্রভৃতিও যাঁহার নিকটে পরাজিতা, তিনিই মূর্ত্তিমতী জয়া। আর, শ্রী-শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায়; লক্ষ্মীর অংশিনী হইলেন শ্রীরাধা; সুতরাং মূলশ্রী হইলেন শ্রীরাধা। এইরূপে জয়া-শব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায়, শ্রীশব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায়; যিনি জয়া এবং যিনি শ্রীও, তিনিই জয়শ্রী শ্রীরাধা।

শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে, জয়শ্রী শ্রীরাধা শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভপদনখাগ্র-ভাগে লীলাস্বয়ম্বররস আস্বাদন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ প্রেম-মহিমা ব্যঞ্জিত হইতেছে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রেই তিনি তাঁহার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের অনুভব করিলেন এবং ঐ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে যেন বর্ণনার উপযোগী উপমার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিচিত বা পূর্ব্ব কবিদিগের উল্লিখিত কোনও উপমাই যেন তাঁহার মনঃপূত হইল না; তিনি যেন মনে করিলেন, ঐ সমস্ত উপমা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সৌন্দর্য্য-বর্ণনে নিতান্ত অযোগ্য; অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের পদনখের শোভার নিকটেই তাহারা সম্যক্ রূপে পরাজিত। এই কথা মনে হইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের পদনখের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইল এবং তাহাতেই তিনি পদনখ-সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বদন-শোভাদির মাধুর্য্যের কথা আর কি বলিব, তাঁহার পদ-নখের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের উপমাও জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার পদ-নখ-শোভার অপূর্ব্ব মহিমা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে; দ্যূতক্রীড়া-চাতুর্য্যে, নর্ম্ম-পরিহাসে, জলকেলি-কৌশলে, কি সুরত-রঙ্গ-বৈদগ্ধীতে যাঁহার নিকট সকলেই পরাজিত—সৌন্দর্য্যাদিতে গৌরী প্রভৃতি, পাতিব্রত্যাদিতে অরুন্ধতী-আদি এবং সৌভাগ্যাদিতে অপরাপর ব্রজকিশোরীরাও—এমন কি সত্যভামাদি মহিষীবৃন্দও যাঁহার নিকটে পরাজিত—যিনি লক্ষ্মী-আদিরও অংশিনী—সেই জয়শ্রী শ্রীরাধাও, তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাবশতঃ অবনতমুখে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাঁহার পদ-নখের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন পদ-নখ-শোভা দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ভাব-বিশেষের উদয়ে গাঢ়-অনুরাগবশতঃ লজ্জা-ধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি বিসর্জ্জন দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্যক্‌রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে তিনি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহার তুলনা কেবল ঐ আনন্দই—ইহার আর অন্য তুলনা নাই।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের শিক্ষাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহার শিক্ষাগুরু হইলেন? শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে এরূপ উপায় সকলের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনুভবের যোগ্যতা লাভ করা যায়; আবার শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির স্ফূর্ত্তি করাইয়া অনুভব করাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণই অনুভব-বিষয়ে তাঁহার শিক্ষাগুরু হইলেন।

এই শ্লোকটী শ্রীবিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম মঙ্গলাচরণ-শ্লোক। এই শ্লোকে তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীলসোমগিরির এবং শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের জয়কীর্ত্তন (বা বন্দনা) করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন—এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর স্বীয় বর্ত্মগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর বন্দনা করিয়াছেন। এই মতে শ্লোকস্থ চিন্তামণি-শব্দের অর্থ হইবে, চিন্তামণি-নাম্নী এক বেশ্যা—ইনিই শ্রীবিল্বমঙ্গলের বর্ত্মগুরু (পরমার্থের পথ-প্রদর্শক); কারণ, ইঁহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যেই বিল্বমঙ্গলের মোহ ঘুচিয়া গিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

২৯। অন্তর্য্যামিরূপ শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়া এক্ষণে ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুর কথা বলা হইতেছে। অন্তর্য্যামী পরমাত্মা থাকেন জীবের হৃদয়ে; তিনি জীবের হৃদয়ে কোনও বিষয় অনুভব করাইতে চেষ্টা করেন মাত্র; মায়াবদ্ধজীব তাঁহার চেষ্টা বা ইঙ্গিত সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বিশেষতঃ যদ্দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, অন্তর্য্যামীর নিকট সেই হরিকথাও শুনা যায় না; কারণ, জীব তাঁহাকে দেখে না, জীবের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া তিনি কোনও কথাও বলেন না। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন; ভক্তশ্রেষ্ঠরূপ শিক্ষাগুরু হরি-কথাদি শুনাইয়া জীবের চিত্তের মলিনতা, সংসারাসক্তি প্রভৃতি দূরীভূত করার চেষ্টা করেন এবং জীবকে উপদেশাদি দিয়া ভজনে উন্মুখ করেন। এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই মহান্ত (ভক্ত-শ্রেষ্ঠ)-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; এই বাক্যের অর্থ পরবর্ত্তী পয়ার হইতে পরিস্ফুট হইবে।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি—জীব সাক্ষাৎ করিতে পারে না, জীব দর্শন করিতে পারে না। **তাতে**—তজ্জন্য, দর্শন করিতে পারে না বলিয়া।

গুরু চৈত্ত্যরূপে—অন্তর্য্যামিরূপে গুরু। **চৈত্ত্য**—চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমাত্মা। চৈত্ত্য—চিত্ত+ষ্ণ্য।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি ইত্যাদি—অন্তর্য্যামিরূপ শিক্ষাগুরুকে জীব নিজের সাক্ষাতে দেখিতে পায় না বলিয়া, সুতরাং তাঁহার কথাদি শুনিতে পায় না বলিয়া।

মহান্ত-স্বরূপে—ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে। মহান্ত বা ভক্তশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ ২৮শ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। মহান্তের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দেওয়া আছে:—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥৫।৫।২-৩॥

"সকল জীবের প্রতি যাঁহাদের সমান দৃষ্টি আছে, যাঁহাদের চিত্তে কুটিলতা নাই, যাঁহারা প্রশান্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাঁহাদের বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সকলের সুহৃদ্, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, যাঁহারা সাধু অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ, আর শ্রীভগবানে প্রীতিকেই যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না, দেহরক্ষা এবং দেহের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্তই যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে—দেহের তৃপ্তিজনক বস্তু-বিষয়েই যাহারা আলোচনা করে (ধর্ম্মালোচনা করে না)—এইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি-সকলের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি

তথাহি (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—

তততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভি র্ভক্তিমহিম-প্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ। ভক্তিরত্নাবল্যাম্ ॥ উক্তিভির্হিতোপদেশৈরিতি তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ান্ ইতি দর্শয়তি ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ, কিন্তু সৎসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই, স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহেও যাঁহাদের প্রীতি নাই, এবং যে পরিমাণ ধনাদি পাইলে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া ভগবৎপ্রীতিমূলক-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তদধিক ধনাদিতে যাঁহারা স্পৃহাশূন্য, তাঁহারাই মহৎ।”

শিক্ষাগুরু হয় ইত্যাদি—মহান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। মহান্তের রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে ভক্তকে শিক্ষা দেন, তাহা নহে; মহান্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহান্তদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজীবকে শিক্ষা দেন (পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা, নিম্নে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দুইটী হইতে এইরূপ বলিয়া মনে হয়—মায়াবদ্ধ জীবের মন নানাবিধ দুর্ব্বাসনায় পরিপূর্ণ; মায়িক সুখভোগেই জীব মত্ত, তাই কৃষ্ণোন্মুখতা ঘটিয়া উঠে না। ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখাইয়া মহান্তগণ সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভগবৎসেবা-সুখের পরমলোভনীয়তা দেখাইতে পারেন; আবার ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনাইয়া জীবকে এতই আনন্দিত করেন যে, তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে; জীব তখন মনে করে, যাঁহার লীলা কথাই এত মধুর, তাঁহার লীলা না জানি কতই মধুর; আর সেই লীলায় সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের অনুভূত আনন্দই বা কি অপূর্ব্ব। এইরূপে মায়ামুগ্ধ জীব ক্রমশঃ ভক্তি-পথে উন্মুখ হইতে পারে। মহাপুরুষদের শক্তিতে এবং লীলা-কথার মাহাত্ম্যে জীবের দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হয়, জীব ক্রমশঃ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। ততঃ (সেইহেতু) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) দুঃসঙ্গং (অসৎসঙ্গ) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) সৎসু (সদ্ব্যক্তিগণে) সজ্জেত (আসক্ত হইবে)। সন্তঃ (সদ্ব্যক্তিগণ) এব (ই) অস্য (ইহার) মনোব্যাসঙ্গং (মনের বিশেষ আসক্তি) উক্তিভিঃ (উপদেশ-বাক্য দ্বারা) ছিন্দন্তি (ছেদন করেন)।

অনুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। সদ্ব্যক্তিগণই উপদেশ-বাক্যদ্বারা ঐ ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি) ছেদন করিয়া থাকেন। ২৮

ততঃ—অতএব, সেই হেতু। অসৎসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু অসৎসঙ্গ কি? শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥” শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন “তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ। স্ত্রী ও স্ত্রৈণের সহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা সঙ্গ করিবেনা (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না, তাহাদের কথা শুনিবেনা ইত্যাদি)। ১১।২৬।২৪॥” মূলশ্লোকে দুঃসঙ্গ-শব্দ আছে; **“দুঃসঙ্গ” শব্দের** অর্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন—“দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ২।২৪।৭০।” কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য যে কোনও কামনার সঙ্গই দুঃসঙ্গ। দুঃসঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ বিষয় হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তাই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের বিধি; কিন্তু কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলেই চিত্ত ভগবদুন্মুখী হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও করিতে হইবে; “অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ কিন্তু সৎসঙ্গেনৈব। ক্রমসন্দর্ভঃ।” বাস্তবিক সৎসঙ্গ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইতেও পারে না; অসৎ লোক বা অসদ্ বস্তু হইতে নিজের দেহটাকে কিছুকালের জন্য দূরে সরাইয়া রাখা যায় বটে, কিন্তু মনকে দূরে রাখা শক্ত

তথাহি (ভাঃ ৩।২৫।২৪)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গত্বমুপপাদয়তি সতামিতি। বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তা বীর্য্যসম্বিদঃ। হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদাস্তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিবর্ত্ম যস্মিন্, তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তিঃ, অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতি ॥ শ্রীধরস্বামী ॥২৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যাপার; মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অসদ্‌বস্তুর দিকেই ছুটিয়া যাইবে; কারণ, অসৎ-প্রাকৃত বস্তুর সহিত অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধবশতঃ প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুর সহিতই যেন মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুতে মনের যে আসক্তি, তাহা জীবের অনাদি-কর্ম্ম-বশতঃ মায়াশক্তি হইতে জাত; এই মায়াশক্তি হইল ঈশ্বরের শক্তি; তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি জীবের নাই; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, তিনিই কৃপা করিয়া জীবের মায়াবন্ধন খুলিয়া দেন। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা—৭।১৪।" ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীব মায়ার হাত হইতে, সুতরাং মায়াজাত দুঃসঙ্গের প্রবৃত্তি হইতে, নিষ্কৃতি পাইতে পারে না; ভগবৎকৃপা আবার ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ; তাই, বাহিরে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসঙ্গও একান্ত আবশ্যক; নচেৎ দুর্ব্বাসনারূপ দুঃসঙ্গ অন্তরে থাকিয়াই যাইবে। এজন্যই বলা হইয়াছে, দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে। সৎ-সঙ্গ কি? **সৎ** কাকে বলে? শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "যাঁহারা অনপেক্ষ অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানাদির, কি দেব-মনুষ্যাদির কোনও অপেক্ষাই রাখেন না, যাঁহারা আমাতে (শ্রীভগবানে) চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, যাঁহারা সর্ব্বজীবে সমদর্শী, দেহ-দৈহিক বস্তুতে যাঁহারা মমতাশূন্য, যাঁহারা নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব (মান-অপমানাদিতে তুল্যবুদ্ধি), এবং যাঁহারা নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিশূন্য, তাঁহারাই **সৎ** বা সাধু।" "সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১১।২৬।২৭।" ২৯ পয়ারের টীকায় মহান্তের লক্ষণও দ্রষ্টব্য; মহান্ত ও সাধু একই।

মনোব্যাসঙ্গ—মনের ব্যাসঙ্গ বা বিশেষ আসক্তি; বি (বিশেষ) + আসঙ্গ (আসক্তি) = ব্যাসঙ্গ—মায়িক বস্তুতে আসক্তি; ভক্তিবিরুদ্ধ আসক্তি; কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। জীবের এই আসক্তি একমাত্র সাধু ব্যক্তিরাই দূর করিতে পারেন—উপদেশাদি দ্বারা এবং ভগবৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা (উক্তিভিঃ)—সর্ব্বোপরি তাঁহাদের কৃপাশক্তি দ্বারা। শ্লোকের "সন্ত এব" বাক্যের "এব—ই" শব্দে সূচিত হইতেছে যে, সাধুগণ ব্যতীত আর কেহই মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-আসক্তি দূর করিতে পারেন না। তাই এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"তীর্থ-দেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি—তীর্থসেবা, কি দেবাদি-সেবা হইতেও সৎসঙ্গ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই দেখান হইল॥" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"সুকৃত-তীর্থ-দেব-শাস্ত্রজ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্—পুণ্যকর্ম্ম, তীর্থসেবা, দেবসেবা, কি শাস্ত্রজ্ঞানাদিরও এইরূপ (সৎসঙ্গের বিষয়াসক্তি-দূরীকরণযোগ্য সামর্থ্যের ন্যায়) সামর্থ্য নাই, ইহাই জানান হইল।" "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২ ॥" **বুদ্ধিমান্** শব্দের ধ্বনি এই যে, যাঁহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্; আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাহারা বুদ্ধিহীন।

যদ্দ্বারা বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইতে পারে, এইরূপ হিতোপদেশাদি মহান্তদিগের নিকটে পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহারা শিক্ষাগুরু—ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের) প্রসঙ্গাৎ (প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে) হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ (হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিজনক) মম (আমার) বীর্য্যসংবিদঃ (মহিমা-জ্ঞান-পূর্ণ) কথাঃ (কথা) ভবন্তি (হইয়া থাকে)। তজ্জোষণাৎ

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(সেই কথার আস্বাদন হইতে) অপবর্গ-বর্ত্মনি (অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে) আশু (শীঘ্র) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) রতিঃ (প্রেমাঙ্কুর) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তি) অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক; প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কথা আস্বাদন করিলে, অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ-আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ২৯॥

সাধুসঙ্গ হইতেই যে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

প্রসঙ্গ—প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ট সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গে, নিকটে যাওয়া আসা, নিকটে উপবেশন, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ; ইত্যাদি হয়। প্রকৃষ্ট সঙ্গে, সাধুর সেবা-পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করা হয়; তাহাতে অনুগত জিজ্ঞাসুর প্রতি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের একটু সহানুভূতি ও কৃপা জন্মে; তাহাতেই হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয়। এই হরিকথা **হৃৎকর্ণ-রসায়ন** বলিয়া প্রীতি ও তৃপ্তির সহিত শুনা যায়, পুনঃ পুনঃ শুনিতেও ইচ্ছা হয়। এই হরিকথা আবার শ্রীহরির **বীর্য্যসম্বিৎ**—এই সমস্ত কথা হইতে শ্রীহরির বীর্য্য বা মহিমা সম্যক্‌রূপে জানা যায়; সুতরাং এই সমস্ত কথা শুনিলে শ্রীহরির কারুণ্য ও পতিতোদ্ধরণাদি গুণে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় হয়। সাধুদিগের উপদেশে ও আদর্শে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কিম্বা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ঐ হরিকথা শুনিতে শুনিতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ভক্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে হইতে প্রেমাঙ্কুর বা রতি এবং তাহার পর সম্যক্ অনর্থ-নিবৃত্তিতে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

অপবর্গ-বর্ত্মনি—শ্রীভগবানে। শ্রীভগবানকে অপবর্গ-বর্ত্ম বলার তাৎপর্য্য এই। অপবর্গ—মোক্ষ। বর্ত্ম—রাস্তা। অপবর্গ বর্ত্মে (পথে) যাঁহার, তিনি অপবর্গ-বর্ত্ম; যাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার সময়ে (ভক্তির প্রভাবে), মোক্ষাদির সঙ্গে পথেই দেখা হয়, তিনিই অপবর্গ-বর্ত্ম। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শুদ্ধাভক্তির সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা মোক্ষ-কামনা করেন না; তাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু—প্রেমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা। ভগবান্ তাঁহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। শ্রীভা ৩।২৯।১৩॥" প্রেমভক্তি পাওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহারা মোক্ষ পাইতে পারেন; "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥" এজন্যই বলা হইয়াছে, ভক্তির কৃপায় শ্রীভগবচ্চরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথেই অপবর্গ বা মোক্ষ থাকে, তাই শ্রীভগবানের নাম অপবর্গ-বর্ত্ম।

ভগবৎপ্রেম অতি দুর্ল্লভ; ভগবান্ সহজে ইহা কাহাকেও দেন না; ভুক্তি কিম্বা মুক্তি দিয়া বিদায় করিতে পারিলে আর প্রেম দেন না। এমন দুর্ল্লভ প্রেমও, সাধু ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে শীঘ্র (আশু) লাভ হইতে পারে—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

সাধু ব্যক্তিগণ হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা শুনাইয়া জীবকে ভক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহারা জীবের শিক্ষাগুরু—ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইল।

৩০। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই মহান্ত-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; অর্থাৎ মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ; এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ:—ভক্ত ঈশ্বর-স্বরূপ; (যেহেতু, ভক্ত) তাঁর (ঈশ্বরের) অধিষ্ঠান; (কেননা) ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন, তিনি সর্ব্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; সুতরাং ভক্ত-হৃদয় হইল শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান বা বসতিস্থল। ভক্তের হৃদয় যেন শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন, আর ভক্তের দেহ তাঁহার শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরও যেমন শ্রীমন্দিরস্থ ইষ্টদেব-তুল্যই ভক্তদের নিকটে পূজনীয়, তদ্রূপ ভক্তও কৃষ্ণতুল্য পূজনীয়;

তথাহি (ভাঃ ৯।৪।৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সাধবো মহ্যং মম হৃদয়ং প্রাণতুল্যপ্রিয়া ইত্যর্থঃ। সাধূনামপি অহং হৃদয়ম্। তে সাধবঃ মত্তো অন্যৎ ন জানন্তি তত্ত্বতয়া নানুভবন্তি। অহমপি তেভ্যো অন্যৎ ন জানামি। অতঃ সাধূনাং অনুগ্রহং বিনা অহং দুর্লভ ইতি ভাবঃ। শ্রীবীররাঘবাচার্য্যঃ ॥ ৩০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। এই অর্থেই ভক্তকে ঈশ্বর-স্বরূপ (বা ঈশ্বর তুল্য) বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ, ভক্ত-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব অভিন্ন নহে; ভক্ত হইলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস।

ভক্তের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামাগার তুল্য। লোক বিশ্রামাগারে যায়, বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করার উদ্দেশ্যে। যাহাতে চিত্তে কোনও রূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে, এমন কোনও কাজই বিশ্রামাগারে কেহ করে না; বিশ্রামাগারে কেবল আমোদ, আর আমোদ। ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বদা ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন—কেবল আনন্দ-উপভোগ এবং আনন্দদান করার নিমিত্ত। তিনি ভক্তের প্রেম-রস আস্বাদন করিয়া নিজে আনন্দ উপভোগ করেন, আর স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া ভক্তকেও আনন্দ দান করেন। এই আনন্দের আদান-প্রদান-কার্য্যে আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্ এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, ভক্তেরা যেমন তাঁহাকে ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, তিনিও ভক্তব্যতীত অপর কিছুই যেন জানেন না; তাই তিনি কখনও ভক্তহৃদয় ত্যাগ করিতে চাহেন না। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" ভক্তের হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদাই আনন্দই উপভোগ করেন, কোনও সময়েই কোনরূপ উদ্বেগাদির ছায়াও সেস্থানে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, ভক্ত নিজের কোনওরূপ দুঃখ-দৈন্যের কথাই ভগবানকে জানান না।

অন্তর্য্যামিরূপে জীবমাত্রের হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; কিন্তু তাহা কেবল নির্লিপ্ত সাক্ষিরূপে। অন্তর্য্যামী, জীবের হৃদয়ে কোনওরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, জীবও তাঁহাকে আনন্দ উপভোগ করাইতে চাহেনা। সুতরাং ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামী তাহা পায়েন না। বিচারালয়ে বিচার-কার্য্যে রত বিচারকের কার্য্য অনেকটা অন্তর্য্যামীর কার্য্যের অনুরূপ; বিচার-প্রার্থীদের স্বার্থে বিচারক যেমন নির্লিপ্ত, জীবের কার্য্যেও অন্তর্য্যামী তেমন নির্লিপ্ত। আর, প্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, নিজগৃহে বিচারক যখন প্রীতিময় ব্যবহারের আদান-প্রদান করেন, কোনও বিচার-কার্য্য করেন না, এমন কি, তিনি যে একজন বিচারক, আত্মীয়-স্বজনদের প্রীতির আধিক্যে তাহাও তিনি ভুলিয়া যায়েন—তখন তাঁহার অবস্থা অনেকটা ভক্তহৃদয়স্থ ভগবানের অনুরূপ।

আবার অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবের শিক্ষাগুরু (১।১।২৮)। জীবকে শিক্ষা দেওয়া, হিতোপদেশ দেওয়া তাঁহার কাজ। জীব যখন অন্যায়কর্ম্ম বা অসচ্চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তখন তাহাকে সদুপদেশ দেন; কিন্তু অভক্ত বহির্ম্মুখ জীব তাহা গ্রাহ্য করেনা; তিনিও হিতোপদেশ দিতে, তাহাকে সতর্ক করিতে, বিরত হননা; এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হিতোপদেশ দিতে দিতে তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের এ জাতীয় শ্রান্তির সম্ভাবনাই থাকেনা; সেখানে তাঁহার সতত বিশ্রাম।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। সাধবঃ (সাধুগণ) মহ্যং (আমার) হৃদয়ং (হৃদয়); অহংতু (আমিও) সাধূনাং (সাধুদিগের) হৃদয়ং (হৃদয়)। তে (তাঁহারা) মদন্যৎ (আমাব্যতীত অন্য) ন জানন্তি (জানেন না), অহং (আমি) অপি (ও) তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে ভিন্ন) মনাক্ (বিন্দু) ন জানে (জানি না)।

তত্রৈব (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি। সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি, স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্থান্তঃস্থিতেন বা॥ শ্রীধরস্বামী॥ তীর্থেষু ভক্তিমতাং ভবতাং তীর্থাটনঞ্চ তীর্থানামেব মঙ্গলায় সম্পদ্যতে ইত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যে-নেত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি তীর্থীকুর্ব্বন্তি, ইতি মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ॥ চক্রবর্ত্তী॥৩১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না।" ৩০

এই শ্লোকে, ভক্ত ও ভগবান্ এতদুভয়ের পরস্পরের হৃদয়ের তাদাত্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে হৃদয়ে চিন্তা করেন, ভগবান্ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুকে সারবস্তু বলিয়া জানেনও না; সুতরাং ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; আধার ও আধেয়ে অভেদ মনে করিয়া, অথবা ভগবানের সঙ্গে ভক্তহৃদয়ের তাদাত্ম্য মনে করিয়াই ভগবানকে সাধুদিগের হৃদয় বলা হইয়াছে। তদ্রূপ, ভগবানও ভক্ত ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাঁহার আনন্দের সার নিদানীভূত বলিয়া জানেন না; তিনিও সর্ব্বদাই ভক্তকেই হৃদয়ে চিন্তা করেন; তাই ভক্তও সর্ব্বদা ভগবানের হৃদয়ে বিরাজিত; এজন্য ভক্তকেও ভগবানের হৃদয় বলা হইয়াছে।

ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবানের সতত অধিষ্ঠান, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইল যে, ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তিও অসম্ভব।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। প্রভো (হে প্রভো)! ভবদ্‌বিধাঃ (আপনার ন্যায়) ভাগবতাঃ (ভগবদ্‌ভক্তগণ) স্বয়ং (নিজেরাই) তীর্থীভূতাঃ (তীর্থস্বরূপ)। স্বান্তঃস্থেন (স্বহৃদয়স্থিত) গদাভৃতা (গদাধরের দ্বারা) তীর্থানি (তীর্থ-সমূহকে) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (তীর্থ করেন)।

অনুবাদ। যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন—হে প্রভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্ত-সকল নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। স্বহৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের প্রভাবে তাঁহারা তীর্থস্থানগুলিকে তীর্থরূপে পরিণত করেন। ৩১

বিদুর যখন তীর্থভ্রমণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই শ্লোকোক্ত কথা-গুলি বলিয়াছিলেন। শ্লোকটীর মর্ম্ম এইরূপঃ—তীর্থস্থান সকল জীবের পবিত্রতা সাধন করে; নিজকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ লোক তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু বিদুরের মত পরমভাগবত যাঁহারা, নিজেদিগকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের তীর্থযাত্রার প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ অপবিত্রতাই নাই। সমস্ত পবিত্রতার নিদান যিনি, যাঁহার স্মরণমাত্রেই জীব ভিতরে ও বাহিরে পবিত্র হইয়া যায়, সেই গদাধর শ্রীভগবান্ ঐ সকল পরমভাগবতদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজিত; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপবিত্রতার আভাস মাত্রও থাকিতে পারে না। তথাপি যে তাঁহারা তীর্থযাত্রা করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের লাভ কিছু নাই, লাভ কেবল তীর্থস্থান-গুলির। স্বতঃ তেজোময় অগ্নিতে ঘৃত সংযোগ করিলে তাহার দীপ্তি যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ স্বতঃপবিত্র তীর্থস্থান সমূহ, পরমভাগবতগণের আগমনে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের সংসর্গে অধিকতর পবিত্রতা ধারণ করে, মহাতীর্থরূপে পরিণত হয় (মহাতীর্থীকুর্ব্বন্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ)। অথবা, কেহ কেহ বলেন, মলিনচিত্ত তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে তীর্থস্থানগুলিও অপবিত্র হইয়া যেন অতীর্থরূপেই পরিণত হয়;

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার— | পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরমভাগবতদিগের আগমনে এই সকল অতীর্থীভূত তীর্থস্থান-সকল পবিত্রতাধারণ করিয়া আবার তীর্থরূপে পরিণত হয় (শ্রীধর স্বামী)। সুতরাং পরমভাগবতদিগের তীর্থপর্য্যটন, কেবল তীর্থের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

গদাধর শ্রীভগবান্ যে ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩১। যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সতত বিশ্রাম, এইরূপ ভক্ত কত রকম আছেন, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। এইরূপ ভক্ত দুই রকম—ভগবৎপার্ষদ, আর সাধকভক্ত।

সেই ভক্তগণ—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিশ্রামসুখ অনুভব করেন, সেই ভক্তগণ।

দ্বিবিধ প্রকার—দুই রকমের।

পারিষদগণ—পার্ষদগণ; যাঁহারা ভগবানের পরিকর-রূপে সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁহাদিগকে পার্ষদ-ভক্ত বলে। পার্ষদ-ভক্ত আবার দুই রকমের হইতে পারেন—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, আর সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের পরিকররূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন, যাঁহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় নাই, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, যেমন সঙ্কর্ষণাদি; কেহ কেহ শ্রীভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজসুন্দরীগণ; নিত্যসিদ্ধ জীবও থাকিতে পারেন। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার॥ নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥২।২২।৮-৯।" আর, যাঁহারা কিছুকাল মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া, পরে ভজন-প্রভাবে ভগবৎকৃপায় ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ বলে।

সাধকগণ—সাধকভক্তগণ; যাঁহারা এই সংসারে থাকিয়া যথাবস্থিত-দেহে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই সাধক বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্রে কোনও এক বিশেষ অবস্থায় উন্নীত সাধকগণকেই সাধকভক্ত বলা হয়। ভক্তিসাধনে প্রেমবিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, তারপর ভজন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি (আংশিক), তারপর ভজনে নিষ্ঠা, তারপর ভজনে রুচি, তারপর ভজনে আসক্তি, তারপর কৃষ্ণে রতি বা প্রেমাঙ্কুর, তারপর প্রেম। জীবের যথাবস্থিত-দেহে ইহার বেশী আর হয় না। যাহাহউক, প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের নাম রতি; এই রতি পর্য্যায়ে যাঁহারা উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জাত-রতি ভক্ত বলে; জাত-রতি ভক্তদেরও অপরাধোত্থ অনর্থ থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জাত-রতি ভক্তদিগকেই সাধকভক্ত বলা হয়; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের ১ম লহরীতে সাধক-ভক্তের লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে :—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৪।"

"যাঁহারা জাত-রতি ভক্ত, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহাদিগকে সাধক-ভক্ত বলে।" বিল্বমঙ্গলঠাকুরের ন্যায় ভক্তগণই সাধকভক্ত। 'বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৪৫॥" যে পর্য্যন্ত যথাবস্থিত দেহে সাধক অবস্থিত থাকেন, প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হইলেও বোধ হয় সেই পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাধক ভক্ত বলা হয়; কারণ, তখনও তাঁহার সাধনের দেহ বর্ত্তমান এবং তখনও তিনি নিত্য লীলায় সেবার উপযোগী দেহ পায়েন নাই—এরূপই পয়ারের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার—
অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ ৩২
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার-পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥ ৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশে—সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন—ভক্তের প্রেম। যাঁহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদনের উপযুক্ত কোনও বস্তুই নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের "সতত বিশ্রামের" সম্ভাবনাও নাই। জাত-রতি ভক্তদের চিত্তে প্রেমের অঙ্কুরমাত্র জন্মে; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য-বস্তুর অঙ্কুর আছে। কিন্তু অজাত-রতি ভক্তদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। যে ফুলে মধু জন্মে নাই, সে ফুলে ভ্রমর দেখা যায় না।

যাহাহউক, সাধক-ভক্তগণই জীবের উপদেষ্টা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন; জীবের পক্ষে তাঁহাদের দর্শনাদি অসম্ভব নয়। কিন্তু পার্ষদ-ভক্তগণ সাধারণতঃ কাহারও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের পরিকর-রূপে ভগবানের সঙ্গে থাকেন বলিয়া লোকের পক্ষে তাঁহাদের দর্শনাদি অসম্ভব। অবশ্য, যখন ভগবান্ প্রকট-লীলা করেন, তখন পরিকরগণও প্রকটিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়েন; তখন মাত্র তাঁহারা জীবের শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুও হইতে পারেন।

এই পয়ার পর্য্যন্ত গুরু-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে গুরুরূপেও বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, একমাত্র অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপ শিক্ষাগুরুই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; কারণ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, স্বরূপের অংশ। দীক্ষাগুরু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত এবং মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, প্রিয়তা-বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন এবং শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্যত্ব-বিধানের উদ্দেশ্যেই দীক্ষাগুরুকে কৃষ্ণস্বরূপ বা কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ মনে করার বিধি।

এই পয়ারে শিক্ষাগুরু-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে ভক্ত-প্রসঙ্গও বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ভক্তরূপে বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে যাইয়াই গ্রন্থকার বলিলেন—"পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর।" পার্ষদ-ভক্তের মধ্যে শ্রীসঙ্কর্ষণাদি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিশেষ; যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অংশ (যেমন, ব্রজ-সুন্দরীগণ), শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলা যায়। আর যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীব, কিম্বা যাঁহারা সাধক-ভক্ত, তাঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; প্রিয়তাবশতঃই অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের চিত্তের তাদাত্ম্যবশতঃই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-স্বরূপ বলা হয়।

৩২-৩৪। এই তিন পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে।

অবতার তিন রকমের—অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার। অংশাবতারকে স্বাংশও বলে; ইঁহারা স্বয়ংরূপেরই অংশ, অবশ্য স্বয়ংরূপ বা বিলাস-রূপ অপেক্ষা অল্প শক্তিই ইঁহাদিগে বিকাশ পায়। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল-ভা-১৭।" কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ, আর মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতার—অংশাবতার।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে দ্বিতীয়পুরুষ-গর্ভোদশায়ী হইতে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আবির্ভূত হয়েন; সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ইঁহাদিগকে **গুণাবতার** বলে। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা, ইনি ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা। বিষ্ণু সত্ত্ব-গুণের অধিষ্ঠাতা; ইনিই জগতের পালনকর্ত্তা। আর শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা; ইনি জগতের সংহার-কর্ত্তা। যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ও শিবের কার্য্য করান, অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহার করান। এইরূপ ব্রহ্মাকে জীব-কোটি ব্রহ্মা এবং শিবকে জীব-কোটি শিব বলে; ইঁহারা আবেশাবতার। দ্বিতীয়পুরুষের অংশ যাঁহারা, তাঁহারা ঈশ্বরকোটি।

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ—।
একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ৩৫
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৩৬
মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জ্ঞানশক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা ভগবান্ যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে **শক্ত্যাবেশ** অবতার বলে।

"জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ ল, ভা, ১৮।"

যাঁহাতে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হয়, তিনি গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়েন। আবেশ দুই রকম; যে সকল মহত্তম-জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর-পরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন; যেমন, নারদ, সনকাদি। আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা "আমিই ভগবান্" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন; যেমন ঋষভদেবাদি।

এই তিন রকম অবতারের মধ্যে অংশাবতারগণ এবং ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা ও শিব এবং বিষ্ণু—ইহাঁরা সকলেই ভগবানের স্বরূপের অংশ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশে এই কয়রূপে বিলাস করেন। আর শক্ত্যাবেশ-অবতারে যাঁহাদের মধ্যে শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা স্বরূপতঃ ভক্ত; এই সকল ভক্তের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-রূপে বিলাস করেন।

পুরুষ মৎস্যাদিক যত—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই তিন পুরুষ এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি যত অবতার আছেন, তাঁহারা অংশাবতার। **গুণাবতারে গণি**—গুণাবতাররূপে পরিগণিত। **সনকাদি**—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন। **পৃথু**—পৃথুরাজা। **ব্যাসমুনি**—ব্যাসদেব স্বরূপতঃ প্রাভব-অবতার; মতান্তরে শক্ত্যাবেশ-অবতার বলিয়া এস্থলে তাঁহাকে শক্ত্যাবেশাবতার বলা হইয়াছে। অবতার-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্য-লীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৫। এক্ষণে প্রকাশের কথা বলিতেছেন। "দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ" এই বাক্যে প্রকাশ অর্থ—আবির্ভাব, বিকাশ বা প্রাকট্য। এস্থলে পারিভাষিক অর্থে "প্রকাশ"-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, "প্রকাশ ও বিলাস" নামে এই প্রকাশের যে দুইটী ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "বিলাসে" পারিভাষিক প্রকাশের লক্ষণ নাই।

ভগবান দুই রূপে আত্মপ্রকট (প্রকাশ) করেন; তাহার এক রূপের নাম প্রকাশ, অপর রূপের নাম বিলাস। ৩৬।৩৭ পয়ারে প্রকাশের এবং ৩৮।৩৯ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

৩৬-৩৭। এই দুই পয়ারে প্রকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে। **একই বিগ্রহ**—একই মূর্ত্তি, একটী শরীর। **যদি হয় বহু রূপ**—যদি বহু স্থানে বহু পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। **আকার**—আকৃতি; রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি (প্রকাশ-প্রসঙ্গে লঘুভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এইরূপ অর্থই লিখিয়াছেন)। **আকারেত ভেদ নাহি**—বহু স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে যদি আকৃতিতে অর্থাৎ রূপ-গুণ-লীলাদিতে কোনও রূপ পার্থক্য না থাকে। **একই স্বরূপ**—বহু স্থানে প্রকটিত মূর্ত্তি-সমূহ যদি স্বরূপেও অভিন্ন থাকে; একই স্বরূপ যদি বহু স্থানে ঐরূপ একরূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট মূর্ত্তি-সমূহ প্রকটিত করেন।

মহিষীবিবাহে যৈছে—যেমন মহিষীদিগের বিবাহে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে ষোলহাজার গৃহে ষোলহাজার মহিষীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে ষোলহাজার স্থানে ষোলহাজার পৃথক্ মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকট করিয়াছিলেন; এই ষোলহাজার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে রূপ-গুণাদির কোনও পার্থক্য ছিলনা, সকল মূর্ত্তিই দেখিতে ঠিক একই রূপ। এই ষোলহাজার মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

একেনৈব বপুষা যুগপদেকস্মিন্নেব ক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ গৃহেষু পৃথক্ পৃথক্ প্রাচীরাদ্যাবৃতদ্ব্যষ্টসহস্রসংখ্যগৃহাঙ্গনেষু উদাবহৎ পরিণীতবান্ চিত্রং বতৈতদিতি। সৌভর্য্যাদয়ো হি কায়ব্যূহং কৃত্বৈব যুগপৎ বহ্বীভিঃ স্ত্রীভিঃ রমন্তে স্ম নত্বেকেনৈব কায়েনেতি ভাবঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৩২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যৈছে কৈল রাস—রাস-লীলায় যেমন করিয়াছিলেন। শারদীয়-মহারাসে একই শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে অবস্থিত ছিলেন; যত গোপী রাসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তত রূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছিলেন; এই সকল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রূপ-গুণাদিতে ঠিক একই রূপ ছিলেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি।

মুখ্য প্রকাশ—মুখ্য আবির্ভাব, মুখ্য বিকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তি। ৩৫ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে যে অর্থে প্রকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এস্থলেও সেই অর্থ। এই মুখ্য প্রকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তিই পারিভাষিক "প্রকাশ"-রূপ; স্বয়ংরূপের সঙ্গে ইহার কোনও রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া ইহাকে মুখ্য প্রকাশ (আবির্ভাব) বলা হইয়াছে। বিলাস, স্বয়ংরূপ হইতে আকৃতিতে একটু পৃথক্, যদিও স্বরূপে স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন; তাই বোধ হয়, বিলাসকে "গৌণ প্রকাশ (আবির্ভাব)" বলাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। মুখ্য-শব্দ হইতেই "গৌণ"-শব্দ ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ইহাকে কহিয়ে ইত্যাদি—এইরূপ বহু মূর্ত্তিকে (রাস-লীলায় বা মহিষী-বিবাহে একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন একই শরীরে একই সময়ে রূপ-গুণাদিতে একই রূপ বহু পৃথক্ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, সেইরূপ বহু মূর্ত্তিকে) শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ বলে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য-বিকাশ।

প্রকাশের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃতের একটী শ্লোকে লিখিত হইয়াছে; সেই শ্লোকটী গ্রন্থকার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অনেকত্র প্রকটতা" ইত্যাদি ৩৪শ শ্লোক। ঐ শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য।

মহিষী-বিবাহে এবং রাস-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ ২।২০।১৪০-১৫১ ॥ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। একঃ (একাকী) একেন (একই, অভিন্ন) বপুষা (শরীর দ্বারা) যুগপৎ (একই সময়ে) গৃহেষু (বহু গৃহে) পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে) দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোলহাজার) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীকে) উদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছিলেন), বত (অহো) চিত্রম্ (আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ বহু গৃহে আবির্ভূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ৩২।

নারদ যখন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া ষোলহাজার কন্যাকে নরকের গৃহ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক দ্বারকায়, একই দেহে, একই সময়ে ষোলহাজার পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নারদ বিস্মিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

সৌভরী ঋষি কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একই সময়ে বহু স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছিলেন; নারদেরও কায়ব্যূহ-রচনার শক্তি আছে; তথাপি তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া এক সময়ে ষোল হাজার রমণীকে বিবাহ করেন নাই। কায়ব্যূহে যোগ-প্রভাবে বহু শরীর ধারণ করা হয়; শ্রীকৃষ্ণ বহু-শরীর ধারণ করেন নাই; একই শরীরে একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহা যোগীদের শক্তির অতীত; মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব; কারণ, মানুষের শরীর সীমাবদ্ধ; একই সময়ে বহু গৃহ ব্যাপিয়া মানুষের শরীর অবস্থান করিতে পারে না। তাই যোগবল-সম্পন্ন মানুষকে কায়ব্যূহ-রচনায় বহু স্থানের জন্য বহু দেহ ধারণ

তত্রৈব (১০।৩৩।৩)—
রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ ॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতেন যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন তদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ৩৩ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে হয়—তাঁহার জীবাত্মাকে বহুদেহে সংক্রামিত করিতে হয়। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের পক্ষে এরূপ করার প্রয়োজন নাই; তিনি বিভুবস্তু, সর্ব্বব্যাপী, স্বরূপে একই দেহে তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে বিদ্যমান; তাই একই দেহে একই সময়ে তিনি বহু স্থানে সমান-রূপ-গুণ-সম্পন্ন অনন্ত দেহও প্রকটিত করিতে পারেন; বিভু-বস্তুর এই ভাবে যে আত্ম-প্রকটন, তাহাই প্রকাশ। লঘুভাগবতামৃতও বলেন—"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পৃথক্।—স্বয়ংরূপের সহিত প্রকাশের ভেদ নাই, স্বয়ং-রূপের শরীর হইতে ইহা পৃথক্ও নহে।" কায়ব্যূহে বিভিন্ন দেহে একই জীবাত্মার সংক্রমণ; আর প্রকাশে একই বিভু-দেহের বিভিন্ন স্থানে একই রূপে প্রকটন। বিভু ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই; সুতরাং প্রকাশে জীবাত্মার সংক্রমণের ন্যায় কোনও ব্যাপারও নাই; ভগবানের দেহ ও দেহী একই—আনন্দ। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার বিভু-দেহকে তিনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা, পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে প্রকাশ-রূপ প্রকট করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। কণ্ঠে গৃহীতানাং (কণ্ঠে গৃহীত) তাসাং (সেই গোপীদিগের) দ্বয়োর্দ্বয়োঃ (দুই দুই জনের) মধ্যে (মধ্যে) প্রবিষ্টেন (প্রবিষ্ট) যোগেশ্বরেণ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণেন (কৃষ্ণ দ্বারা) গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলমণ্ডিত) রাসোৎসবঃ (রাসোৎসব) সম্প্রবৃত্তঃ (সম্প্রবৃত্ত হইল); স্ত্রিয়ঃ (রমণীগণ) যং (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে) স্বনিকটং (নিজের নিকট) মন্যেরন্ (মনে করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসব সম্প্রবৃত্ত (সম্যক্ রূপে আরম্ভ) হইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, আর গোপীগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটেই বর্ত্তমান আছেন। ৩৩।

রাস—রসের সমূহ; পরমাস্বাদ্য রস-সমূহের সমবায়। **উৎসব**—ক্রীড়া-বিশেষরূপ সুখময় পর্ব্ব। **রাসোৎসব**—যে সুখময় পর্ব্বে ক্রীড়াবিশেষের দ্বারা পরমাস্বাদ্য রসসমূহ অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হয়, তাহাই রাসোৎসব। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—রসো বৈ সঃ—রসরূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। রাস-লীলায় পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের সহিত নৃত্য-গীত-আলিঙ্গনাদি-ক্রীড়ায় ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। গোপীগণ তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগের প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এবং গোপীদিগের প্রেমের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তৎসমস্তই এই রাসে অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হইয়াছে। পর্ব্বাদি-উপলক্ষে যেমন আহারাদির প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করা হয়, রাস-লীলায়ও শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীদিগের চক্ষুকর্ণাদির তৃপ্তিজনক অনেক রস-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছিল; তাই রাসোৎসব বলা হইয়াছে। **গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত**—গোপীদিগের মণ্ডলের দ্বারা পরিশোভিত। রাসে, পরমাসুন্দরী ব্রজাঙ্গনাগণ

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (১।২১)—
অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রকাশ-লক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি। নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিভাতীত্যেকস্যৈব বিগ্রহস্য যুগপদেব বহুতয়া বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্তভেদেভ্যোঽন্য এব। কুতঃ? ইত্যাহ, সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥ ৩৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মণ্ডলরূপে (চক্রাকারে) দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির উচ্ছলনে রাসস্থলীর শোভা সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। **সম্প্রবৃত্ত**—সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত (আরব্ধ); "সংপ্রবর্ত্তিত" না বলিয়া "সম্প্রবৃত্ত" বলায় বুঝা যাইতেছে যে, রাসোৎসব নিজেই নিজের প্রবর্ত্তক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রবর্ত্তক নহেন। বাস্তবিক প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণই; তথাপি রাসোৎসবকেই নিজের প্রবর্ত্তক বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য সমস্ত লীলা হইতে, সমস্ত শক্তি হইতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ষ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবকে স্বতন্ত্র-কর্ত্তৃত্ব দিয়া এবং নিজে রাসোৎসবের করণত্বমাত্র অঙ্গীকার করিয়া এই পরমোৎকর্ষই খ্যাপন করিলেন (বলদেববিদ্যাভূষণ)। কর্ত্তা যে ভাবে চালায়, করণকে সেই ভাবেই চলিতে হয়; কুম্ভকার তাহার চক্রকে যে ভাবে চালায়, চক্রও সেই ভাবেই চলে। চক্রের নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যে রাসোৎসবকেই কর্ত্তৃত্ব দিয়া নিজে করণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন—উৎসব তাঁহাকে যে ভাবে চালিত করিবে, তিনি সেই ভাবেই চলিবেন—ইহাতে তাঁহা অপেক্ষা উৎসবের উৎকর্ষ। অন্যান্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তাই থাকেন, করণ থাকেন না। তাই অন্যান্য লীলা হইতে রাস-লীলার উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, তাঁহার সমস্ত শক্তি তাঁহাদ্বারাই পরিচালিত, কিন্তু তিনি শক্তিদ্বারা পরিচালিত নহেন—এইরূপই তত্ত্বতঃ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। কিন্তু রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রাসলীলাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েন—সুতরাং তাঁহার সমস্ত শক্তি হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ষ। যে যাহার অপেক্ষা রাখে, তাহাকে তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়॥ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ রস-আস্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত; রাসোৎসবেই নানাবিধ পরমাস্বাদ্য রসের অভিব্যক্তি; তাই শ্রীকৃষ্ণকে রাসোৎসবের অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে রাসোৎসব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ—পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। যোগা+ঈশ্বর=যোগেশ্বর। যোগা—যোগমায়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি; তাহার ঈশ্বর যিনি, তিনি যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ)। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগ-মায়ার অধীশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত সমস্ত গোপীদিগের পরমোৎকণ্ঠা অবগত হইয়া এই যোগমায়াই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির অবস্থিতি সম্ভব করিলেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বরত্বের পরিচায়ক। **কণ্ঠে গৃহীতানাং**—শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুদ্বারা প্রত্যেক গোপীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে রাসলীলায় প্রকাশ-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। একস্য (একই) রূপস্য (রূপের) অনেকত্র (অনেকস্থানে) একদা (একই সময়ে) যা (যেই) প্রকটতা (প্রাকট্য) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে) তৎস্বরূপা এব (সেই মূলরূপের তুল্যই) সঃ (তাহা) প্রকাশঃ (প্রকাশ) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্‌রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে। ৩৪।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় "বিলাস" তার নাম॥ ৩৮

তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (১।১৫)—
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিলাসস্য লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি। অন্যাকারং বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশম্। তস্য, মূলরূপস্যাব্যবহিতস্য। বিলাসতঃ লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি কৈশ্চিদ্গুণৈরূনমিত্যর্থঃ। তেচ "লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥" (ভ, র, সি, দ, ১।১৮) ইত্যুক্ত্যা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ। এবমন্যত্র॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ॥ ৩৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকস্থ **"সর্ব্বথা"**-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ—আকৃতিতে, গুণে, লীলায় একরূপ—ইহাই সর্ব্বথাশব্দের তাৎপর্য্য।" **তৎস্বরূপ**—আকৃতিতে, গুণে, লীলায় **সম্যক্‌রূপে** স্বয়ংরূপের তুল্য। **একস্য রূপস্য**—একই বিগ্রহের; একই শরীরের। ৩২শ শ্লোকের তাৎপর্য্যের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৩৮। এক্ষণে "বিলাসের" লক্ষণ বলিতেছেন। **একই বিগ্রহ**—একই স্বরূপ, একই শরীর।

আকার—আকৃতি, অঙ্গ-সন্নিবেশ। **আন**—অন্যরূপ, মূলরূপ হইতে ভিন্ন। **অনেক প্রকাশ**—বহু আবির্ভাব। অথবা, ন এক অনেক, পৃথক্; মূলরূপ হইতে পৃথক্‌রূপে আবির্ভাব।

একই স্বরূপ পৃথক্ আকৃতিতে যদি পৃথক্ ভাবে আবির্ভূত হয়েন, তবে এই পৃথক্ আবির্ভাবকে **বিলাস** বলে। প্রকাশের ন্যায় বিলাসও একই বিভুরূপেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তবে পার্থক্য এই যে, প্রকাশে অঙ্গ-সন্নিবেশ, রূপ, গুণ প্রভৃতি মূল স্বরূপের তুল্যই থাকে; কিন্তু বিলাসে আকৃতি ও রূপাদি মূল স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকে; শক্তি-আদিও মূলস্বরূপ হইতে কিছু কম থাকে। পরবর্ত্তী প্রমাণ-শ্লোক হইতে তাহা বুঝা যাইবে। পরব্যোম-নাথ নারায়ণ, ব্রজের শ্রীবলদেবচন্দ্র, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। তস্য (তাঁহার) যৎস্বরূপং (যে স্বরূপ) বিলাসতঃ (লীলাবশতঃ) অন্যাকারং (ভিন্ন-আকারে), প্রায়েণ (প্রায়শঃ) আত্মসমং (মূলস্বরূপতুল্য) ভাতি (প্রকাশ পায়), সঃ (সেই) বিলাসঃ (বিলাস) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্নাকারে প্রায়শঃ মূলরূপের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে বিলাস বলে। ৩৫।

অন্যাকারং—বিলাসের আকার ও মূলরূপের আকার একরূপ নহে; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, তাঁহার বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ; শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, তাঁহার বিলাস শ্রীবলদেবচন্দ্র শ্বেতবর্ণ। **আকার**—অঙ্গ-সন্নিবেশ।

প্রায়েণ আত্মসমং—প্রায়-শব্দে ন্যূনতা প্রকাশ পায়; তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাসে কোন কোন গুণ স্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম থাকে। "প্রায়েণেতি—কৈশ্চিদ্গুণৈরূনমিত্যর্থঃ। বলদেব-বিদ্যাভূষণ॥" লীলা, প্রেয়সীদিগের প্রতি প্রেমাধিক্য, বেণু-মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য—নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী অসাধারণ গুণ। "লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥ ভ, র, সি, দ, ১।১৮॥" এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ বলিয়া বিলাসরূপ নারায়ণে এই গুণগুলি নাই। অন্যান্য বিলাসরূপেও এইরূপে গুণের ন্যূনতা আছে।

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৩৯
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার—
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৪০
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা।

৩৯। এই পয়ারে বিলাসস্বরূপের উদাহরণ দিতেছেন। বলদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দ্বারকাচতুর্ব্যূহ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

৪০। প্রকাশের কথা বলিয়া এক্ষণে শক্তির কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত **শক্তির** মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির আবার তিন রকম অভিব্যক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। যে শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তবৃন্দকেও আনন্দিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী; যে শক্তি দ্বারা তিনি নিজের এবং সকলের সত্তা রক্ষা করেন, তাহার নাম সন্ধিনী; এবং যে শক্তিদ্বারা তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ হ্লাদিনী-শক্তির কথাই বলা হইতেছে। হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস আবার তিন রকম—ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণ, দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ। ইঁহারা সকলেই হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস।

পরব্যোমের মধ্যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে; তাঁহাদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে। এই সকল স্বরূপের যে প্রেয়সীগণ, তাঁহাদিগকেও **লক্ষ্মী** বলে। এজন্য **"লক্ষ্মীগণ"** বলা হইয়াছে। **ঈশ্বরের শক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। **পুরে**—দ্বারকায়।

৪১। **ব্রজে গোপীগণ**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ। **আর সভাতে প্রধান**—অন্য সকল হইতে প্রধান; মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ পয়ারের শেষার্দ্ধে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই পয়ারে **গোপী** শব্দ একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যশোদা-মাতাও গোপী, যেহেতু তিনি গোপরাজ নন্দ-মহাশয়ের গৃহিণী; কিন্তু এই পয়ারে গোপী-শব্দে যশোদা-মাতা বা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া অন্য কোনও গোপীকে বুঝাইতেছেনা; তাঁহারা সন্ধিনী-শক্তির বিলাস, হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস নহেন। গোপী-প্রেম, গোপীভাব প্রভৃতি স্থলের "গোপী"-শব্দের ন্যায়, এই পয়ারেও গোপী-শব্দ বিশেষ অর্থে (কৃষ্ণ-প্রেয়সী অর্থে) ব্যবহৃত হইয়াছে; এই অর্থ-সঙ্গতির হেতু দেখান যাইতেছে।

গুপ্ ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গুপ্ ধাতু রক্ষণ-অর্থে ব্যবহৃত হয়; তাহাতে, গোপী-অর্থ—রক্ষা-কারীণী। কি রক্ষা করেন, তাহার উল্লেখ না থাকায়, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে (ব্যাপক-অর্থে) অর্থ করিলে, যাহা কিছু রক্ষণীয়, তাহাই রক্ষা করেন যে রমণীগণ, তাঁহাদিগকেই গোপী বলা যাইতে পারে। যে স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তের আধার বা আশ্রয়ই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কারণ, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের বশে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে পারেন যে রমণীগণ, তাঁহারাই গোপী। শ্রীকৃষ্ণকে বশে রাখিবার একমাত্র উপায় প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত; এই প্রেম যাঁহার যত বেশী, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও তত বেশী। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; এই প্রেমবশ্যতা এত বেশী যে, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই প্রেয়সীদিগের নিকটে নিজের ঋণিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অন্য কাহারও নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ঋণী নহেন; সুতরাং কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের পর্য্যবসান।

আর এক ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। যাহা কিছু আস্বাদ্য, যাহা কিছু আনন্দদায়ক, তাহাই লোকে রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রস-স্বরূপ, তাঁহাতেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা; তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি পূর্ণতম-রূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় যে মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণেরই নিজস্ব-সম্পত্তি; শ্রীকৃষ্ণের

স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কায়ব্যূহ,—তার সম। ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ মহাভাব-সম্পত্তি রক্ষা করেন বলিয়া কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের চরমতাৎপর্য্যের পর্য্যবসান।

অধিকন্তু, লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণও ভগবৎপ্রেয়সী; তাঁহাদের সঙ্গে গোপীগণের উল্লেখ করাতে, গোপী-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যাতে ইত্যাদি—যেহেতু ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সেই হেতু ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী গোপীগণও লক্ষ্মীগণ এবং মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪২। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী বলিয়া গোপীগণ কিরূপে লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন, তাহা প্রথম পয়ারার্দ্ধে বলিতেছেন—তাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণের সম" বলিয়া।

স্বয়ংরূপ—যাঁহার স্বরূপ অন্য কোনও স্বরূপের অপেক্ষা রাখে না, পরন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলে। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।—ল, ভা, ১২॥" পরব্যোমনাথ নারায়ণ, কি অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, সমস্তের মূল শ্রীকৃষ্ণ; অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের অস্তিত্ব, কি তাঁহাদের ভগবত্তার অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপর ও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভগবত্তা অপর কাহারও উপর নির্ভর করেন না; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ; তাই শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বয়ংসিদ্ধরূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥১।২।৭৪॥" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥১।২।১০২॥" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥১।২।৮৯॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮॥"

কায়ব্যূহ—কায়ব্যূহ-শব্দের তাৎপর্য্য এই পরিচ্ছেদের ৩২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ বিভুবস্তু; বিভুবস্তুর পক্ষে কায়ব্যূহ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কায়ব্যূহ-শব্দটী পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ, অভেদ-অর্থেই কায়ব্যূহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগবল-সম্পন্ন সৌভরী-আদি ঋষিগণের কায়ব্যূহ যেমন তাঁহাদের স্বদেহেরই-তুল্য—স্বদেহে ও কায়ব্যূহে যেমন কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁহার প্রেয়সীগণের ভেদ নাই। প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াই,—মূল দেহের সঙ্গে কায়ব্যূহের যেমন অভেদ, তদ্রূপ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগেরও অভেদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অথবা, **ব্যূহ**—সমূহ (ইতি মেদিনী)। **কায়ব্যূহ**—কায়সমূহ, শরীর-সমূহ; আবির্ভাব-সমূহ। গোপীগণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই দেহসমূহ বা আবির্ভাব-সমূহ; শ্রীকৃষ্ণই গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; এস্থলেও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ মনে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দনই স্বরূপ, ধাম ও পরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা বিস্তার করেন। স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য লইয়াই তাঁহার পূর্ণতা। পরিকরাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাস; সুতরাং পরিকরবর্গও তাঁহারই রূপ-বিশেষ। অথবা, **কায়**—মূর্ত্তি (শব্দকল্পদ্রুম)। **ব্যূহ**—সমূহ। **কায়ব্যূহ**—মূর্ত্তিসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তি-বিশেষ।

কোন কোন গ্রন্থে "স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের হয় শক্তি—তাঁর সম" পাঠ আছে। এই পাঠের অর্থ অতি পরিষ্কার। ব্রজগোপীগণ স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণের শক্তি বলিয়া কৃষ্ণের সমান।

তাঁর সম—কৃষ্ণের সম বা অনুরূপ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ কৃষ্ণেরই মূর্ত্তি-বিশেষ বলিয়া, তাঁহাদের আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অনুরূপ।

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সভার বন্দন।
এ সভার বন্দন সর্ব্ব-শুভের কারণ ॥৪৩
প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়-শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৪৪
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৩৬
ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম ॥৪৫
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড় দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয় ॥৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"স্বয়ং-রূপকৃষ্ণের কায়বূ্যহ" এই বাক্যে দেখান হইল যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ-বিশেষ। তারপর "তাঁর-সম" বাক্যে বলা হইল যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ-বিশেষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের যেখানে যেরূপ আবির্ভাব হয়, তাঁহার স্বরূপশক্তি প্রেয়সী-বর্গেরও সেখানে তদনুরূপ (ও স্বরূপের সহিত লীলার উপযোগী) আবির্ভাব হয়। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥—১।৯।১৪৩ ॥ শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপে লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী স্বরূপ-শক্তিও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন; শ্রীবিষ্ণু যখন দেবরূপে লীলা করেন, তখন ইনি দেবী; শ্রীবিষ্ণু যখন মানুষরূপে লীলা করেন, তখন ইনি মানুষী ॥"

যাহা হউক, এই প্রমাণ হইতে বুঝা গেল, শ্রীভগবান্ স্বয়ং-রূপে যে ধামে লীলা করেন, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি প্রেয়সীও সেই ধামে স্বয়ংরূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। যে ধামে ভগবান্ বিলাস-রূপে লীলা করেন, সেই ধামের প্রেয়সীও স্বয়ং-রূপের প্রেয়সীর বিলাস ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংরূপ, সুতরাং তাঁহার প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাও শক্তির স্বয়ং-রূপ। ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের মূল, শ্রীরাধাও অন্যান্য স্বরূপের প্রেয়সীগণের মূল—তিনি মূলকান্তা-শক্তি। দ্বারকা-নাথ শ্রীকৃষ্ণের (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের) প্রকাশ; সুতরাং দ্বারকা মহিষীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; সুতরাং নারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীও শ্রীরাধার বিলাস। এইরূপে শ্রীরাধিকা হইলেন মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠা, কারণ তিনি তাঁহাদের মূল। আবার শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীরাধারই কায়বূ্যহরূপা। "আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়বূ্যহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥১।৪।৬৮॥" সুতরাং ব্রজদেবীগণও মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত-সহিতে হয় ইত্যাদি—ভক্ত-সহিতে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ (পরিকর) হয়। পূর্ব্বে ১৫শ পয়ারে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥" এই পয়ারোক্ত "ভক্ত" হইতে "প্রকাশ" পর্য্যন্ত এবং "কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ। শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস। এই পাঠান্তরের "ভক্ত" হইতে "শক্তি" পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবরণ বা পরিকর; ইহাই এই পয়ারার্দ্ধের তাৎপর্য্য। নারদ, সদাশিব, বলদেবাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবরণ, তদ্রূপ শ্রীবাসাদি, শ্রীঅদ্বৈতাদি, শ্রীনিত্যানন্দাদি ও শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবরণ।

"ভক্ত সহিত সবে তাঁর হয় আবরণ" এইরূপ পাঠও আছে।

এই পয়ারার্দ্ধে ভক্ত-শব্দে নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেই বুঝাইতেছে।

৪৪। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের অর্থ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ-প্রকাশের উপক্রম করিতেছেন। সামান্য ও বিশেষ বন্দনের লক্ষণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়াদি ১।১।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৫-৪৬। "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

এই দুই পয়ারের মর্ম্ম ঃ—দ্বাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজে বিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি উজ্জ্বলতায় কোটি সূর্য্যকে এবং স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করিত। কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগত-আনন্দ ॥৪৭
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৪৮
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু দান ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজে—প্রকট-ব্রজলীলায়, বৃন্দাবনে। **বিহরে**—বিহার করিতেন, লীলা করিতেন। **পূর্ব্বে**—দ্বাপরে। **দোঁহার নিজধাম**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অঙ্গকান্তি। **ধাম**—কান্তি, জ্যোতিঃ। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রকে পরাজিত করিত; অঙ্গকান্তি কোটি-সূর্য্যের জ্যোতিঃ হইতেও উজ্জ্বল এবং কোটি-চন্দ্রের জ্যোতিঃ হইতেও স্নিগ্ধ ছিল। কান্তি কোটি-সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের তেজের ন্যায় জ্বালা ছিল না, তাহা বরং কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও স্নিগ্ধ ছিল; ইহাই তাৎপর্য্য।

সেই দুই—সেই কৃষ্ণ ও বলরাম। **সদয়**—দয়ালু। **জগতেরে হইয়া সদয়**—জগদ্‌বাসী জীবের প্রতি কৃপা করিয়া। **গৌড়-দেশে**—বঙ্গদেশে, নবদ্বীপে। **পূর্ব্ব-শৈলে**—পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতে; উদয়াচলে, যেখানে চন্দ্রের ও সূর্য্যের উদয় হয়। গৌড়দেশকে উদয়াচলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, গৌড়-দেশরূপ পূর্ব্ব-শৈলে। **করিলা উদয়**—উদিত হইলেন; অবতীর্ণ হইলেন। সূর্য্য-চন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকস্থ উদয়াচলে উদিত হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণবলরামও গৌর-নিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

গৌর-নিত্যানন্দকে সূর্য্য-চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা দিয়া শ্লোকস্থ পুষ্পবন্তৌ (সূর্য্য-চন্দ্র) শব্দের অর্থ করিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্রের সঙ্গে উপমার সার্থকতা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেখান হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এবং শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যুগাবতার নহেন।

৪৭। **যাঁহার প্রকাশে**—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে। **সর্ব্বজগত আনন্দ**—সমস্ত জগতের আনন্দ উত্থিত হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়ে, অন্ধকারের অপগম হয় বলিয়া জীবের আনন্দ হয়; কিন্তু সূর্য্যের তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু উদ্বেগ জন্মে। রাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সূর্য্যতাপের গ্লানি দূর হইয়া জীবের আনন্দের উদয় হয়। যদি এমন কোনও বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার কান্তি কোটি-সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জল বটে, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের তাপ নাই, আছে কোটি-চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর স্নিগ্ধতা, তাহা হইলে লোকের যে আনন্দ জন্মে, তাহা অবর্ণনীয়। গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবে জীবের এইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দেরই উদয় হইয়াছিল।

৪৮-৪৯। শ্লোকস্থ "তমোনুদৌ" শব্দের অর্থ ৪৮শ পয়ারে এবং "শন্দৌ"-শব্দের অর্থ ৪৯শ পয়ারে করা হইয়াছে।

সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, কোথায় কোন্ বস্তু আছে, তাহা সকলকে দেখাইয়া দেয় এবং সাময়িক ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ করিয়া দেয়; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছেন এবং জীবের সাক্ষাতে তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত করিয়াছেন।

এই দুই পয়ারে সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সাদৃশ্য দেখাইলেন। **সূর্য্য-চন্দ্র**—শ্লোকস্থ পুষ্পবন্তৌ শব্দের অর্থ। **হরে**—হরণ করে, দূর করে। সূর্য্যের বা চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। **বস্তু প্রকাশিয়া**—দিনে সূর্য্যের এবং রাত্রিতে চন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন কোনও বস্তুই দেখা যায় না। সূর্য্যের বা চন্দ্রের উদয়ে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত বস্তুই দেখা যায়, প্রকাশিত হয়। **করে ধর্ম্মের প্রচার**—ধর্ম্মের প্রচার করে (সূর্য্য-চন্দ্র)। যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দিবাভাবে করণীয়, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়; আর যে সকল অনুষ্ঠান রাত্রিতে করণীয়, চন্দ্রোদয় হইলেই সে সমুদয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। চন্দ্রের সঙ্গে রাত্রিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এজন্য চন্দ্রের একটী নামও রজনীকান্ত। তাই চন্দ্র-শব্দের উল্লেখে এস্থলে

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'। | ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাত্রিকালই সূচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অথবা, তিথি-ভেদে যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করণীয়, চন্দ্রের গতি-বিধির উপরেই তাহাদের অনুষ্ঠান-সময় নির্ভর করে; সুতরাং চন্দ্রকেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের নিয়ামক বা প্রচারক বলা যাইতে পারে। **এই মত**—সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায়। **দুই ভাই**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। **অজ্ঞান-তমোনাশ**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারেরর বিনাশ। **তমঃ**—অন্ধকার; জীবের অজ্ঞানকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **অজ্ঞান**—তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবের কর্ত্তব্য; এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাই অজ্ঞান; কারণ এই সমস্তই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির হেতু; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে অজ্ঞান-তমের অর্থ করা হইয়াছে।

তত্ত্ব-বস্তু—সত্যবস্তু; নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ এবং মায়া-কবলিত জীবের পক্ষে সেই সম্বন্ধ-স্ফুরণের উপায়—এই কয়টী তত্ত্ব বা বিষয়ই জীবের বিশেষ জ্ঞাতব্য। কিন্তু জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে এই তত্ত্বগুলি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, জীব এগুলি জানিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া এই তত্ত্বরূপ বস্তুগুলি প্রকাশ করিলেন, জীবকে তত্ত্ব জানাইয়া দিলেন। সূর্য্যচন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইলে যেখানে যে বস্তু আছে, তাহা যেমন প্রকাশ হইয়া পড়ে; তদ্রূপ শ্রীনিতাই-গৌরের আবির্ভাবে জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হইল এবং জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদের কৃপায় জীবের চিত্তে প্রকাশ পাইল। ৫৪শ পয়ারে তত্ত্ব-বস্তুর অর্থ করা হইয়াছে।

৫০। অজ্ঞান-তমঃ-শব্দের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। কৃষ্ণ-কামনা কিম্বা কৃষ্ণ-ভক্তি কামনা ব্যতীত অন্য যে সকল কামনা আছে, সমস্তই অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানকে তমঃ বা অন্ধকার বলিবার হেতু এই যে, অন্ধকারে যেমন কোনও বস্তু দেখা যায় না, কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা হৃদয়ে থাকিলেও তত্ত্ব-বস্তুর উপলব্ধি হয় না। কারণ, অজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফলই হইল, নিজের সুখের বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা—ভুক্তি-মুক্তি-কামনা। যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তির কামনা হৃদয়ে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিরাণীর স্থান হইতে পারে না।

> ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ২।পূ।১।১৫ ॥ প, পু, পা, ৪৬।৬২

ভক্তির কৃপা না হইলে তত্ত্ব-বস্তুর অনুভূতিও হইতে পারে না। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।" ইহাই শ্রীভগবদুক্তি।

কৈতব—বঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা। অজ্ঞানতমকে আত্মবঞ্চনা বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই—অজ্ঞান তম যতক্ষণ হৃদয়ে থাকিবে, ততক্ষণ ভক্তিরাণীর কৃপা হইতে পারে না; ভক্তিরাণীর কৃপাব্যতীত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবাও পাওয়া যাইতে পারেনা, শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে অসমোর্দ্ধ আনন্দ আছে, তাহাও পাওয়া যায় না। জীব সর্ব্বদাই আনন্দ চাহে; চিদানন্দরস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই জীব নিত্য-শাশ্বত আনন্দ পাইতে পারে, ইহাই শ্রুতির-সিদ্ধান্ত। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তৈঃ ২।৭॥" অজ্ঞান-তমের ফলে জীব তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে জীব অজ্ঞানের ফলে পায়, ঐহিক সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি সুখ,—যাহা অস্থায়ী এবং দুঃখমিশ্রিত। এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখমিশ্রিত সুখকেই, জীব অজ্ঞানবশতঃ তাহার একমাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করে এবং তাই নিত্য-শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান হইতে বিরত হয়। অজ্ঞানের ফলে জীব এইভাবে বঞ্চিত হয় বলিয়া অজ্ঞানকে কৈতব বা প্রতারণা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম-অর্থ ইত্যাদি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ আদির বাসনাই অজ্ঞানরূপ কৈতব বা প্রতারক; ধর্ম্ম-অর্থাদির

তথাহি (ভাঃ ১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ বক্ষ্যমাণশাস্ত্রস্য কর্ম্মজ্ঞানভক্তিপ্রতিপাদকেভ্যঃ ত্রিকাণ্ডবিষয়-শাস্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যং দর্শয়ন্ ক্রমাদুৎকর্ষমাহ ধর্ম্ম ইতি। অত্র যস্তাবদ্ধর্ম্মো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইত্যাদিকয়া। অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণমিত্যন্তয়া রীত্যা ভগবৎসন্তোষণৈকতাৎপর্য্যেণ শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদন-তয়া নিরূপণাৎ। পরম এব। যতঃ সোঽপি তদেকতাৎপর্য্যত্বাৎ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ। প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকত্বেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানামেব তদুপলক্ষণত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালূনামেব চ সতাং স্বধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে। এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবতঃ কর্ম্মশাস্ত্রাদুপাসনাশাস্ত্রাচ্চাস্য তত্তৎপ্রতিপাদকাংশে অপি বৈশিষ্ট্যমুক্তম্। উভয়ত্রৈব ধর্ম্মোৎপত্তেঃ। তদেবং সাক্ষাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপস্য বার্ত্তাতু দূরত আস্তামিতি ভাবঃ। অথ জ্ঞানশাস্ত্রেভ্যোঽপ্যস্য পূর্ব্ববদ্বৈশিষ্ট্যমাহ বেদ্যমিতি। তৈর্ব্যাখ্যাতং ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েষু তেষু প্রতিপাদিতমপি শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য ইত্যাদিন্যায়েন বেদ্যং নিঃশ্রেয়সং ন ভবতীতি। বস্তুনস্তস্য সশক্তিত্বমাহ। তাপত্রয়ং মায়াকার্য্যমুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাঽবিদ্যাপর্য্যন্তং খণ্ডয়তীতি স্বরূপ-শক্ত্যা। তথা শিবং পরমানন্দং দদাত্যনুভাবয়তি ইতি চ তয়ৈবেত্যনেনেদং জ্ঞাপ্যতে অন্যত্র মুক্তাবনুভবমননেঽপুরুষার্থত্বাপাতঃ স্যাৎ তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ট্যমিতি। ন চাস্য তত্তদ্দুর্লভবস্তুসাধনত্বে তাদৃশনিরূপণসৌষ্ঠবমেব কারণমপিতু স্বরূপমপীত্যাহ। শ্রীমদ্ভাগবত ইতি। ভাগবতত্বং ভগবৎপ্রতিপাদকত্বম্। শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশ-স্বাভাবিকশক্তিমত্ত্বম্। নিত্যযোগে মতুপ্। অতএব সমস্ততয়ৈব নির্দ্দিশ্য নীলোৎপলাদিবত্তন্নামত্বমেব বোধিতম্। অন্যথাতু অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতাদোষঃ স্যাৎ। অত উক্তং গারুড়ে। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ইতি। শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধাবিতি। টীকাকৃদ্ভিরপি। শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুরিতি। অতঃ ক্বচিৎ কেবলং ভাগবতাখ্যত্বং তু সত্যভামা ভামেতিবৎ। তাদৃশপ্রভাবত্বে কারণং পরমশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃকত্বমপ্যাহ। মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্যৈব পরমবিচারপারঙ্গতত্বাৎ মহাপ্রভাবগণশিরোমণিত্বাচ্চ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে। কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মিত্যাদ্যনুসারেণ সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে। তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যজাতমন্যত্রাপি প্রায়ঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বাসনাই আত্মেন্দ্রিয়-সুখের দিকে, অথবা আত্ম-দুঃখ-নিবৃত্তির দিকে জীবকে প্রলুব্ধ করে এবং নিত্য-আনন্দের অনুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করিয়া জীবকে প্রতারিত করে।

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক প্রাপ্তি। ভোগ-কাল অতিবাহিত হইলেই আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। **অর্থ**—ধনরত্নাদি; এই সমস্ত কেবল ভোগের উপকরণ, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উপকরণ মাত্র। এই ভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিও ক্ষণস্থায়ীমাত্র; আবার দুঃখমিশ্রিত। **কাম**—অভীষ্ট বস্তু; আত্মেন্দ্রিয়-সুখ। **মোক্ষ**—মুক্তি, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য। যাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ভগবানের সঙ্গে সেব্য-সেবকত্ব ভাবও থাকেনা। তাঁহারা, স্বরূপতঃ ভগবানের দাস হইয়াও নিজেদিগকে ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করেন; সুতরাং ভগবৎ-সেবার সুযোগ তাঁহাদের থাকেনা; তাই সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মহামুনিকৃতে (মহামুনিকৃত) অত্র (এই) শ্রীমদ্ভাগবতে (শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে) নির্ম্মৎসরাণাং (নির্ম্মৎসর) সতাং (সাধুদিগের) প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ (কৈতবশূন্য) পরমঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) [নিরূপ্যতে] (নিরূপিত হইয়াছে)। অত্র (ইহাতে) তাপত্রয়োন্মূলনং (ত্রিতাপ-নাশক) শিবদং (মঙ্গলপ্রদ) বাস্তবং (পরমার্থভূত)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সম্ভবতু নাম সর্ব্বজ্ঞানশাস্ত্র-পরমজ্ঞেয়-পুরুষার্থ-শিরোমণি-শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্তত্রৈব সুলভ ইতি বদন্ সর্ব্বোর্দ্ধপ্রভাবমাহ কিং বেতি। অপরৈর্মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতৈশ্বরারাধন-লক্ষণধর্ম্ম-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈরনুক্তৈ র্বা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিত্তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে। স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়রহস্যপ্রবক্তব্য-প্রতিপাদনাদে র্বিশেষত ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। অতএবাত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি অতো নিত্যমেতৎ শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৩৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বস্তু (দ্রব্য) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য)। পরৈঃ (অন্যশাস্ত্রদ্বারা) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) হৃদি (হৃদয়ে) কিংবা (কি) সদ্যঃ (তৎক্ষণেই) অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন ?); অত্র (ইহাতে—শ্রীমদ্ভাগবতে) কৃতিভিঃ (কৃতি) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রবণেচ্ছুগণকর্ত্তৃক) তৎক্ষণাৎ (সেই সময় হইতেই) (অবরুধ্যতে) (অবরুদ্ধ হয়েন)।

অনুবাদ। মহামুনি শ্রীনারায়ণকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে, নির্ম্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় সম্যক্‌রূপে ফলাভি-সন্ধিশূন্য পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে, তাপত্রয়ের মূলোৎপাটক এবং পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু জানিতে পারা যায়। অন্য শাস্ত্রদ্বারা, বা অন্য শাস্ত্রোক্ত-সাধন দ্বারা ঈশ্বর কি সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন ? (অর্থাৎ হয়েন না)। কিন্তু যে সমস্ত কৃতী ভক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রবণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন। ৩৭।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটনের বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবতে উপদিষ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল, এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রাকট্যের বিবরণ। শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ **মহামুনিকৃত।** এই মহামুনি কে ? শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। শ্রুতি বলেন, স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। সৃষ্টির প্রাক্কালে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকটে, চতুঃশ্লোকীরূপে সংক্ষেপে এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে এই চতুশ্লোকীরই বিবৃতিরূপে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্বে উল্লিখিত ২৩।২৪।২৫।২৬ শ্লোকই শ্রীনারায়ণ-প্রোক্ত শ্লোক-চতুষ্টয়।

এই গ্রন্থের **শ্রীমদ্ভাগবত**-নামেরও বেশ সার্থকতা আছে। এই গ্রন্থে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম **ভাগবত। শ্রীমৎ** শব্দের অর্থ স্বাভাবিক-শক্তি-সম্পন্ন; শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির যেমন মণি-মন্ত্র-মহৌষধির ন্যায় স্বাভাবিক-অচিন্ত্য-শক্তি আছে, এই ভাগবত-গ্রন্থেরও তাদৃশ স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তি আছে বলিয়া নাম হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবৎ-তত্ত্বপ্রতিপাদক এই শ্রীগ্রন্থ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ইহার প্রামাণ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে উপদিষ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাকে বলা হইয়াছে **পরম ধর্ম্ম।** পরম-ধর্ম্ম-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে। শ্রীভা ১।২।৬॥"—এই বচনানুসারে, পরম ধর্ম্ম হইতেছে সেই ধর্ম্ম, যাহা হইতে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানে ভক্তি জন্মে। এই ভক্তির তাৎপর্য্য কি ? "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্। শ্রীভা ১।২।১৩॥" এই প্রমাণানুসারে শ্রীভগবৎ-প্রীতিই পরমধর্ম্মের একমাত্র তাৎপর্য্য। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এবং একমাত্র লক্ষ্য হইল—শ্রীভগবৎপ্রীতি ; ভগবৎপ্রীতি-সাধন ব্যতীত অন্য কোনওরূপ বাসনা যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহা হইলে, তাহা—ধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু পরম-ধর্ম্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম) হইবে না। এজন্যই এই পরম-ধর্ম্মকে বলা হইয়াছে **"প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব"**—যাহা হইতে কৈতব প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৈতবের ছায়ামাত্রও নাই॥ কৈতব কি? **কৈতব** অর্থ বঞ্চনা বা কপটতা। যাহাতে বাহিরে এক রকম এবং ভিতরে আর এক রকম ব্যবহার থাকে, তাহাই কপটতা। এখন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কপটতা কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা অপেক্ষা অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে কপটতা থাকিয়া গেল। "অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ শ্রীভা ১।২।১৩॥" এই প্রমাণানুসারে ভগবৎসন্তোষণই ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য বা তাৎপর্য্য; সুতরাং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবৎ-প্রীতি-কামনাব্যতীত অন্যকামনা সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান কপটতাময় হইল। অতএব ভগবৎ-প্রীতি-কামনাব্যতীত অন্য কামনা—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামনাই হইল ধর্ম্মসম্বন্ধে কপটতা বা কৈতব। এইরূপ স্বসুখ-বাসনারূপ কপটতা পরিত্যক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মে, তাহাই প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম।

প্রশ্ন হইতে পারে, উজ্‌ঝিত অর্থই পরিত্যক্ত; "উজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম" বলিলেই স্বসুখবাসনাশূন্য ধর্ম্ম সূচিত হইত; তথাপি প্র-উপসর্গযোগ করা হইল কেন? প্র-উপসর্গের কোনও সার্থকতা আছে কিনা? টীকাকার শ্রীধর-স্বামিচরণ বলেন, এস্থলে **প্র**-উপসর্গের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; "প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে; প্রোজ্‌ঝিত শব্দের অর্থ "প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহকালের সর্ব্ব প্রকারের সুখ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি-জনিত সুখের-কামনাতো পরিত্যক্ত হইবেই; এমন কি মোক্ষ-কামনা পর্য্যন্তও যে ধর্ম্মে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই **প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম।** মোক্ষ-কামনা থাকিলেও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কপটতা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয় না—ইহাই শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। ইহাতে বুঝা যায়, মোক্ষকামনাও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কপটতা-বিশেষ। মোক্ষকামনা কিরূপে কপটতা হইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক। মোক্ষ-শব্দের অর্থ কি? মোক্ষ অর্থ মুক্তি—সংসার-গতাগতির নিরসন। এই মুক্তি পাঁচ রকমের—সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য। সার্ষ্টিতে মুক্তাবস্থায় উপাস্যদেবের সমান ঐশ্বর্য্য পাওয়া যায়। সালোক্যে, উপাস্যের সহিত একই লোকে বা একই ভগবদ্ধামে বাস করা যায়। সারূপ্যে উপাস্যের সমান রূপ—চতুর্ভুজত্বাদি—পাওয়া যায়। সামীপ্যে উপাস্যের নিকটে থাকা যায়। এই চারি রকমের মুক্তিতেই সিদ্ধাবস্থায় সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে। সাযুজ্যে, উপাস্যের সঙ্গে সাধক তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়া যায়। ইহাতে সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে সাধারণতঃ রূঢ়ি-অর্থে এই সাযুজ্য-মুক্তিকেই বুঝায়। যাহা হউক, সার্ষ্টি-আদি প্রথম চারি রকমের মুক্তি-কামনায় আবার দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, মাত্র উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়তঃ উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যকে সেবা করার সৌভাগ্য পাওয়া। প্রথম প্রকারের উদ্দেশ্যময়ী মুক্তিচতুষ্টয়ে, ভগবৎসেবার কিছুই নাই; কেবল ঐশ্বর্য্যাদি পাইলেই সাধক নিজকে কৃতার্থ মনে করেন, ইহাতে কেবল স্বসুখবাসনা,—কেবল নিজের জন্য কিছু—উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্য, রূপ ইত্যাদি—পাওয়ার বাসনা; সুতরাং ইহা যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কৈতব বা কপটতা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্দেশ্যে যদিও উপাস্যের সেবার বাসনা আছে, তথাপি তাহার সঙ্গে নিজের জন্য উপাস্যের সমান ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তির বাসনা আছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেও কপটতা মিশ্রিত আছে। অতএব সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তির কামনা পরিত্যক্ত না হইলে ধর্ম্ম কৈতব-শূন্য হইতে পারে না (ক্রমসন্দর্ভ)।

তারপর পঞ্চম প্রকারের মুক্তি—সাযুজ্য। অগ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া লৌহ যেমন অগ্নিবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ সাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইহাতে জীবের, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা থাকে না। পৃথক্ সত্তা থাকেনা বলিয়া সাযুজ্য মুক্তিতে জীব উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করিতে পারে না; সুতরাং ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে ভগবৎ-প্রীতি সাধন, তাহাই সাযুজ্য-মুক্তি-কামীদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে থাকেনা; থাকে কেবল ব্রহ্মের সঙ্গে বা অন্য কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে মিশিয়া সেই স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা—কেবল মাত্র নিজের জন্য কিছু একটা (তাদাত্ম্য) প্রাপ্তির বাসনা। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কৈতব বা কপটতা মাত্র;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই কপটতাও ত্যাগ না করিলে ধর্ম্ম কপটতাশূন্য হইতে পারে না। ইহকালের সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এই সমস্ত সুখ অনিত্য। কিন্তু সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না—অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধামেই তাহার নিত্যস্থিতি হয়। এজন্য, লোকে সাধারণতঃ মনে করিতে পারে, পঞ্চবিধা মুক্তির সাধনে কপটতা থাকিতে পাবে না; কিন্তু তাহাতেও যে কপটতা আছে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইতেছে। সুতরাং ইহকালের কি পরকালের সুখ-বাসনা, এমন কি মুক্তি-কামনা পর্য্যন্তও পরিত্যক্ত হয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাহাই প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম; কারণ, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবৎ-প্রীতি। ভগবৎ-তোষণই এই পরম ধর্ম্মের স্বরূপ।

এই পরম-ধর্ম্মটী কাঁহারা অনুষ্ঠান করিতে পারেন? ইহা **"নির্ম্মৎসরাণাং সতাং"** অনুষ্ঠেয়; নির্ম্মৎসর সাধু ব্যক্তিগণই এই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। পরের উৎকর্ষ যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকেই **"মৎসর"** বলে। এইরূপ মৎসরতা যাঁহাদের নাই, যাঁহারা পরের উৎকর্ষ দেখিলেও ক্ষুব্ধ হয়েন না, তাঁহারাই **"নির্ম্মৎসর"**। যাহারা কোনওরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাহারাই সাধারণতঃ মৎসর হয়; কারণ, তাহারা কোনও বিষয়ে পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং ফলাভিসন্ধানশূন্য ব্যক্তিই—নির্ম্মৎসর হইতে পারেন। যে পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসন্ধির স্থান নাই, সেই ধর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান এইরূপ নির্ম্মৎসর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা হইয়াছে, এই পরম ধর্ম্মটী নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই অনুষ্ঠেয়। সৎ বা সাধুর লক্ষণ ২৮শ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা নির্ম্মৎসর নহে, তাহারা কি এই হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেনা? তাহারাও এই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; অনুষ্ঠান করিতে করিতেই ভগবৎ-কৃপায় তাহাদের মৎসরতা দূরীভূত হইবে। "কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥ ২।২২।২৭॥"

তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল। প্রথমতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তব-বস্তু জানা যায়—বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু। **বাস্তব বস্তু** কি? পরমার্থভূত-বস্তুই বাস্তব-বস্তু (শ্রীধরস্বামী)। পরমার্থভূত বস্তুটী কি? পূর্ব্বোল্লিখিত হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় পরম-ধর্ম্মই, অর্থাৎ ভক্তিই, পরমার্থভূত বস্তু। কারণ, এই ভক্তি স্বীয় ফল প্রদান করিতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্ব-ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। আবার, এই ভক্তি দ্বারাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ অনুভব এবং তাঁহার সম্যক্ সেবা-প্রাপ্তি সম্ভব; জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। ভক্তিরই ভগবদ্-বশীকরণী শক্তি আছে; তাই এই ভক্তিই পরম পুরুষার্থ-ভূত বস্তু।

অথবা, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়েই স্থির থাকে, যাহা নিত্য, তাহাই বাস্তব বস্তু। ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদি, তাঁহার ধামাদি, তাঁহার পরিকরাদি এবং তাঁহাতে ভক্তি—এই সমস্তই নিত্য বলিয়া বাস্তব-বস্তু। এতদ্ব্যতীত জগদাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত বস্তু হইলেও অনিত্য বলিয়া বাস্তব বস্তু নহে।

এই বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে জানা যায়। এই বাস্তব-বস্তুটীর তত্ত্ব অবগত হইলে কি হয়, অর্থাৎ এই বাস্তব-বস্তুটীর শক্তি কি, তাহাও এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহা **"শিবদং"**—মঙ্গল-প্রদ। মঙ্গল কি? পরমানন্দই জীবের এক মাত্র মঙ্গলময় বস্তু; কারণ, ইহাই সর্ব্বাবস্থায় জীবের প্রার্থনীয়। বাস্তব-বস্তুটী নিজের শক্তিতে জীবকে এই পরমানন্দ দান করিতে পারে। অথবা, "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই শ্রুতি-প্রমাণ-অনুসারে একমাত্র শিব-বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ, ঐ বাস্তব-বস্তু (ভক্তি) হইতে তাহা পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ভক্তির শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-শক্তি সূচিত হইতেছে।

এই বাস্তব-বস্তুটীর আর একটী শক্তি এই যে, ইহা **"তাপত্রয়োন্মূলনং**—ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ যে অবিদ্যা, সেই-অবিদ্যার খণ্ডন করে।" ভক্তির কৃপায় ভগবদনুভবরূপ পরমানন্দ লাভ হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তাপত্রয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহার নিরসন হয়।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৫১

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—

"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" ইতি ॥ ৩৮

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের, এমন কি শ্রবণেচ্ছারও আর একটী অলৌকিকী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, "ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ। যে সমস্ত কৃতী ব্যক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করেন, ঐ শ্রবণেচ্ছার সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীহরি তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।" **"কৃতিভিঃ"** শব্দের অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—কথঞ্চিৎ-তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ। পরম-ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাধনের প্রভাবে ভক্তিরাণীর কিছু কৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃতী। এইরূপ কৃতী ব্যক্তিগণ যদি শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে সময়ে তাঁহাদের শ্রবণেচ্ছা হয়, ঠিক সেই সময়েই (**সদ্য**) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া (**তৎক্ষণাৎ**) সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। **অবরুদ্ধ**-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয় হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি সূচিত হইতেছে। ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের মণি-মন্ত্রৌষধিবৎ একটী অচিন্ত্য-শক্তি, অন্য কোনও শাস্ত্রের এইরূপ শক্তি নাই।

এই শ্লোকে তিনবার "অত্র"—(এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্দ্ধারণার্থেই তিনবার একই "অত্র" শব্দের উক্তি। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেই (অত্র) প্রোজ্‌ঝিত কৈতব-ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেই (অত্র) বাস্তব বস্তু জানা যায়, অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেই (অত্র) অর্থাৎ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণেচ্ছাতেই ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, অন্য শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছায় হয়েন না।

পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা যে কৈতব, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল—"ধর্ম্ম প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ" বাক্যে।

৫১। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছার মধ্যে মোক্ষ-বাসনাই যে শ্রেষ্ঠ কৈতব, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। **তার মধ্যে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত ধর্ম্ম-অর্থাদির বাঞ্ছার মধ্যে। **মোক্ষ-বাঞ্ছা**—মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা। এস্থলে মোক্ষ-শব্দ রূঢ়ি-অর্থেই অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিতে, জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে বলিয়া ভগবৎ-সেবার সুবিধা আছে, সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণভক্তির অন্তর্ধান হয় না। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া (পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), জীব ভগবৎ-স্বরূপে মিশিয়া থাকে বলিয়া, ভগবৎ-সেবার সুবিধা থাকে না। বিশেষতঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে, কিম্বা তাহাদের সাধনে জীবের সহিত ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে ; কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে বা তাহার সাধনেও সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে না ; সাযুজ্য-মুক্তি-কামী ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাতে ভক্তির প্রাণস্বরূপ সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে না বলিয়া, বিশেষতঃ মায়াধীন জীব নিজকে মায়াধীশ ঈশ্বর বলিয়া মনে করে বলিয়া, ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এজন্য সাযুজ্য-মুক্তিকে **কৈতব-প্রধান** (কৈতবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ" ইত্যাদি শ্লোকের "প্রোজ্‌ঝিত" শব্দের অন্তর্গত "প্র" উপসর্গ সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীধর-স্বামিচরণ বলিতেছেন—"প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিরও নিরসন করা হইল।"

৫২। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর্ম্মের কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির উন্মেষে বাধাপ্রদানকারী ; কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল।

যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৫৩

তত্ত্ব বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দ-স্বরূপ ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শুভাশুভকর্ম্ম—শুভ ও অশুভ কর্ম্ম। **শুভকর্ম্ম**—স্বর্গাদি-প্রাপক পুণ্য কর্ম্ম। **অশুভ কর্ম্ম**—নরকাদি-প্রাপক পাপ কর্ম্ম। পুণ্য ও পাপ উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়াছেন, "পুণ্য যে সুখের ধাম, না লইও তার নাম, পাপ্-পুণ্য দুই পরিহরি।"

নিজের সুখের আশাতেই লোক পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং পুণ্য-কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা—কৈতব-বিশেষ; তাই ইহা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। আর পুণ্যের ফলে ইহকালে বা পরকালে লোক যখন সুখ-ভোগের অধিকারী হয়, তখনও সুখ-ভোগে মত্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা ভুলিয়া যায়। সুতরাং পুণ্যকর্ম্মের আদি ও অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। আবার, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই লোক পাপকর্ম্মও করিয়া থাকে। সেই পাপের ফলে ইহকালে নানাবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং পরকালে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণা-নিবৃত্তির এবং সুখ-প্রাপ্তির জন্যই জীবের বলবতী বাসনা জন্মে; শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত সাধারণতঃ বাসনা জন্মেনা। সুতরাং পাপ-কর্ম্মেরও আদি ও অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। তাই বলা হইয়াছে—শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই কৃষ্ণভক্তির বাধক।

সেহ—সেই শুভাশুভ কর্ম্ম। **অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম**—অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল। জীব অজ্ঞ বলিয়া, নিজের স্বরূপ-জ্ঞান এবং স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্যের জ্ঞান জীবের নাই বলিয়াই, জীব শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যদি সেই জ্ঞান জীবের থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া হরিতোষণমূলক ভক্তি-সাধনেই প্রবৃত্ত হইত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

৫৩। এই পয়ারের অন্বয়—যাঁহার প্রসাদে এই তমোনাশ হয়; (সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ) তমোনাশ করিয়া তত্ত্বের প্রকাশ করেন।

পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-পূর্ব্বক জীবের এই অজ্ঞান-তম দূরীভূত করেন এবং জীবের চিত্তে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত করেন।

তত্ত্ব-বস্তু কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৫৪। অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই সমস্তই তত্ত্ববস্তু এবং এই সমস্ত তত্ত্ববস্তুই আনন্দ-স্বরূপ।

তত্ত্ব-বস্তু—পরমার্থভূত বস্তু। সকল জীবই আনন্দ চায়, রস-আস্বাদন চায়; সুতরাং রস বা আনন্দই হইল পরমার্থভূত বস্তু, আনন্দই হইল তত্ত্ব-বস্তু।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইলেন রস-স্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ। রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিলেই জীব আনন্দ পাইতে পারে; "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—শ্রুতি।" তাই, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই আনন্দ-লিপ্সু জীবের নিত্যসম্বন্ধ। এজন্য শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। এজন্য প্রেমকে শাস্ত্রে প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হইয়াছে।

আবার, প্রেম-লাভ করিতে হইলে ভক্তি-সাধনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য; কারণ, ভক্তি ব্যতীত প্রেমের বিকাশ হয় না। তাই শাস্ত্রে সাধন-ভক্তিকেই অভিধেয়-তত্ত্ব বলা হইয়াছে। অভিধেয় অর্থ কর্ত্তব্য।

এইরূপে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্ব এই তিনটী তত্ত্বই হইল জীবের মুখ্য জ্ঞাতব্য; এই তিনটীর জ্ঞানই হইল তত্ত্ব-জ্ঞান। মুখ্যতত্ত্ব-বস্তু আনন্দের সঙ্গে অপরিহার্য্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই তিনটীকেও তত্ত্ব-বস্তু বলা হয়। তাই এই পয়ারে বলা হইল—কৃষ্ণ, প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি ও নামসঙ্কীর্ত্তন—ইহারাই তত্ত্ব-বস্তু। এই

সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে। বহির্বস্তু ঘট-পট আদি সে প্রকাশে ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কয়টীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব, নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইল অভিধেয়-তত্ত্ব, এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি হইল প্রয়োজন-তত্ত্ব।

প্রেমরূপ-কৃষ্ণ-ভক্তি—কৃষ্ণভক্তির তিন অবস্থা; সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। সাধন-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম ভাব-ভক্তি; সাধন-ভক্তি হইতেই ভাব-ভক্তির উদয় হয়। ভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি। সুতরাং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি অর্থ—কৃষ্ণভক্তির পরিপক্কাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিবিশেষই প্রেম; সুতরাং প্রেমও স্বরূপতঃ আনন্দই।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন। সাধনাবস্থায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সাধন-ভক্তির অঙ্গ; বহুবিধ সাধনভক্তির মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; আবার নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ; সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভক্তি। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি। কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন॥ ৩।৪।৬৫-৬৬॥" এই পয়ারে নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত সাধনভক্তিই উপলক্ষিত হইতেছে। নাম ও নামীর অভেদ-বশতঃ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের ভেদ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ-নামও আনন্দ-স্বরূপ। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥"—হ, ভ, বি, ১১।২৬৯॥

আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এবং ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস-বিশেষই ভক্তি বলিয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গ মাত্রই আনন্দময়। জ্ঞান-যোগাদি সাধনের ন্যায় ভক্তিমার্গের সাধন যে দুঃখকর নহে, পরন্তু সুখজনক তাহাই ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে।

এই সমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্তকেই আনন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

৫৫। এক্ষণে ৫৫-৫৯ পয়ারে আকাশের সূর্য্যচন্দ্র হইতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্য-চন্দ্রের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। আকাশের সূর্য্যচন্দ্র বহির্ভাগের—ভূপৃষ্ঠের—অন্ধকার মাত্র দূর করিতে পারে এবং ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহই প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের—খনিগর্ভের বা পর্ব্বত-গুহাদির অন্ধকার দূর করিতে পারে না, তত্রত্য কোনও বস্তুও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্র জীবের বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর করিতে পারেন; এবং জীবের বাহিরে এবং ভিতরে উভয় স্থানেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার তাৎপর্য্য এই যে, জীব নিজের বহির্দ্দেশে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং তাহার ভিতরের—চিত্তবৃত্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা—এই উভয় প্রকারের অজ্ঞতাই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দূর করেন। আর বহির্দ্দেশের বস্তুসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধেয় বস্তুর স্বরূপতত্ত্বও তাঁহারা প্রকাশ করেন। অন্ধকারের মধ্যে কোনও জিনিষের স্বরূপ দেখা যায় না বলিয়া জীব যেমন কোনও বস্তুতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কল্পনা করিয়া ভীত হয়; আবার কোনও বস্তুকে তাহার সুখ-সাধন কোনও বস্তু মনে করিয়া আনন্দিত হয়; তদ্রূপ জীবের অজ্ঞতাবশতঃ দৃশ্যমান কোনও বস্তুকে তাহার সুখের উপাদান এবং কোনও বস্তুকে বা তাহার দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সমস্ত বস্তুর স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, তখন জীব বুঝিতে পারে যে, স্ত্রী-পুত্রাদি যে সমস্ত বস্তুকে সে তাহার সুখের হেতু বলিয়া মনে করিত, সে সমস্ত বাস্তবিক তাহার সুখের মূল নহে; ঐ সমস্ত অনিত্য বস্তু কাহাকেও নিত্য সুখ দিতে পারে না; যে সমস্ত বস্তুকে জীব তাহার দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে সমস্ত বস্তুও বাস্তবিক তাহার দুঃখের মূল হেতু নহে—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৫৬

এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত— ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার দুঃখের হেতু—স্বীয় দুর্ব্বাসনামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি মাত্র। অজ্ঞান-অবস্থায় তাহার চিত্ত এই সমস্ত কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে জীব বুঝিতে পারে,—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র তত্ত্ববস্তু, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতেই জীব তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত নিত্য আনন্দ পাইতে পারে; আরও বুঝিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেম লাভ করা দরকার এবং প্রেম লাভ করিতে হইলে নাম-সংকীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দরকার; এতদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু, তৎসমস্তই তাহার দুঃখের হেতু।

তম—অন্ধকার। **বহির্ব্বস্তু**—বাহিরের জিনিস; পৃথিবীর বহির্ভাগে যে সমস্ত জিনিস আছে, সে সমস্ত। **ঘট-পট আদি**—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট, সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি; বাহিরে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমস্ত। **প্রকাশে**—প্রকাশ করে, দেখাইয়া দেয়।

৫৬। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কিরূপে জীবের চিত্তের অজ্ঞান দূর করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করেন, তাহা বলিতেছেন, তিন পয়ারে। তাঁহারা জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ বা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অজ্ঞান দূর করিয়া ভক্তি-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সঙ্গে এবং ভক্তিরস-রসিক ভক্তের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার করান; তাঁহাদের কৃপায় জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং ভজনের পরিপাকে যখন তাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতে থাকেন; তখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনও বস্তুই সেই জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনায় বা সাধু-সঙ্গে যে জীবের প্রবৃত্তি হয়, তাহাও ভগবৎ-কৃপার ফলেই।

দুই ভাই—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। **হৃদয়ের**—জীবের হৃদয়ের। **ক্ষালি**—ক্ষালন করিয়া; দূর করিয়া। **অন্ধকার**—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার; শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা।

দুই ভাগবত—ভাগবত-শাস্ত্র ও ভক্তিরস-রসিক ভক্ত।

করান সাক্ষাৎকার—সঙ্গ করান। ভাগবত-শাস্ত্রের সঙ্গ করান অর্থ—ভাগবত-শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মাইয়া আলোচনা করান।

৫৭। দুই ভাগবত কি কি, তাহা বলিতেছেন। এক ভাগবত হইতেছেন—ভাগবত-শাস্ত্র; আর এক ভাগবত হইতেছেন—ভক্তিরসপাত্র ভক্ত।

ভাগবত-শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীশ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-কথা-পূর্ণ ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রকে "বড় ভাগবত" বলার হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে জগতে বিরাজমান্।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ। শ্রীভা ১।৩।৪৫" ॥

কোন কোনও গ্রন্থে "এক ভাগবত বড়" স্থানে "এক ভাগবত হয়" পাঠ আছে।

আর ভাগবত—অন্য ভাগবত। **ভক্ত ভক্তিরসপাত্র**—ভক্তিরস-পাত্র ভক্ত; প্রেমভক্তিকেই যিনি পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ভক্তিরস-রসিক ভক্তই এস্থলে ভাগবত-শব্দবাচ্য; এইরূপ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে। কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরাও আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু

দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ৫৮

এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তম করে নাশ ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহারা ভক্তিকে পরমপুরুষার্থ মনে করেন না বলিয়া, ভক্তির আস্বাদ্যতা তাঁহাদের নিকটে লোভনীয় নহে বলিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে ভক্তি রসরূপে পরিণত হইতে পারেনা বলিয়া (৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তাঁহারা ভক্তিরসপাত্র নহেন; এই পয়ারে "ভাগবত" শব্দে বোধ হয় তাঁহারা অভিপ্রেত হয়েন নাই।

৫৮। **দুই ভাগবতদ্বারা**—শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনা করাইয়া এবং ভক্তিরস-পাত্র ভক্তের সঙ্গ করাইয়া। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার ফল ৩১শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এবং সাধুসঙ্গের ফল ২৮।২৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরস—অনুভব-বিভাদির যোগে কৃষ্ণভক্তি রসে পরিণত হইয়া অত্যন্ত আস্বাদ্য হয় (৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনার ফলে এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয়; এই ভক্তিই প্রেমরসে পরিণত হইলে পরমস্বাদ্য হয়।

তাহার হৃদয়ে—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া ভাগবত-সঙ্গ করান, তাহার হৃদয়ে।

তার প্রেমে হয় বশ—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার প্রেমে বশীভূত হয়েন।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল। রস-আস্বাদনের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন। তিনি যখন দেখেন, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছে, তখনই সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করেন। কারণ, তিনি প্রেমবশ এবং ভক্তিরস-লোলুপ। মধুলোলুপ ভ্রমর কোনও স্থানে মধুর ভাণ্ড দেখিলে যেমন আত্মহারা হইয়া মধুপান করিতে করিতে ভাণ্ডস্থ মধুর মধ্যেই ডুবিয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিরস-পিপাসু শ্রীভগবানও রস-লোভে ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিরসেই যেন ডুবিয়া যায়েন, আর উঠিতে পারেন না, উঠিতে ইচ্ছাও করেন না।

ভগবান্ নিজেই তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্যতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবান্ বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥—হে দ্বিজ! আমি ভক্তজনপ্রিয়; ভক্তপরাধীন; ভক্তের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য না থাকারই মতন। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে যেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভা ৯।৪।৬৩॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥—সতী স্ত্রী সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করিয়া রাখেন, আমাতে নিঃশেষরূপে আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তি-প্রভাবে আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিয়া রাখেন। শ্রীভা ৯।৪।৬৬॥ সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়; আমাকে ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না। শ্রীভা ৯।৪।৬৮॥" স্বীয় ভক্তবশ্যতার কথা প্রকাশ করিতেও ভগবান্ যেন অপরিসীম আনন্দ পায়েন।

৫৯। "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্রকে "চিত্রৌ—অদ্ভুত" সূর্য্যচন্দ্র বলা হইয়াছে; এই পয়ারে, আকাশের সূর্য্যচন্দ্র হইতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাঁহাদের অদ্ভুতত্ব প্রমাণ করিতেছেন। দুই বিষয়ে তাঁহাদের অদ্ভুতত্ব। আকাশের সূর্য্যচন্দ্র একই সময়ে একত্রে উদিত হয় না; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্র একই সময়ে উদিত (আবির্ভূত) হইয়াছেন; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আবার

এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥ ৬০
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ ৬১
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥ ৬২
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥ ৬৩

অনাদি-ব্যবহার-সিদ্ধ-প্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ—
'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা' ইতি॥ ৩৯॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ॥ ৬৪
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তার ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রস-তত্ত্ব॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আকাশের সূর্য্যচন্দ্র পর্ব্বতগুহার অন্ধকার দূর করিতে পারেনা; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞান-অন্ধকারও দূর করেন; ইহা আর এক অদ্ভুত ব্যাপার। **দোঁহার**—শ্রীশ্রীগৌরের ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের।

৬০। **এই চন্দ্রসূর্য্য দুই**—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। **পরম-সদয়**—পরম করুণ, জীবের প্রতি। **জগতের ভাগ্যে**—জগদ্বাসী জীবের সৌভাগ্যবশতঃ। **গৌড়ে**—গৌড়দেশে; নবদ্বীপে।

৬২। **এই দুই শ্লোকে**—প্রথম দুই শ্লোকে। **মঙ্গল-বন্দন**—ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ। **তৃতীয় শ্লোকের**—"যদদ্বৈতং" ইত্যাদি শ্লোকের।

৬৩। **বক্তব্য-বাহুল্য**—বক্তব্য বিষয়ের বহুলতা বা আধিক্য।

গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে—গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ার ভয়ে। এই গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যায়; তাই অতি সংক্ষেপে কেবল সারকথা কয়টী বলা হইতেছে।

অল্পকথায় সারকথা বলাই যে সঙ্গত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। **অনুবাদ।** প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন—"অল্পাক্ষর সারগর্ভ বাক্যই বাগ্মিতা।"

মিতং—বর্ণনার বাহুল্যশূন্য; পরিমিত; অল্পাক্ষর। **সারং**—প্রকৃত-অর্থ-ব্যঞ্জক; সারগর্ভ। **বাগ্মিতা**—বাক্‌পটুতা।

৬৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রবণের ফল বলিতেছেন।

অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান-বিপর্য্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ (চক্রবর্ত্তী)। **অজ্ঞান**—স্বরূপের অপ্রকাশ। **বিপর্য্যাস**—দেহাদিতে অহংবুদ্ধি। **ভেদ**—ভোগের ইচ্ছা। **ভয়**—ভীতি; ভোগেচ্ছায় বিঘ্নের আশঙ্কা। **শোক**—নষ্টবস্তুর নিমিত্ত দুঃখ। অজ্ঞানাদি-শব্দে এই পাঁচটীকে বুঝায়।

দোষ—দোষ আঠার রকমঃ—(১) মোহ, (২) তন্দ্রা, (৩) ভ্রম, (৪) রুক্ষরসতা, (৫) উল্বণ-কাম (দুঃখপ্রদ-লৌকিক কাম), (৬) লোলতা (চাঞ্চল্য), (৭) মদ (মত্ততা), (৮) মাৎসর্য্য (পরের উৎকর্ষ-সহনে অক্ষমতা), (৯) হিংসা, (১০) খেদ, (১১) পরিশ্রম, (১২) অসত্য, (১৩) ক্রোধ, (১৪) আকাঙ্ক্ষা, (১৫) আশঙ্কা, (১৬) বিশ্ববিভ্রম, (১৭) বৈষম্য ও (১৮) পরাপেক্ষা।

"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম-উল্বণঃ। লোলতামদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিসমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥—ভ, র, সি, দ, ১লহরী-ধৃত বিষ্ণুজামল-বচন। ১৩০।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে চিত্তের অজ্ঞানাদি এবং অষ্টাদশ-দোষ দূরীভূত হয়, কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম জন্মে এবং চিত্তে আনন্দ জন্মে।

৬৫। এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও

ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার ॥ ৬৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং
গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম
প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমা, তাঁহাদের ভক্ত-তত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, ও রস-তত্ত্ব—এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

৬৬। **ভিন্ন ভিন্ন**—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। **লিখিয়াছি**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শাস্ত্রীয় বিচারের সহিত আলোচিত হইয়াছে। **বস্তু-তত্ত্ব-সার**—বস্তু-তত্ত্ব সম্বন্ধে সারকথা।

৬৭। শ্রীরূপ রঘুনাথ ইত্যাদি—এই গ্রন্থে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী সে সমস্ত নিজে প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী বহুকাল প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন; তিনি অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর গৃহস্থাশ্রম হইতেই প্রায় প্রভুর সঙ্গী, তিনি সমস্তই অবগত আছেন; কেবল লীলা নহে, পরন্তু তিনি প্রভুর মনোগত ভাবও সমস্ত জানিতেন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস-গোস্বামীকে স্বরূপ-দামোদরের হাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া দাস-গোস্বামী স্বরূপের মুখে প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার কথাই শুনিয়াছেন। আবার শ্রীরূপ গোস্বামীও প্রভুর অনেক লীলা দর্শন করিয়াছেন। এবং স্বরূপ-দামোদরের নিকট অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী এই দুইজনের মুখের উক্তি এবং লেখা হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; "চৈতন্য-লীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ * * * স্বরূপ-গোস্বামীর মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ। ২।২।৭২-৭৩॥" শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপায় গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এই পয়ারের ন্যায় ভণিতা দিয়াছেন। এইরূপ উক্তির ধ্বনি এই যে—"গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পিত কথা নহে; পরন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা তাঁহাদের লেখায় যাহা দেখিয়াছেন, তাঁদের চরণ স্মরণ করিয়া তাহাই মাত্র তিনি লিখিয়াছেন।"